তুন ডা. মাহাথির ও আধুনিক মালয়েশিয়া

এ কে এম আতিক্কুর রহমান

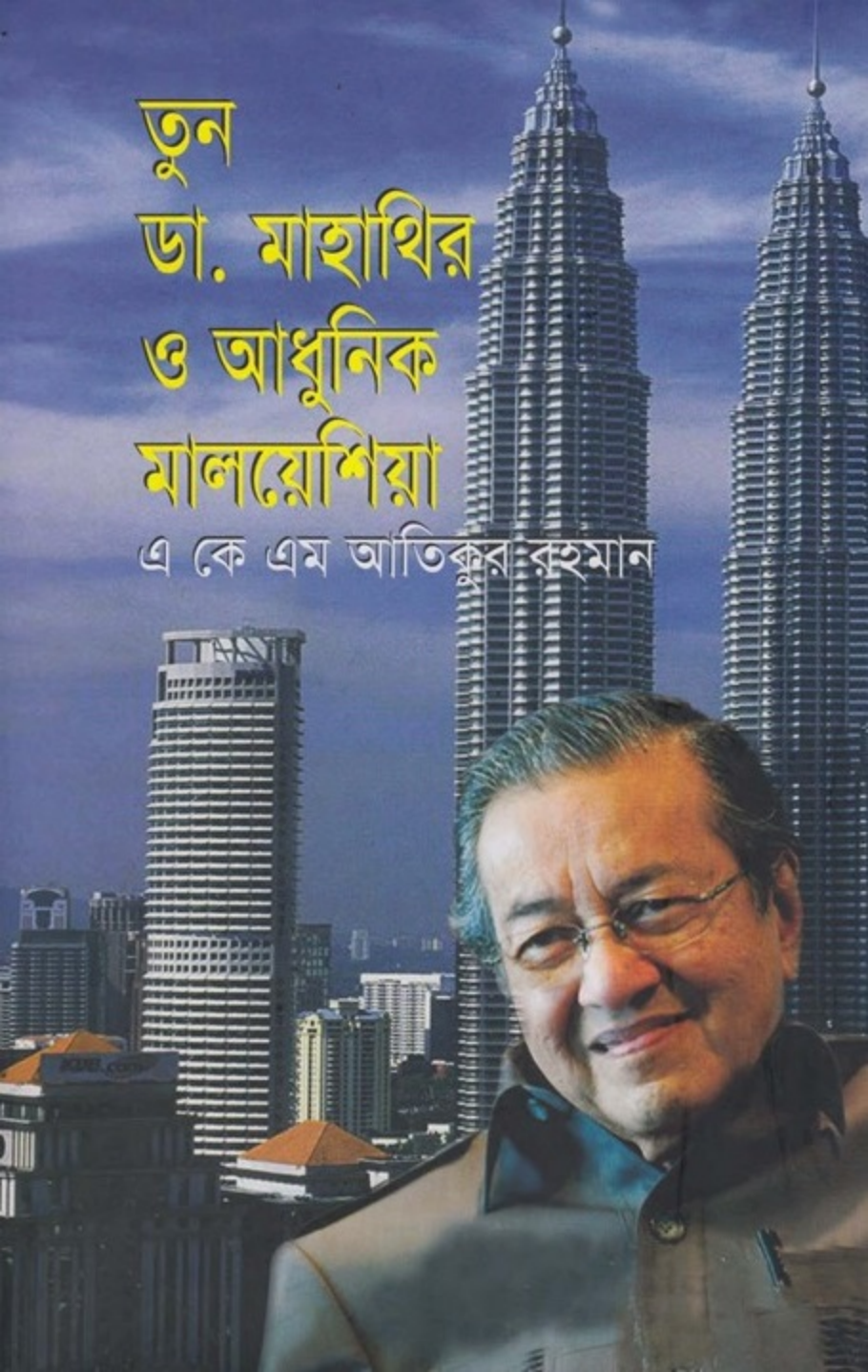

তুন ডা. মাহাথির ১৬ জুলাই ১৯৮১ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০০৩ পর্যন্ত বাইশ বছরেরও বেশি মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিরতিহীন এতোগুলো বছর কোনো একটি গণতান্ত্রিক দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে থাকা নেতা পৃথিবীতে খুব কমই খুঁজে পাওয়া যাবে। ডা. মাহাথির মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটিয়েছেন তা শুধু মালয়েশিয়ার জন্যই নয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের কাছেও একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। অনন্য সাধারণ এই ব্যাক্তিত্বকে নিয়ে কিছু কথা বলার জন্যই মূলত আমি এ বইটি লিখতে উৎসাহী হই। ডা. মাহাথিরকে আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার বলা হয়। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, দেশপ্রেম এবং দেশের উন্নয়নের জন্য গৃহীত পরিকল্পনার যথার্থ বাস্তবায়নে দৃঢ় মনোবল অন্যান্য দেশের মানুষকে বিশেষ করে রাজনীতিকদেরকে অনুপ্রাণিত করতে পারে তাদের দেশের উন্নয়নে।

প্রচ্ছদ : হুমায়ুন কবীর ঢালী

www.pathagar.com

তুন ডা. মাহাথির
ও
আধুনিক মালয়েশিয়া

www.pathagar.com

তুন ডা. মাহাথির ও আধুনিক মালয়েশিয়া

এ কে এম আতিকুর রহমান

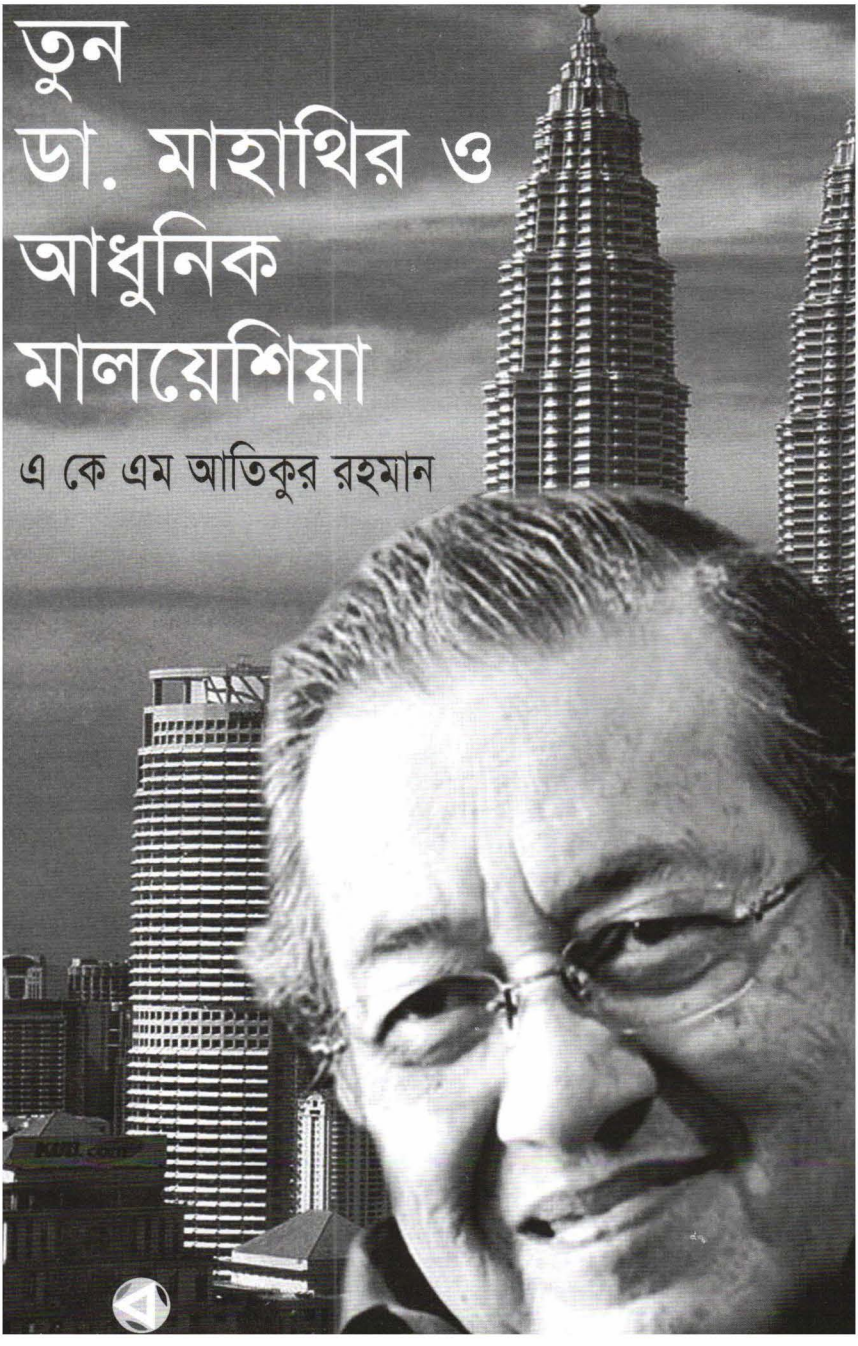

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১১, ফাল্গুন ১৪১৭

প্রকাশক
প্রকৌ. মো. মেহেদী হাসান

বাংলাপ্রকাশ
৩৮/২-খ তাজমহল মার্কেট, নিচতলা
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১২০৪০৩, ৭১৭০৯০৯
E-mail : info@banglaprakash.com

পরিবেশক
লেকচার পাবলিকেশন্স লি., ঢাকা

বিদেশে পরিবেশক
রূপসী বাংলা, ২২০ টুটিং হাই স্ট্রিট, লন্ডন
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক, আমেরিকা
বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, কলকাতা, ভারত
ডিকে এজেন্সিস (প্রা.) লি., নয়াদিল্লি, ভারত

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
হুমায়ূন কবীর ঢালী

মুদ্রণ
কমলা প্রিন্টার্স
পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা

মূল্য : ১৩০.০০ টাকা

Tun Dr. Mahathir O Adhunik Malaysia written by A. K. M. Atiqur Rahman. Published by Engr. Md. Mehedi Hasan, Banglaprakash (A concern of Omicon group). 38/2-Kha Tajmahal Market, Ground Floor. Banglabazar, Dhaka 1100.

Local Price in BDT : 130.00 Only
Intel. Price in USD : $ 6.00 Only

ISBN 984-300-000-649-5

www.pathagar.com

উৎসর্গ

জাতির জনক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

তুমি ছিলে, আছো এবং থাকবে
যতদিন থাকবে বাঙালি আর বাংলাদেশ
মহাবিশ্বের অস্তিত্ব
বিলীন না হওয়া অবধি...

www.pathagar.com

Foreword

While it is an honour to be asked to write the foreword of a book, it is however difficult when the book is about me.
It is also quite difficult to turn down a request.
Writing a book is not an easy task and efforts put into it must be appreciated, regardless if the book is considered worth reading or otherwise.
I would not know how this book, written in Bangla, would be received in Bangladesh.
I was told that the writer of this book titled "Tun Dr Mahathir o Adhunik Malaysia" which means Tun Dr Mahathir and Modern Malaysia, has incorporated my childhood, education, political career and my 22 years at the helm of the nation.
Apart from that, the author has touched on some of the policies initiated during that period, among others, the "Look East Policy" and "Vision 2020".
Given the close ties between Bangladesh and Malaysia, it is hoped that the book will provide a better understanding among Bangladeshis of the foundation upon which Malaysia is built, the direction it is taking, and the objectives it had set to achieve.
Indeed, Malaysia has a story to tell and who would be better to narrate it to the people of Bangladesh other than one of its own people and writing it in their own language.
How much of our experience will benefit Bangladesh is not for me to say but surely we have not done too badly.
The presence of a high number of people of Bangladesh working in Malaysia is testament to some of our successes and in turn, we do owe the people of Bangladesh for their contributions in helping us realise some of our dreams.
Not all would have a nice story to tell about Malaysia when they return home but I am sure more have favourable experiences to talk about given the unending requests to work here in Malaysia.
I was also told that this book has been dedicated to Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Founding Father of Bangladesh.

www.pathagar.com

I am humbled to have a book written about me and dedicated to a man of such standing.

I do hope this book will contribute towards greater understanding among Bangladeshis of Malaysia and its people and so improve our relations.

21 January 2011
Putrajaya, Malaysia

Dr Mahathir bin Mohamad

www.pathagar.com

লেখকের কথা

ডা. মাহাথির মোহামদ সম্পর্কে আমি প্রথম জানতে পারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যাবস্থায়। পরে ১৯৮৬ সালে যখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ডেস্কের ডেস্ক অফিসার হিসাবে কাজ শুরু করি তখন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডা. মাহাথির সম্পর্কে আরো জানার সুযোগ ঘটে। পরবর্তীতে ২০০৩ সালে আমি যখন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অণুবিভাগের মহাপরিচালক তখনো তিনি প্রধানমন্ত্রী। অবশ্য ঐ বছরের শেষদিকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ডা. মাহাথিরকে দেখার অনেক ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দেখার সুযোগ হয়নি। যাহোক, ২০০৯ সালের মাঝামাঝি আমি মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের হাইকমিশনার হিসেবে যোগ দেই। এ সুবাদে ডা. মাহাথিরের সাথে পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে আমি তাঁর অফিসে গিয়ে প্রথম দেখা করি। এরপর আরো অনেকবারই তাঁর সাথে আমার দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। তাঁকে নিয়ে বাংলায় একটি বই লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি তাৎক্ষণিক তাঁর সদয় সম্মতি প্রকাশ করেন। ডা. মাহাথিরকে নিয়ে, তাঁর কর্ম আর রাজনীতি নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে। তিনি নিজেও বিভিন্ন বিষয়ে অনেক বই লিখেছেন, ইংরেজি ও মালয় ভাষায়। তবে মাহাথিরকে নিয়ে বাংলাভাষায় কোনো বই ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে কি না আমার জানা নেই।

মালয়েশিয়ার অঙ্গরাজ্য কেদাহ্-এর রাজধানী আলোস্তা শহরে তাঁর জন্ম এবং সেখানেই হাইস্কুল পর্যন্ত লেখাপড়া। বৃত্তি নিয়ে সিংগাপুরে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন শেষে ডা. মাহাথির মালয়েশিয়া ফিরে আসেন এবং মেডিকেল অফিসার হিসেবে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন।

ডা. মাহাথির ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। সরকারি চাকরিতে থেকে রাজনীতি করা সম্ভব না হওয়ার কারণে কয়েক বছর পরই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আলোস্তা শহরে ক্লিনিক খোলেন। ১৯৬৪ সালে প্রথমবার কেদাহ্ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি সমালোচনা করায় ১৯৬৯ সালে তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। যাহোক ১৯৭২ সালে তিনি আবার দলে ফিরে আসেন এবং দলের সর্বোচ্চ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। রাজনীতিতে এরপর আর তাঁকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

তুন ডা. মাহাথির ১৬ জুলাই ১৯৮১ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০০৩ পর্যন্ত বাইশ বছরেরও বেশি মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিরতিহীন এতোগুলো বছর কোনো একটি গণতান্ত্রিক দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে থাকা নেতা পৃথিবীতে খুব কমই খুঁজে পাওয়া যাবে।

ডা. মাহাথির মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটিয়েছেন তা শুধু মালয়েশিয়ার জন্যই নয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের কাছেও একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। অনন্য সাধারণ এই ব্যাক্তিত্বকে নিয়ে কিছু কথা বলার জন্যই মূলত আমি

www.pathagar.com

এ বইটি লিখতে উৎসাহী হই। ডা. মাহাথিরকে আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার বলা হয়। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, দেশপ্রেম এবং দেশের উন্নয়নের জন্য গৃহীত পরিকল্পনার যথার্থ বাস্তবায়নে দৃঢ় মনোবল অন্যান্য দেশের মানুষকে বিশেষ করে রাজনীতিকদেরকে অনুপ্রাণিত করতে পারে তাদের দেশের উন্নয়নে।

ডা. মাহাথির একটি আলোর পথ দেখিয়েছেন। সেই আলোর পথ ধরেই অর্জিত হয়েছে আজকের মালয়েশিয়ার যাবতীয় উন্নয়ন। আশার এ আলোকবর্তিকা পৃথিবীর যে কেউ বহন করে এগিয়ে যেতে পারে নিজেদেরকে আলোকিত করার জন্য। দেশের উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ একজন নেতা সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ডা. মাহাথিরের মতোই তাঁর দেশের উন্নয়নে হতে পারেন নিবেদিত। দূরদর্শিতা, প্রবল ইচ্ছাশক্তি এবং সাহস এক্ষেত্রে জোরালো ভূমিকা রাখতে পারে।

ডা. মাহাথির সম্পর্কে লেখা এ ছোট্ট বইটিতে তাঁর বাল্যজীবন, শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিয়ে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, তেমনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটেরও অবতারণা করা হয়েছে। এছাড়া আলোচনায় কিছুটা হলেও এসেছে বিশ্ব রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকা। বইয়ের শেষ দিকে বাংলাদেশ প্রসংগে মাহাথিরের চিন্তা-ভাবনা একটি বিশেষ সংযোজন।

বইটি লেখার ব্যাপারে ডা. মাহাথির আমাকে তাঁর অনেক মূল্যবান সময় ধার দিয়েছেন বিভিন্ন আলাপচারিতায়। তাঁর মতো প্রবাদপুরুষের কাছে এজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার জন্য যে সাহস দরকার তা আমার নেই।

গভীর রাতের ঘুমকে ফাঁকি দিয়ে বইটির কাজ করতে হওয়ায় শারীরিক কষ্টকে নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হয়েছে, এছাড়া গত্যন্তর ছিল না। হাতের লেখাকে কম্পিউটারে সাজানো কাজে আমাকে যখন তখন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন মো. মামুনুর রহমান। তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি ড. মো. রেজাউল বাসার সিদ্দিকী-কে বিভিন্ন পরামর্শ ও সহযোগিতার জন্য।

বাংলাপ্রকাশ-এর স্বত্বাধিকারী প্রকৌ. মো. মেহেদী হাসান বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে এক গুরু দায়িত্ব পালন করেন। এজন্য তাঁর প্রতি আমি অনেক কৃতজ্ঞ। বলতে গেলে বন্ধুপ্রতীম লেখক হুমায়ূন কবীর ঢালীর অনুপ্রেরণাতেই বইটি লেখার ইচ্ছা প্রথম আমার মাথায় ঢোকে। তাঁকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। বইটির অনেক ছবি পারদানা লিডারশীপ ফাউন্ডেশন-এর সংগ্রহ থেকে নেয়া। এ সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

বইয়ের দোষ-ত্রুটির সকল দায় আমার। এ ব্যাপারে পাঠকদের পরামর্শ ও মতামত সাদরে গ্রহণ করা হবে। সর্বোপরি বইটি সবার কিছুটা ভালো লাগলেও আমার শ্রম সার্থক হবে।

এ কে এম আতিকুর রহমান

কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া
২৮ ডিসেম্বর ২০১০

www.pathagar.com

সূ চি

বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন/ ১৩
চিকিৎসক হিসেবে কর্মজীবন এবং বিয়ে/ ২০
রাজনীতিতে মাহাথির/ ২৪
নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালা/ ৩২
মালয় ও আদিবাসীদের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ/ ৩৬
শিক্ষামন্ত্রী/ ৩৮
প্রধানমন্ত্রী/ ৪৩
অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে/ ৫০
ভিশন-২০২০/ ৫২
মাহাথিরের সাহিত্যকর্ম/ ৫৭
প্রাচ্যমুখী নীতি/ ৫৯
বাণিজ্য ক্ষেত্রের উন্নয়ন/ ৬৬
যে অবকাঠামো/ ৬৮
আন্তর্জাতিক অঙ্গনে/ ৮৮
বাংলাদেশ প্রসংগে মাহাথির/ ৯৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন

আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার তুন ডা. মাহাথির মোহামদ মালয়েশিয়ার চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর পূর্বের তিন প্রধানমন্ত্রীর মতো কোনো রাজকীয় বা জমিদার পরিবারে সোনার চামচ মুখে নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেননি। তাঁর জন্ম হয়েছিল অতি সাধারণ একজন স্কুল শিক্ষকের ঘরে। এক অনন্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের এ নেতা ১৯২৫ সালের ১০ জুলাই মালয়েশিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্য কেদাহ্-এর রাজধানী আলোস্তা (Alor Star) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তবে দাপ্তরিক কাগজপত্রে তাঁর জন্ম তারিখ লেখা হয়েছিল ২০ ডিসেম্বর ১৯২৫।

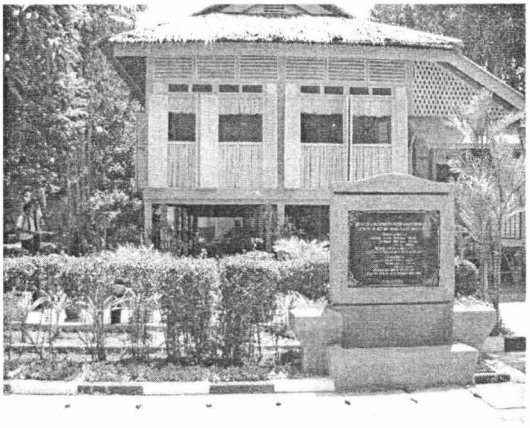

এ বাড়িতে মাহাথির জন্মগ্রহণ করেন

অনেক লেখক তাদের পূর্ব-পুরুষ ভারতের কেরালায় বসবাস করতেন বলে উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে ডা. মাহাথির বলেন যে, তিনি নিশ্চিত নন যে তাদের পূর্ব-পুরুষ ভারতের কেরালা থেকে এদেশে এসেছেন। পাকিস্থান বা বাংলাদেশ থেকেও আসতে পারেন। তবে এ কথা সত্য যে, ভারত উপমহাদেশের কোনো এক এলাকাতে তাদের পূর্ব-পুরুষদের বসবাস ছিল। যাহোক, ভারতবর্ষসহ এসব এলাকা যখন বৃটিশের ঔপনিবেশিক শাসনাধীন সেসময়ই ডা. মাহাথিরের প্রপিতামহ (great-grandfather) ভাগ্যান্বেষণে তখনকার মালয় উপদ্বীপে চলে আসেন এবং পেনাংয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। কোনো কোনো লেখক মাহাথিরের দাদা ইসকান্দারই প্রথম পেনাং আসেন এবং সিতি হাওয়া নামক সেখানকার এক মালয় মহিলাকে বিয়ে করেন বলে উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

মাহাথিরের বাবা

মাহাথিরের বাবা তিনটি সন্তান রেখে তাঁর প্রথম স্ত্রী মৃত্যুবরণ করার পর মাহাথিরের মা ওয়ান মাস তম্পাবন বিনতে ওয়ান হানাফিকে বিয়ে করেন। আগের মায়ের তিনসহ মোট নয় ভাই-বোনের মধ্যে মাহাথির ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। মাহাথিরের বাবা মোহামদ বিন ইসকান্দার চাকরি জীবনের শেষ দিকে একজন সরকারি অডিটর হিসেবে কাজ করলেও তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময়ই কেটেছে স্কুল শিক্ষক হিসেবে। তখনকার মালয়রা তাদের শিশুদেরকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর ব্যাপারে তেমন একটা গুরুত্ব দিত না। তিনি মালয় শিশুদেরকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে মালয়েশিয়ার বিশেষ করে পাহাং, জোহর এবং পেনাং স্টেটের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরলস কাজ করে গেছেন। এমনকি যেসব দুর্গম এলাকায় কোনো গাড়ি-ঘোড়ায় যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল না সেসব এলাকায় সরকার তাঁকে পাঠাতেন নতুন নতুন স্কুল খোলার জন্য। সেখানে তিনি শিশুদের পিতামাতাকে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে তাদেরকে রাজি করিয়েছেন শিশুদেরকে স্কুলে পাঠাতে। তিনি মালয়েশিয়ার অধিকাংশ স্টেটের স্কুলেই শিক্ষকতার কাজ করেছেন। সবশেষে কেদাহ্ স্টেটের রাজধানী আলোস্তায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। আলো ছড়ানোর জন্য তিনি ছিলেন একজন নিবেদিত মানুষ। এছাড়া, শৃঙ্খলাবোধের প্রতি একনিষ্ঠ থাকার জন্য তিনি সব সময়ই ছেলেমেয়েদেরকে অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের মতো নিজের সন্তানদেরও ভালো শিক্ষার ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব দিতেন। মাহাথির এবং তাঁর ভাইবোনেরা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এসে সবাই মিলে বাবার কাছে হোমওয়ার্ক নিয়ে বসে যেতেন। স্কুল ছুটির দিনগুলোতে তাদের বাবা পড়াশোনা ছাড়াও তাদেরকে অন্যান্য কাজের রুটিন করে দিতেন।

মাহাথিরের মা

www.pathagar.com

কিশোর মাহাথির

ডা. মাহাথিরের লেখাপড়া শুরু হয় তাদের বাড়ির কাছেরই একটি মালয় স্কুলে। পরে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি স্থানীয় সরকারি ইংরেজি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। ঐ ইংরেজি বিদ্যালয়টি শুরু করেছিলেন মাহাথিরের বাবা এবং তিনি তখন সেখানকার প্রধান শিক্ষক। ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলার প্রতি মাহাথিরের খুব একটা আগ্রহ ছিল না। একমাত্র রাগবি খেলার প্রতি তাঁর কিছুটা দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়। তবে বই পড়া ছিল মাহাথিরের সবচেয়ে প্রিয় সখ এবং নেশা। অন্যান্য বইয়ের সাথে তিনি রাজনৈতিক বইপত্রও পড়তেন।

ডা. মাহাথির প্রথমে মালয় ভাষার স্কুলে ভর্তি হলেও তিনি মূলতঃ ইংরেজি মাধ্যম স্কুলেই শিক্ষা লাভ করেন। তবে, তাঁর ইসলামিক শিক্ষাশুরু হয় মায়ের কাছে। সবার ছোট হওয়ার কারণে মাহাথিরকে তাঁর মা অন্য সন্তানদের চেয়ে একটু বেশিই স্নেহ করতেন। মা ছাড়াও একজন ধর্মীয় শিক্ষক তাদের বাড়িতে এসে কোরআন ও ইসলাম ধর্ম বিষয়ক অন্যান্য আনুষঙ্গিক দিকগুলো শিক্ষা দিতেন। তাদের পরিবার ছিল খুবই ধর্মপরায়ন। তাই বলে কোনো ধর্মীয় কুসংস্কারে তাদের পরিবার বিশ্বাসী ছিল না, বরং ছেলেমেয়েরা যাতে আদর্শ মুসলমান হিসেবে গড়ে ওঠে সেসব ধর্মীয় অনুশাসন শিক্ষা দেয়ার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হতো। পারিবারিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় আদর্শের প্রতি গভীর বিশ্বাস তাঁর পরবর্তী জীবনের প্রতিটি স্তরে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে।

ডা. মাহাথির যখন আলোস্তা সুলতান আবদুল হামিদ কলেজে পড়াশোনা করছিলেন তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৪১ সালে জাপানি সৈন্যরা মালয়েশিয়া দখল করে নিলে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়ে জাপানি ভাষায় লেখাপড়ার স্কুল চালু করা হয়। এমনকি লোকজনদেরকে জাপানি ভাষায় কথা বলতে বাধ্য করা হয়। যেসব ছাত্র ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করছিল তারা খুব অসুবিধায় পড়ে গেল। ফলে তাদের অধিকাংশেরই স্কুলে যাওয়া বন্ধ করতে হলো। মাহাথিরকেও স্কুলে যাওয়া

www.pathagar.com

সহপাঠিদের সঙ্গে মাহাথির

ছাড়তে হলো। এ অবস্থায় তিনি কাজ খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও কোনো চাকরি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না। যতটুকু পড়াশোনা করেছেন তা দিয়ে তিনি চাকুরি পাবেন কোথায়? অথচ কিছু একটাতো করতে হবে। এভাবে বসে বসে কতদিন থাকা যায়? তাই কি করা যায় ভাবতে লাগলেন। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন ব্যবসা করার। যদি একটা দোকান খুলে বসা যায় তবে খুব একটা মন্দ হয় না। দৃঢ় চিত্তের মাহাথির থেমে থাকার পাত্র নন। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সাথে পরামর্শ করলেন। এ কাজে দুজন বন্ধুকে রাজি করানো গেল।

তরুণ মাহাথির

www.pathagar.com

তাদের নিয়েই আলোস্তা শহরের ব্যস্ত এলাকাতে খুলে ফেললেন ছোট্ট একটি কেক আর কফি বিক্রির দোকান। এ কাজে যে সামান্য মূলধনের প্রয়োজন পড়লো তা তারা নিজেরাই জোগাড় করলেন।

পেকান বারু কমপ্লেক্স

ছাত্রদের পরিচালিত দোকান বলে ক্রেতার সংখ্যা যেমন বাড়তে লাগলো তেমনি বাড়তে লাগলো তাদের উপার্জন। কয়েক মাসের মধ্যেই তাদের ভালো একটা মূলধনের যোগান হয়ে গেল। তারা ঐ ছোট্ট দোকানটি বিক্রি করে বড় দোকান করার সিদ্ধান্ত নিলেন। দোকানটি বিক্রি করে ভালো অর্থ পাওয়া গেল। এবার তাঁরা একটি বড় দোকান নিলেন, তাও আবার শহরের কেন্দ্রস্থলে। ঐ সময় শুকনো কলা ছিল মালয়দের খুবই জনপ্রিয় একটি খাবার। প্রচুর বিক্রি হতো ঐ শুকনো কলা। বড় দোকান হওয়ায় তাদের আয়ও ছিল বেশ ভালো। দোকান দেয়ার পিছনে মাহাথিরের অর্থ উপার্জনই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। দোকান দিয়ে তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে ভূমিপুত্ররাও ব্যবসা করতে পারে। এজন্য দরকার অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর কঠোর পরিশ্রম। পরবর্তীতে ডা. মাহাথির যখন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হন তখন ঐ দোকান এলাকাটিতে তিনি তৈরি করে দিলেন একটি বড় শপিং কমপ্লেক্স যা 'পেকান বারু কমপ্লেক্স' নামে পরিচিত। কমপ্লেক্সটির সামনে রক্ষিত একটি শ্বেত পাথরে এ ইতিহাস উৎকীর্ণ আছে।

১৯৪৫ সালে জাপানিদের পরাজয়ের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলো, জাপানিরা মালয় ছেড়ে চলে গেল। দেশের সর্বত্র মানুষ তাদের স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেলো। ছাত্ররাও আবার স্কুলে যাওয়া শুরু করলো। ছাত্র মাহাথির

www.pathagar.com

স্নাতক ডিগ্রি অর্জন

সুলতান আবদুল হামিদ কলেজে ফিরে এলেন এবং সেখান থেকে কেমব্রিজ পরীক্ষা দিলেন।

কেমব্রিজ পরীক্ষার ফলাফলের জন্য যখন মাহাথির অপেক্ষা করছিলেন তখন থেকেই তিনি রাজনৈতিক সমাবেশে যোগ দেয়া শুরু করেন। ১৯৪৬ সালে প্রথমবারের মতো তিনি কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত মালয় কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করেন। ঐ সময় তাঁর মধ্যে রাজনীতির প্রতি প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। তাই তিনি আইনশাস্ত্র পড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু আইনশাস্ত্র পড়ার জন্য ঐ বছর কোনো বৃত্তি পাওয়া সম্ভব হলো না, বৃত্তি পাওয়া গেল চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য। তাই অনেকটা অনিচ্ছা নিয়েই ১৯৪৭ সালে মাহাথির সিংগাপুরের রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড মেডিক্যাল কলেজে (বর্তমান সিংগাপুর ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়) চিকিৎসাশাস্ত্র পড়তে যান। সেখান থেকে ১৯৫৩ সালে চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন শেষে তিনি মালয়েশিয়ায় ফিরে আসেন।

জীবনের শুরুতে মাহাথিরের চরিত্রে তাঁর পিতার আদর্শের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মূলত বাবার কাছ থেকে ছোটবেলা যে শৃঙ্খলাবোধ ও আদর্শের শিক্ষা পেয়েছিলেন তাই তাঁর জীবন গঠনে যথেষ্ট অবদান রাখে। তাঁর বাবা তাঁর ভাই-বোনদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতেন বিশেষ করে অংকশাস্ত্র। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন মাহাথির স্টেট সিভিল সার্ভিসে যোগদানের স্বপ্ন দেখতেন। যদিও এ স্বপ্ন কোনোদিন পূরণ হবে কি না সে বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কারণ তিনি না করেছিলেন কোনো রাজপরিবারের জন্ম, না ছিল তাদের রাজকীয় বা ক্ষমতাশালী কোনো পরিবারের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক। এমনকি তাঁর নিজ শহর আলোস্তার উত্তরাংশে বসবাস করতো ধনী পরিবারগুলো, আর মাহাথিরের পরিবার বাস করতো শহরের দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের লোকজনদের মাঝে।

বাল্যকাল থেকেই মাহাথির ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। কোনো কিছু অর্জন করতে ইচ্ছা হলে তিনি তা অর্জনের জন্য উঠেপড়ে লেগে যেতেন। তবে এই অর্জন করতে যেয়ে কোনো অবস্থাতেই তিনি অন্যের ক্ষতির কারণ হতেন না। অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তিনি শেষ চেষ্টাটি করে ছাড়তেন।

www.pathagar.com

তাঁর এই মনোবল, সাহস আর কঠোর পরিশ্রম তাঁর পরবর্তী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা লক্ষ্য করে থাকি।

এতো গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ডা. মাহাথির ছিলেন অনেকটা লাজুক স্বভাবের। স্কুল থেকে ফিরে বাসায় থাকতেই তিনি পছন্দ করতেন। এ কারণে তিনি বই পড়ার জন্য প্রচুর সময় পেতেন। পড়ার জন্য প্রাধান্য দিতেন ইংরেজি বইকে। ফলে পড়াকে উপভোগ করা ছাড়াও বহু ইংরেজি শব্দ তাঁর মুখস্ত হয়ে যেতো, যা পরবর্তীতে তাঁর বই লিখতে খুব সহায়ক হয়। তিনি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশ নিতেন। লাজুক স্বভাবের মাহাথির যখন কোনো বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন তখন তিনি হয়ে উঠতেন ভিন্নরকম, তাঁর লাজুক ভাব কোথায় যেন উধাও হয়ে যেতো। যে কোনো বিষয়ই তিনি অত্যন্ত ধৈর্য্য ও মনোযোগ সহকারে দেখতেন। তাঁর মতে কোনো কাজে হাত দিলে প্রত্যেকেরই উচিত তা সফলতার সাথে সম্পন্ন করা। আর তা সম্ভব না হলে, ঐ কাজে হাত না নেয়াই উত্তম।

www.pathagar.com

চিকিৎসক হিসেবে কর্মজীবন এবং বিয়ে

সিংগাপুর থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর ডা. মাহাথির ১৯৫৩ সালে মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে সরকারি চাকুরিতে যোগ দেন। ঐ বছরই তিনি তাঁর জন্মস্থান আলোস্তা শহরের সাধারণ হাসপাতালে বদলি হয়ে চলে আসেন। এখানে এসে তিনি তাঁর পিতামাতার সাথে থাকতে পেরে খুবই খুশি হলেন। এরপর তিনি পর্যায়ক্রমে পাশের শহর পারলিস এবং লঙ্কাবি-তে বদলি হন। ঐ সময় লঙ্কাবি দ্বীপে নাগরিক সুযোগ-সুবিধাদি বলতে কিছুই ছিল না। সেখানে খাবার পানি এবং বিদ্যুত উৎপাদন করা হতো অত্যন্ত সাধারণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে। ওখানে কর্মকালেই ডা. মাহাথির লঙ্কাবির সার্বিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করেন এবং পরবর্তীকালে যখন তিনি প্রধানমন্ত্রী হন তখন লঙ্কাবির জন্য অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেন। আজকের যে লঙ্কাবিতে হাজার হাজার পর্যটক ভ্রমণে আসে সেই লঙ্কাবির রূপকার ডা. মাহাথির। তিনি এখনো লঙ্কাবির উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছেন।

ডা. মাহাথির ১৯৫৬ সালের ৫ আগষ্ট ডা. সিতি হাসমাহ বিনতে হাজী মোহাম্মদ আলীকে বিয়ে করেন। তাঁরা ছিলেন সিংগাপুর মেডিক্যাল কলেজের সহপাঠি। সে সময়ই তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ডা. হাসমাহ যে সময় চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন তখন মালয়েশিয়ার খুব কম মুসলমান মেয়েই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় মালয় মহিলা যিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন।

বিয়ের ছবি

সরকারি চাকুরিতে থেকে রাজনীতি করা সম্ভব হবে না ভেবে ডা. মাহাথির চাকুরি ছেড়ে দেয়ার চিন্তা করতে লাগলেন। অবশেষে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন এবং ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে তিনি সরকারি চাকুরি থেকে ইস্তফা দিলেন।

www.pathagar.com

কিন্তু রাজনীতি করতে হলেও আয়-রোজগারতো থাকতে হবে। তাই নিজ শহর আলোস্তায় 'মাহা ক্লিনিক' নামে একটি ক্লিনিক খুলে বসলেন। মালয় 'মাহা' শব্দের অর্থ 'মহা' হলেও সম্ভবত মাহাথিরের 'মা' আর তাঁর স্ত্রীর নামের 'হা' নিয়ে ক্লিনিকটির নাম মাহা রাখা হয়। যাহোক, কেদাহ স্টেটে ওটাই ছিল একজন ভূমিপুত্র চিকিৎসকের প্রথম ক্লিনিক। যে ঘরে মাহা ক্লিনিকটি ছিল তা এখনো সেখানেই আছে। ক্লিনিকটির মালিক অন্যজন এবং এখন আর ক্লিনিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়না, ঔষধের দোকান হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তবে ডা. মাহাথিরের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য নামটি অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

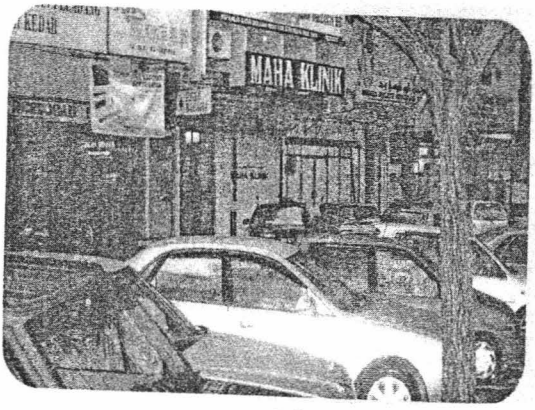

মাহা ক্লিনিক

একজন চিকিৎসক হিসেবে ডা. মাহাথির ছিলেন অত্যন্ত নিবেদিত এবং যত্নশীল। শুধু আলোস্তা শহর থেকেই নয় তাঁর কাছে রোগী আসতো দূর-দূরান্ত থেকে। রোগী দেখার ব্যাপারে তাঁর কোনো বাঁধা-ধরা সময় ছিল না। যতক্ষণ রোগী থাকতো ততক্ষণই তিনি তাঁর ক্লিনিক খোলা রাখতেন। সময়-অসময়ে, এমনকি গভীর রাতেও ধানক্ষেতের আইল ধরে কাদামাটির পথ বেয়ে তিনি গ্রাম থেকে গ্রামে রোগীদের দেখতে যেতেন। রোগী দেখা উপলক্ষে গ্রামের কৃষকদের সাথে, তাদের আর্থিক অবস্থার সাথে দিনে দিনে মাহাথিরের পরিচয় ঘটতে লাগলো। গ্রামের কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা তখন এতই খারাপ ছিল যে নুন আনতে পান্তা ফুরানোর মতো। তাদের ঐ আর্থিক দীনতা মাহাথিরকে ব্যথিত করতো। অনেক সময়ই তিনি তাদের থেকে কোনো টাকা-পয়সা না নিয়েই চলে আসতেন অথবা তারা যখন ফি দিতে পারতো তখনই পরিশোধ করতো। ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল রোগীকেই তিনি সমান গুরুত্ব সহকারে দেখতেন। রোগীর আর্থিক সঙ্গতির কথা কোনো সময়ই বিবেচনায় আনতেন না। তাঁর ফি না দিতে পারলেও তিনি কোনো রোগীকে কখনো ফিরিয়ে দিতেন না।

www.pathagar.com

গ্রামে রোগী দেখতে গেলে তিনি রোগী ছাড়াও খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করতেন তাদের দারিদ্র, অজ্ঞতা, পুষ্টিহীনতা, অক্ষমতা এবং মানসিক দুর্বলতা নামক বিদ্যমান সামাজিক ব্যাধিগুলোকে। মাঝে-মধ্যে সময় পেলে তিনি এসব বিষয় নিয়ে গ্রামের লোকজনদের সাথে আলোচনা করতেন। কিভাবে এগুলো থেকে উত্তরণ ঘটানো যায় সে ব্যাপারে পরামর্শ দিতেন। এভাবে তিনি জনগণের খুব কাছে চলে গেলেন, অতি আপন হয়ে গেলেন। সাধারণ মানুষও মাহাথিরকে খুব ভলোবাসতে লাগলো। পরবর্তীকালে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে জনগণের এ ভালোবাসা মাহাথিরকে খুব সহজেই জন সমর্থন লাভে সাহায্য করেছিল।

রাজনীতিতে মাহাথিরের সম্পৃক্ততা যখন ধীরে ধীরে বেড়ে যেতে লাগলো তখন রোগীদেরকে সময় দেয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। তখন তিনি দুজন সহকারী নিয়োগ করলেন যাতে রোগীদের কোনো কষ্ট না হয়। যাহোক, ১৯৭৪ সালে শিক্ষা মন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর পক্ষে আর ক্লিনিকে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠলো না। তখন তিনি তাঁর সহকারীদের উপর মাহা ক্লিনিকের সার্বিক দায়িত্ব অর্পণ করে চলে এলেন।

ডা. মাহাথির আইনশাস্ত্র পড়তে চেয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল রাজনীতিক হতে হলে আইন বিষয়ক পড়াশোনা বেশি কাজে লাগবে। কিন্তু ঐ বিষয়ে বৃত্তি না পাওয়ার কারণে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র পড়তে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে এ জন্য তাঁর কোনো আক্ষেপ দেখা যায়নি, বরং তিনি চিকিৎসক হতে পেরে যেন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আরো বেশি সম্পৃক্ততার পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। চিকিৎসক হিসেবে সাধারণ মানুষের সাথে সহজভাবে মেলামেশা ছাড়াও কোনো সমস্যা হলে তা সমাধানের জন্য যে জ্ঞান ও চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হতো তা যেন তাঁর মধ্যে নিয়ত সৃষ্টি হতে লাগলো। তিনি মনে করতেন একজন চিকিৎসক কোনো রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা নির্ধারণের জন্য যে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ

সাইকেল আরোহী ডা. মাহাথির

www.pathagar.com

করে থাকেন তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশের তথা সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানে একইভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। ডা. মাহাথিরের চিকিৎসক জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁকে একজন সফল রাজনীতিক হিসেবে পরিণত করতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল।

রোগী দেখা ছাড়াও ডা. মাহাথির সময় পেলেই কাঠ দিয়ে কোনো কিছু তৈরি করতে লেগে যেতেন। কাঠমিস্ত্রির কাজে তাঁর দক্ষতা সর্বজনবিদিত। তাঁর বেশ কিছু কাঠের কাজ আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে প্রশংসিত হয়েছে। তাঁর কাঠের কাজ দেখলে তিনি যে একজন ধৈর্যশীল এবং শৈল্পিক মনের মানুষ ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়াও ডা. মাহাথির বাগান করতে খুব পছন্দ করতেন। মাঝে-মধ্যে তাঁকে রান্না করতেও দেখা যেতো।

বিশেষ মুহূর্তে ডা. মাহাথির ও ডা. সিতি হাসমাহ্

জনকল্যাণমূলক কাজ করার পাশাপাশি জনগণকে তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করার জন্য অনেক কাজ করেছেন ডা. মাহাথির এবং তাঁর সহধর্মিণী ডা. সিতি হাসমাহ্। কেদাহ্ যক্ষা এসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে ডা. মাহাথির রাবার চাষে নিয়োজিত ভারতীয় শ্রমিকদের বিশেষ করে যক্ষায় আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য ছুটে যেতেন। আর ডা. হাসমাহ্ জড়িত ছিলেন কেদাহ্ পরিবার পরিকল্পনা এসোসিয়েশনের সাথে। এছাড়া, এক বন্ধুর সহযোগিতায় সুবিধাবঞ্চিত মালয় শিশুদেরকে লেখাপড়ায় সাহায্য করার জন্য ডা. মাহাথির একটি শিক্ষা ফাণ্ড চালু করেছিলেন।

ডা. মাহাথির অত্যন্ত সরল জীবনযাপন করতেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও সবসময় তিনি পরিবারকে সময় দিতে ভুলে যেতেন না। কাজ শেষ হওয়া মাত্রই তিনি পরিবারের সবার মাঝে ফিরে আসতেন। এখনো তিনি কোথাও গেলে তাঁর স্ত্রীকে সাথে নিতে না পারলে খুব অস্বস্তি বোধ করেন।

www.pathagar.com

রাজনীতিতে মাহাথির

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে মালয় উপদ্বীপ ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীন। ঐ সময় আজকের মালয়েশিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি রাজ্যেরই শাসক ছিলেন একজন সুলতান। তখনকার সুলতানদেরকে যদিও শাসক হিসেবে দেখানো হতো কিন্তু বাস্তব অর্থে শাসন করার কোনো ক্ষমতাই তাদেরকে দেয়া হতো না। মূল ক্ষমতা থাকতো বৃটিশদের হাতে। শাসনের জন্য ভারতবর্ষে গভর্নর জেনারেল প্রেরণ করা হলেও মালয়েশিয়ায় গভর্নরের পরিবর্তে একজন বৃটিশ উপদেষ্টা নিয়োগ করা হতো। মূলত ঐ উপদেষ্টাই এ অঞ্চল শাসন করার মুখ্য ভূমিকা পালন করতেন। সুলতানরা ছিলেন শাসক নামের অলঙ্কার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৪১ সালে বৃটিশদের তাড়িয়ে জাপান যখন মালয় উপদ্বীপ দখল করে নেয়, মাহাথীর তখন হাইস্কুলের ছাত্র। তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন কিভাবে বৃটিশ সৈন্যরা পিছু হটছে এবং জাপানিরা শহরের দিকে এগিয়ে আসছে। এসব তিনি তাদের আলোস্তা শহরের বাড়ি থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে অবলোকন করতেন। ঐ সময়ে তিনি দেখেছেন কিভাবে পেছনে পড়া বৃটিশ সৈন্যদের গুলি এবং বেয়োনেট দিয়ে জাপানিরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। বৃটিশদের তাড়ানোর সময় যদিও জাপানি সৈন্যদের অন্য কিছুর দিকে দৃষ্টি দেয়ার অবকাশ ছিল না, কিন্তু পরবর্তীতে তারা শহরে ব্যাপক হারে লুটপাট শুরু করে দেয়। দেশ শাসনের এ পালাবদলে মূলত মালয়েশিয়ার অবস্থানে কোনো পরিবর্তন ঘটলো না। ক্ষমতার এ হাত বদলে জনগণসহ দেশ গেল এক শাসক থেকে অন্য শাসকের হাতে।

মাহাথিরের স্কুলসহ সকল ইংরেজি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হলো। খোলা হলো জাপানি মাধ্যমে লেখাপড়া করার স্কুল। ঐ সময়কার অনেক ঘটনার কথা তিনি তাঁর বিভিন্ন লেখায় প্রকাশ করেছেন। ষোল বছর বয়সের মাহাথির স্কুলে যেতে পারছেন না। কি করবেন, জাপানি স্কুলে পড়ার তাঁর যে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তিনি ঐ সময় শহরের বাজারে শুকনো কলা বিক্রি করতেন। কিন্তু কতদিন আর স্কুলে না যেয়ে পারা যায়। কেউ জানেনা এ যুদ্ধ কবে শেষ হবে আর জাপানিরাই বা কবে তাঁদের দেশ ছেড়ে যাবে। সবাই এক অনিশ্চিয়তার এবং ভয়-ভীতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। ওদিকে জাপানিরাও লোকজনদেরকে বাধ্য করছে তাদের সন্তানদের জাপানি স্কুলে পাঠানোর জন্য। কখন কোন

www.pathagar.com

বিপদ ঘটে যায় এসব চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত তাঁর পিতা-মাতা মাহাথিরকে জাপানি স্কুলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। কি আর করা? সমূহ বিপদ এড়ানোর জন্য মাহাথির জাপানি স্কুলে যাওয়া শুরু করলেন। যারা জাপানি স্কুলে যেতো বা জাপানি ভাষা শিক্ষায় আগ্রহ দেখাতো তাদের জন্য জাপানের দৃষ্টিভঙ্গি একটু অন্যরকম ছিল। তবে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয়েছিল চাইনিজ সম্প্রদায়ের জন্য।

ছাত্র মাহাথির এবং তাঁর পরিবার যুদ্ধে কোথায় কি হচ্ছে তা রেডিও মারফত অতি গোপনে অনুসরণ করতেন। এভাবে যুদ্ধের বিভীষিকার মাঝে তিনটি বছর পার হলো, জাপানি সৈন্যরা মালয়েশিয়া ছেড়ে যেতে বাধ্য হলো। এই যুদ্ধ মাহাথিরের কিশোর মনে বিরাট দাগ কেটে ছিল। পরাক্রমশালী বৃটিশ সৈন্যদেরকেও যে হারানো যেতে পারে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মাহাথিরকে সে শিক্ষাই দিয়েছিল। ঐ সময়ের ঘটনাগুলো মাহাথিরের মনে যে আত্মবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল তা হলো– শৃঙ্খলাবদ্ধ জাতি যে কোনো বিষয়েই পারদর্শী হতে পারে। তখন থেকেই তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে তারাও একদিন তাদের দেশকে শাসন করতে সক্ষম হবেন।

হাত বদলের পালায় জাপানিদের দখল থেকে মালয় আবার চলে গেল পুরানো প্রভু সেই বৃটিশদেরই দখলে। সবাই মনে করছিল বৃটিশদের অধীনে এবার তারা হয়তো পূর্বের চেয়ে ভালো থাকবে, কিন্তু এবার শুরু হলো আর এক উপদ্রপ। বৃটিশ এবার এক নতুন ফন্দি আটলো। এবারের পরিকল্পনায় তারা সিদ্ধান্ত নিলো মালয় ইউনিয়ন গঠন করার। তাদের এই পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মালয়েশিয়াকে পুরোপুরি কলোনি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। মাহাথিরের মতে, নতুন উদ্যোগের আয়োজন করে বৃটিশরা তাদের বিদায়কেই তরান্বিত করলো। বৃটিশরা ভাবতেও পারেনি যে এদেশের জনগণ ইতোমধ্যেই তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের বীজ বপন করেছে।

ছাত্রজীবন থেকেই মাহাথিরের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ শুরু হয়। কেমব্রিজ পরীক্ষার ফলাফলের অপেক্ষায় থাকা অবস্থায় সেই ১৯৪৫ সালেই তিনি রাজনৈতিক সমাবেশে প্রথমবারের মতো যোগদান করেন। ১৯৪৬ সালে SABERKAS (Sayang Akan Bangsa Ertinya Redha Korban Apa Segalanya) নামক সংস্কারবাদী সংগঠনটির সাথে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন। ঐ সময় কংগ্রেসের বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

মাহাথিরের বয়স বিশ বছর পার হতে না হতেই তিনি জড়িয়ে পড়লেন পুরোপুরি রাজনীতিতে। মালয় ইউনিয়ন গঠনের বৃটিশ প্রস্তাবের বিপক্ষে তিনি

www.pathagar.com

এবং তাঁর সহপাঠিরা গোপনে জনগণকে এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণা যোগাতে লাগলেন। যেহেতু, তখন কোনো রাজনৈতিক কাজকর্ম করা নিষিদ্ধ ছিল, তাই এসব কাজ তারা রাতের গভীরে পরিচালনা করতেন। সবেমাত্র জাপানিরা মালয় ছেড়ে গেছে। কিন্তু তখনো আলোস্তা শহরটা ছিল পুরোপুরি নিস্প্রদীপ। সেই আলোহীন রাত তাদের রাজনৈতিক কার্যক্রম চালানোর জন্য বরং সহায়ক ছিল। তারা খুব সহজেই ঐ রাতের অন্ধকারে রাজনৈতিক বক্তব্য সম্বলিত পোস্টার দেয়ালে লাগাতেন। এই সব কাজ করতে যেয়ে মাহাথির সাংগঠনিক কাজ কর্ম এবং জনগণকে সংগঠিত করার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তবে অর্থনৈতিকভাবে তারা তেমন একটা শক্তিশালী ছিলেন না। খরচ করার মতো তাদের জন্য কোনো ফান্ডের ব্যবস্থা ছিল না। তাই কম খরচে এসব কাজ করার পথ তারা বেছে নিতেন। এমনকি গোল আলু কেটে তার উপর বক্তব্য খোদাই করে তাতে কালি মেখে কাগজে ছাপ দিয়ে পোস্টার তৈরি করা হতো। বৃটিশরা মনে করতো কোনো ছাপাখানা থেকে এসব ছাপা হচ্ছে। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনো ছাপাখানা থেকে তারা বিন্দুমাত্র আলামত সংগ্রহ করতে পারেনি।

মাহাথিরের সাংগঠনিক ক্ষমতাই তাঁকে নেতৃত্বের দিকে এগিয়ে নিয়েছিল। তিনি প্রথমে কেদাহ মালয় যুব ইউনিয়ন গঠন করলেন, যা পরবর্তীতে কেদাহ মালয় ইউনিয়ন নামে একটি রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে আজকের United Malays National Organisation (UMNO) প্রতিষ্ঠা লাভ করলে কেদাহ মালয় ইউনিয়ন তার সাথে একীভূত হয়ে যায়।

ফলে ডা. মাহাথিরও আমনোর জন্মলগ্ন থেকেই তার সদস্য হয়ে যান। ঐ সংগঠনের মাধ্যমে জনগণকে সুসংগঠিত করার ফলশ্রুতিতে বৃটিশদের পরিকল্পিত মালয় ইউনিয়ন গঠন করা আর সম্ভব হলো না। এ পর্যায়ে আমনো-এর নেতৃত্বে যারা ছিলেন তারা মালয়েশিয়ার স্বাধীনতার জন্য দুর্বার আন্দোলনের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। মাহাথিরের অবশ্য সন্দেহ ছিল, এ অবস্থায়

www.pathagar.com

স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চালানো মালয়দের পক্ষে সম্ভব হবে কিনা। বর্তমান মালয়েশিয়া তখনো মালয়, চাইনিজ এবং ভারতীয়দের সমন্বয়ে একটি মিশ্র জাতির দেশ ছিল। মালয়দের সংখ্যা বেশি হলেও চাইনিজরা ছিল অধিক সম্পদশালী। তাই এ দেশ থেকে বৃটিশদের তাড়ানোই বড় কথা ছিল না বরং স্বাধীনতার পর বহুজাতীয় জনগণকে একত্রে এনে দেশ চালানোর বিষয়টিই ছিল সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। ঐ সময় এশিয়ার অনেক দেশই ইউরোপিয়ানদের দখলে ছিল। ভারতবর্ষ, বার্মা (বর্তমান ইয়াংগুন), সিংগাপুর এবং হংকং ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন; ইন্দোনেশিয়া ছিল ডাচদের শাসনে আর ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া এবং লাওস ফরাসিদের। এসব দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপের চাহিদা অনুযায়ী কাঁচামাল ও প্রাকৃতিক সম্পদ সরবরাহ করা। এ এলাকার মানুষের ছিল না কোনো মান-সম্মান, তাদেরকে করে রাখা হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে আত্মবিশ্বাসহীন।

যাহোক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বছরগুলোতে এশিয়া এবং ইউরোপ জুড়ে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। বিশেষ করে যেসব দেশ যুদ্ধে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল তার মধ্যে এশিয়ার অনেক দেশই বৃটিশ কলোনী থেকে মুক্ত হতে শুরু করলো। মাহাথির এবং তাঁর বন্ধুরা এসব ঘটনা গভীরভাবে অবলোকন করতে থাকলেন। ভারত ও পাকিস্তান কিভাবে স্বাধীন হলো তাও তারা পর্যবেক্ষণ করলেন। এমনকি ডাচদের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তারা অর্থ সংগ্রহ করে পাঠিয়েছিলেন। চারিদিকে রাজনৈতিক পরিবর্তনের এসব ঘটনা মালয়েশিয়ার স্বাধীনতার জন্য তাদেরকে আলোর পথ দেখালো, তারা সংগঠিত হলেন এবং স্বাধীন মালয়েশিয়ার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত মাহাথির সিংগাপুরে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সিংগাপুরে থেকেও তিনি মালয়েশিয়ার কোথায় কি ঘটছে সেসবের খোঁজ-খবর রাখতেন। ঐ সময়ে তিনি অর্থ উপার্জনের জন্য সাংবাদিকতার কোর্স সম্পন্ন করেন। তিনি সানডে টাইম্‌স কাগজে মালয়দের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক সমস্যা, মালয় মৎসজীবী, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখেন। তাঁর মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত মালয় ছাত্রদের সংগঠিত করে মালয় ছাত্র ইউনিয়ন গঠন করেন। ঐ সংগঠনটির উদ্দেশ্য যতটুকু না ছিল রাজনৈতিক, তার চেয়ে বেশি ছিল কিভাবে মালয় ছাত্রদের মান সম্পন্ন শিক্ষা গ্রহণে সাহায্য করা যেতে পারে।

১৯৫৭ সালের ৩১ আগষ্ট মালয়েশিয়া স্বাধীন হলো। ঐ বছরই তিনি সরকারি চাকুরি ছেড়ে দিয়ে তাঁর নিজ শহর আলোস্তায় নিজের ক্লিনিক খুলে বসেন এবং

www.pathagar.com

সম্পূর্ণভাবে নিজেকে রাজনীতিতে নিয়োজিত করেন। সরকারি চাকুরিতে না থাকায় এখন আর তাঁর রাজনীতি করার জন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকলো না। দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল আমনো-এর জন্মলগ্ন থেকেই তিনি তার সাথে জড়িত ছিলেন। তাই তাঁকে কেদাহ্ স্টেট আমনো কমিটির সিনিয়র পদটিই দেওয়া হলো। দলের পক্ষ থেকে তিনি ১৯৬৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগদানকারী মালয়েশিয়ার প্রতিনিধিদলের একজন ডেলিগেট হিসেবে যোগদান করেছিলেন।

১৯৬৪ সালে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে তিনি কেদাহ স্টেটের তাঁর নির্বাচনী এলাকা থেকে বিপুল ভোট পেয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিধি অনেক বেড়ে যায়। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি তাঁর ক্লিনিকে রোগী দেখা বন্ধ করেননি। তবে ১৯৭৪ সালে তিনি যখন শিক্ষামন্ত্রী হন তখন তাঁর পক্ষে আর রোগী দেখা সম্ভব হয়ে উঠলো না। ১৯৬৪ সালের জোট সরকারে ডা. মাহাথির বেশ সক্রিয় ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকটি কমিটিতে যেমন পররাষ্ট্র, শ্রম এবং রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটির সদস্য ছিলেন। ঐ সময় সংসদের ভেতরে ও বাইরে তিনি তাঁর চিন্তাধারা ও মতামত সরাসরি প্রকাশ করতেন। এ কারনে দলের ভিতর তাঁর যেমন সমর্থক ছিল তেমনি বিপক্ষেও অনেকে অবস্থান নিয়েছিল। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের সাথে যাদের মিল ছিল সেই সমমনা লোকজন নিয়ে তিনি একটি নিজস্ব গ্রুপ সৃষ্টি করলেন। তাদের সাথে তিনি তাঁর চিন্তাধারা নিয়ে সব সময়ই আলোচনা করতেন।

একজন সংসদ সদস্য হিসেবে ডা. মাহাথির অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দেশের সার্বিক শিক্ষার মান এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা কিভাবে আরো উন্নত ও প্রসারিত করা যায় সে ব্যাপারে অনেক কাজ করেন। শিক্ষার মানোন্নয়নের প্রতি তাঁর এ আগ্রহ এবং চিন্তা-ভাবনা দেখে তদানীন্তন সরকার সর্বপ্রথম যে উচ্চশিক্ষা কাউন্সিল গঠন করে তাঁকে তার সভাপতি করে। একই সাথে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিলেরও সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হয়।

১৯৬৯ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন। তখনকার সরকারের অনেক বিষয়েই তিনি খোলামেলা সমালোচনা করতেন। এমনকি দলের নেতৃত্বের অনেক নীতি নির্ধারণে তিনি পাল্টা মন্তব্য করতেন। সংসদ নির্বাচনের সময় মালয়েশিয়ার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদুল রহমানের গৃহীত কিছু নীতিমালার কঠোর সমালোচনা করে লিখিত পত্রের প্রেক্ষিতে দল ঐ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করে। আমরা জানি ঐ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজধানী কুয়ালালামপুরে একটি

www.pathagar.com

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় এবং তাতে কয়েকশ মানুষ বিশেষ করে চাইনিজ সম্প্রদায়ের লোকজন মারা যায়।

একদিকে নির্বাচনে পরাজয় বরণ, অন্যদিকে দল থেকে বহিষ্কার। সত্যিকার অর্থে মাহাথিরের জন্য সে এক করুণ দুঃসময়। কিন্তু তিনি মোটেও ধৈর্য্যহারা হলেন না। একজন চিকিৎসক হিসেবে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন এক্ষেত্রে তা কাজে লাগলো। ডা. মাহাথির অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন জয়-পরাজয় জীবনেরই অংশ। এক্ষেত্রে ধৈর্য্য সহকারে খারাপ সময়টা পার করাই উত্তম। সত্যিই একদিন তাঁর সুসময় এলো, তিনি আবার রাজনীতিতে ফিরে এলেন অত্যন্ত সম্মানের সাথে।

১৯৬৯ সনের নির্বাচনের ফলাফল আমনোকে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে বাধ্য করে। এমনকি অনেক স্টেটেই ক্ষমতাসীন দল সরকার গঠনে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। উদ্ভূত রাজনৈতিক দোদুল্যমানতায় দেশের সার্বিক অবস্থা এক সংকটজনক অবস্থায় পর্যবসিত হয়। সেই অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ১৯৬৯ সালের ১৩ মে মালয়েশিয়ান চাইনিজ এবং মালয়দের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে। এ সব কারণে মাহাথির তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদুল রহমানকে শক্ত ভাষায় পত্র প্রেরণ করে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিতে বলেছিলেন। ঐ পত্রে টুংকু আবদুল রহমানের ভুল নীতি যা একটি বহুজাতীয় সমাজের জন্য গ্রহণীয় নয় এসব তথ্যের উল্লেখ করা হয়েছিল। ফলে যা হবার তাই ঘটলো। মাহাথিরকে দল থেকে বহিষ্কার করা হলো।

পরবর্তী ৩ বছর তিনি রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ নির্বাসনে থাকেন। নেতৃত্বের সাথে কোন্দলের এসব কথা অনেক পুস্তকেই উল্লেখ করা হয়েছে। মাহাথিরের মতে মালয়েশিয়ার বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে যেমন অভাব ছিল আন্তঃজাতি সুসম্পর্কের, তেমনি অভাব ছিল অর্থনৈতিক সমতার। মালয়েশিয়ার সকল জাতি সমন্বয়ে একটি সুদৃঢ় সমাজ সৃষ্টির জন্য মাহাথির সব সময় চিন্তা করতেন। তিনি মনে করতেন মালয়েশিয়াকে নেতৃত্ব দানের জন্য সর্বাগ্রে মালয়েশিয়ার সামাজিক অবস্থানের কথা ভাবতে হবে। এ বিষয়টিকে উপেক্ষা করে অন্য কোনো উপায়েই দেশের সার্বিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়।

যাহোক তিন বছর তাঁকে দল তথা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বাইরে থাকতে হলো। তিনি আলোস্তায় তাঁর ক্লিনিকে ফিরে গেলেন এবং চিকিৎসাকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকলেন। একটু অবসর পেলেই লেখালেখি করতেন। দেখা গেল তিনি 'The Malay Dilema' নামে একটি বই লিখে ফেললেন। বইটিতে তিনি ভূমিপুত্রদের অবস্থান বিশেষ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা তুলে ধরেন

www.pathagar.com

এবং ঐ অবস্থা থেকে উত্তরণের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেন। এছাড়া, এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের ব্যর্থতার কথাও তিনি ঐ বইয়ে উল্লেখ করেন। বইটি প্রকাশ করা হলেও সরকার সাথে সাথে সেটাকে বাজেয়াপ্ত করে।

ঐ সময়ের জোট সরকার গঠন করা হয়েছিল আমনো, মালয়েশিয়ান চাইনিজ এসোসিয়েশন এবং মালয়েশিয়ান ইন্ডিয়ান কংগ্রেস– এ তিন দলের সমন্বয়ে। এছাড়া সিদ্ধান্ত হয়েছিল আরো কয়েক দল বিশেষ করে সাবাহ এবং সারওয়াক থেকে কয়েকটি দলকে জোটে নেয়ার। এদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল একটি রাজনৈতিক জোটের যা 'বারিসান ন্যাশনাল' নামে পরিচিত এবং এখনো ঐ জোটই মালয়েশিয়ায় ক্ষমতায় রয়েছে।

১৯৭০ সালে প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদুল রহমান পদত্যাগ করলে উপ-প্রধানমন্ত্রী তুন আবদুল রাজাক প্রধানমন্ত্রী হন। ঐ পরিবর্তনই ডা. মাহাথিরের রাজনীতিতে ফেরা সহজ করে দেয়। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে তিনি দলে ফিরে আসেন এবং ঐ বছরই দলের শীর্ষ কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্ত হন।

১৯৭২ সালে ডিসেম্বর মাসে কেদাহ স্টেট আইনসভা ডা. মাহাথিরকে সিনেটর হিসেবে নিয়োগ দেয়। পরের বছর তাঁকে জাতীয় সিনেটের সদস্য করা হলে তিনি তা ত্যাগ করেন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য। ১৯৭৪ সালের নির্বাচনে তিনি সংসদ সদস্য হন এবং শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রী পরিষদের স্থান লাভ করেন। মালয়েশিয়ায় সাধারণত প্রথমে উপ-মন্ত্রী করা হয়, সরাসরি পূর্ণমন্ত্রী করা হয় না। কিন্তু ডা. মাহাথিরকে পূর্ণমন্ত্রী করা হয় দলের প্রতি তাঁর যে অবদান তার স্বীকৃতি হিসেবে।

১৯৭৫ সালের জুনে তিনি আমনো-র ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। পরের বছর জানুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী তুন আবদুল রাজাক মৃত্যুবরণ করার ফলে উপ-প্রধানমন্ত্রী তুন হুসেইন অন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রথানুযায়ী দলের তিনজন ভাইস প্রেসিডেন্টের যে কোনো একজনকে মালয়েশিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী করা হয়। ডা. মাহাথির কনিষ্ঠ ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়া সত্ত্বেও তাঁকেই উপ-প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয়।

১৯৭৮ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত ডা. মাহাথির বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি দলের ডেপুটি প্রেসিডেন্ট, ১৯৮০ সালে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট এবং ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৮১ সালের ১৬ জুলাই ডা. মাহাথির মালয়েশিয়ার চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। একইসাথে তিনি জোটের (বারিসান ন্যাশনাল) চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব

www.pathagar.com

অন্যকে দিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাঁর অধীনে রাখেন। পরে ঐ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেন তাঁর উপ-প্রধানমন্ত্রী আবদুল্লাহ আহমদ বাদাবীকে। তবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নিজের কাছে রাখেন ১৯৮৬ সাল অবধি। এখানে একটি কথা বলতেই হয় যে, ডা. মাহাথির যতদিন জোটের সভাপতি ছিলেন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জোট কখনো পরাজিত হয়নি।

ডা. মাহাথির তাঁর জীবনের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে, উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশের জন্য করণীয় অনেক পরিকল্পনার কথা তাঁর মনে আসতো। দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু সেসব বাস্তবায়ন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। অবশেষে তাঁর সে সুযোগ এসে গেল। তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েই তাঁর সেই চিন্তা চেতনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা শুরু করলেন।

তিনি একটি চলমান সরকারের দায়িত্ব ও কর্মধারা এবং প্রশাসনের বিভিন্ন পদ্ধতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করলেন এবং যেসব ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করা দরকার সেসবের প্রয়োগ শুরু করলেন। সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য কর্মধারা চার্ট এবং অফিস ম্যানুয়েল তৈরি করে দিলেন যাতে সরকারি কর্মকর্তারা আগে থেকেই জানতে পারে তাদের কি কি করতে হবে। প্রশাসনকে কাল বিলম্ব না করে তাদের উপর নির্ধারিত কাজ এবং পদ্ধতির বাস্তবায়নের প্রতি মনোযোগী এবং কঠোর পরিশ্রম দেওয়ার আহবান জানালেন যাতে দেশ উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়।

ডা. মাহাথির তাঁর প্রায় ২২ বছরের প্রধানমন্ত্রীত্বের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, জাতিকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভবিষ্যতের করণীয় বিষয়গুলো নির্দিষ্ট করে দিতে পারা একটি জনমুখী সরকারের অন্যতম সাফল্য। ইতোপূর্বের সব সরকারই সাধারণত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা রচনাকে প্রাধান্য দিতো। মাহাথির তৈরি করে দিলেন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। ফলে সমাজের প্রতিটি স্তরে পরবর্তী বছরগুলোতে কি করতে হবে যা সমষ্টিগত উন্নয়ন এনে দিবে তা সকলেই বুঝতে সক্ষম হয়। এ প্রক্রিয়া অনুশীলনের মাধ্যমে মালয়েশিয়ার প্রতিটি মানুষের আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ় হয় এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তারা আগেভাগেই ধারণা করতে পারে।

www.pathagar.com

নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালা

১৯৬৯ সাল সদ্য স্বাধীন মালয়েশিয়ার ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর। ঐ বছরের ১৩ মে তারিখে কুয়ালালামপুরে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হয়। তাতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের মূলে যেমন আঘাত হানে তেমনি ডা. মাহাথিরকে ক্ষমতাসীন দল আমনো থেকে বহিষ্কার করা হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাটি সম্পূর্ণভাবে একটি রাজনৈতিক ইস্যু ছিল। ফলে বহু জাতি-গোষ্ঠী সমন্বয়ে গঠিত মালয়েশিয়ার সামাজিক বন্ধন অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়ে। চাইনিজদের সাথে অন্য সম্প্রদায়ের বিশেষ করে মালয়দের বিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠে। জাতিগত বিদ্বেষ এবং সামাজিক অসমতা মালয়শিয়ানদের চোখ খুলে দেয়।

সেই সময় মালয়েশিয়ায় বসবাসরত চাইনিজ এবং অন্যান্যদের অর্থনৈতিক অবস্থা মালয়দের চেয়ে অনেক ভাল ছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চাইনিজদের ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। ঐ সময় চাইনিজদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ হওয়া সত্ত্বেও দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বলতে গেলে চাইনিজদের হাতেই ছিল। দেশের অর্ধেকের বেশি ছিল মালয় জনগোষ্ঠী, কিন্তু তারা ছিল অত্যন্ত গরীব এবং দিনমজুর। কৃষিকাজের বাইরে অন্য কোনো অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রতি তাদের তেমন একটা আগ্রহ ছিল না। কি করে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হয় সে সম্পর্কে অধিকাংশ মালয়দের কোনো ধারণাই ছিল না। মাত্র কয়েকশত ক্ষুদ্র ও মাজারি আকারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিল মালয়রা অর্থাৎ ভূমিপুত্ররা।

১৯৬৯ সালের মালয়েশিয়া মূলত ছিল একটি কৃষি নির্ভর দেশ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থাৎ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল টিনের খনি, রাবার চাষ বা ক্ষুদ্রাকৃতি শিল্প কারখানার মধ্যে সীমাবদ্ধ। জনসেবা সংক্রান্ত সকল কাজকর্ম সরকারই পরিচালনা করতো। আর এ বাবদ যে রাজস্ব পাওয়া যেতো তার পরিমাণ ছিল খুবই কম। অন্যদিকে যদিও কিছু কিছু মালয়দের কৃষি জায়গা জমি ছিল, তবে সেখান থেকে যা আয় আসতো তা চাইনিজদের অর্জিত সম্পদের তুলনায় ছিল খুবই সামান্য। অর্থাৎ এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বড় ধরনের অর্থনৈতিক অসমতা বিরাজ করছিল। ঐ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে মালয়েশিয়ান নেতৃবৃন্দ অন্তত বুঝতে সক্ষম হলেন যে, মালয়েশিয়াকে একটি স্থায়ী এবং দীর্ঘ মেয়াদি

www.pathagar.com

সমৃদ্ধির পথে নিতে হলে মালয় এবং অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পদের ব্যবধান কমাতে হবে। মালয়দেরকে অর্থনীতির মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করার চিন্তা করলেও কাজটি খুব একটা সহজ ছিল না। কারণ, মালয়দের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সম্পদের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে তেমন কোনো জ্ঞানই ছিল না। তারা অর্থকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করার কথা চিন্তাও করতো না। বরং মনে করতো কেবল প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ক্রয় করার জন্যই অর্থ ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়াশোনা করা মালয়দের সংখ্যা ছিল হাতেগোনা। তখন পেশাজীবীদের মধ্যে মালয়দের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫ শতাংশের কাছাকাছি।

বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক অসমতা এবং অসম অর্থনৈতিক উন্নতির মূল কারণ বের করার জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরপরই একটি জাতীয় কাউন্সিল গঠন করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত হয় জাতীয় পরামর্শ কাউন্সিল। এ কমিটির কাজ ছিল এমন একটি নীতি নির্ধারণ করা যা সামগ্রিক অর্থনীতিকে প্রসারণের মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করবে। যেহেতু মূল সমস্যাটি ছিল ভূমিপুত্র এবং অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে, তাই নতুন জাতীয় অর্থনৈতিক নীতিমালায় তাদেরকে অর্থনীতির মূলস্রোতে নিয়ে আসার কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়। তবে, নীতিমালায় এমন কোনো বিধান ছিল না যে অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর সম্পদ মালয়দের মাঝে ভাগ করে দিতে হবে। বরং অর্থনৈতিক কাজকর্মের পরিধি বাড়িয়ে মালয়দের জন্য এমন সুযোগ সৃষ্টি করা হবে যাতে তারা বেশি লাভবান হয়। এই নতুন নীতিমালাটি ১৯৭১ সালে প্রবর্তন করা হয়। নীতিমালাটির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সম্মানজনক অর্থনৈতিক সূচকের মাধ্যমে জাতির পরিচিতিকে স্পষ্টভাবে নিশ্চিতকরণ। এই নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নতুন সম্পদের সৃষ্টি করার ব্যবস্থা রাখা হয় যাতে গরীবরাও সম্পদের অংশীদার হতে পারে, বিশেষ করে ভূমিপুত্রদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মালয় জাতি অর্থনৈতিকভাবে ছিল অন্যান্য জাতির চেয়ে অনেক পশ্চাতে। তাই বলে ধনীদের ধন সম্পদ গরীবদের মধ্যে বিতরণ যে যুক্তিসংগত নয় তা মালয়েশিয়ার নেতৃবৃন্দ ভালোভাবে বুঝেছিলেন। ধনীর সম্পদ কেড়ে নিয়ে গরীবের মধ্যে বণ্টনের কোনো নীতিতে তারা বিশ্বাসী ছিলেন না। তারা নতুন অর্থনৈতিক নীতির বাস্তবায়নে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিধি বাড়িয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীও যাতে তাদের প্রাপ্য অংশ পায় সে পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন।

www.pathagar.com

প্রাথমিকভাবে নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো পরবর্তী বিশ বছরের জন্য এবং মালয়দের লাভবান করার উদ্দেশ্যে। বিদ্যমান ২.৪ শতাংশের পরিবর্তে মালয়রা যাতে সম্পদের কমপক্ষে ১০ শতাংশের মালিক হতে পারে সে ব্যবস্থা রাখা হলো ঐ নীতিমালায়। একই সাথে অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর প্রাপ্যতা ৩৪.৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪০ শতাংশে বৃদ্ধির ব্যবস্থা রাখা হয়। তবে বিদেশীদের সম্পদের অংশীদারিত্ব ৬০.৩ শতাংশ থেকে ৩৩ শতাংশে কমিয়ে আনা হয়। গ্রামে-গ্রামে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য নতুন নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনসহ অন্যান্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়। মালয়দের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষার সকল স্তরে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে মালয় এবং অনগ্রসর জাতি-গোষ্ঠীর জন্য কোটা ব্যবস্থার অর্থাৎ আসন সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সরকারের সকল অর্থনৈতিক কাজকর্মে মালয়দের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য মালয়দের ক্ষেত্রে লাইসেন্স দেওয়ার পদ্ধতি সহজ এবং অবারিত করা হলো যাতে তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার যাতে মালয়রা সহজে পেতে পারে সে দিকে বিশেষ নজর রাখা হতো। মালয়দের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদান ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মালিকানাসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় সকল ভূমিপুত্রই যেন আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। বিশ বছর মেয়াদি ঐ নীতিমালাটির কার্যক্রম যখন ১৯৯০ সালে শেষ হয়, তখন দেখা যায় যে এতে লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ছাড়াও মালয়েশিয়া একটি বৈরিতামুক্ত বহু জাতি-গোষ্ঠী অধ্যুষিত উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হয়। নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হওয়া শুরু করে। এমনকি ক্রমান্বয়ে তারা অর্থনীতির মুল ধারায় মিশে যেতে থাকে। তারা সম্পদের অংশীদারিত্ব লাভ করে আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে। বলতে গেলে নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালাটি মালয়েশিয়ার সার্বিক অবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে পাল্টে দেয়। যেখানে এক সময় বসবাসরত চাইনিজদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল তার বিলোপ ঘটে। সকল কর্মকাণ্ডে বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মালয় এবং অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি প্রাধান্য লাভ করে। তবে, এ ক্ষেত্রে চাইনিজদের ভূমিকাও অব্যাহত থাকে।

মালয়দের প্রতি সরকারের এ বিশেষ সুযোগ দানে অন্যান্য জনগোষ্ঠী বিশেষ করে চাইনিজ ও ইন্ডিয়ান সম্প্রদায় অনেক সময়ই যে অসন্তোষ প্রকাশ করতো

www.pathagar.com

না, তা নয়। তবে তা কখনো তেমন একটা তেমন একটা প্রকট হয়ে দেখা দেয়নি। এখানে একটি কথা না বললেই নয় যে, নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন করা না হলে মালয়েশিয়ার পক্ষে কখনোই সামাজিক দৃঢ় বন্ধনের প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হতো না। ১৯৯৭ সাল থেকে পরবর্তী সময়ে যে অর্থনৈতিক দূরাবস্থার সৃষ্টি হয় তা থেকে বুঝা যায় যে ঐ নীতিমালাটির কতটা প্রয়োজন এবং সময়োচিত ছিল। ঐ নীতিমালাটির যথার্থ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মালয়শিয়ায় যে যুক্তিসঙ্গত সুষম এবং দৃঢ় জনগোষ্ঠীর সমন্বয় ঘটেছিল সে কারণে বিশ্ব অর্থনৈতিক দূরাবস্থার সময়ও মালয়েশিয়ার অর্থনীতিতে তা ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারেনি, যেমন প্রতিবেশী অন্যান্য দেশে ঘটেছিল। এক্ষেত্রে অবশ্য সরকারের গৃহিত অন্যান্য পদক্ষেপগুলোও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিলনা।

বিশ বছর মেয়াদী কর্মসূচীটি শেষ হওয়ার পর সরকার দশ বছর মেয়াদি নতুন একটি জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা গ্রহণ করে। মূলতঃ ১৯৭১ সালের নীতিমালার ধারাবাহিকতা হিসেবে অসম্পূর্ণ পরিকল্পনাসমূহের সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্যই এ নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল। ১৯৭৬-৮১ পর্যন্ত উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দীর্ঘ বাইশ বছর ক্ষমতায় থাকার কারণে ডা. মাহাথির অর্থনৈতিক নীতিমালার পুরোপুরি বাস্ত বায়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন। এভাবে তিনি সারা বিশ্বকে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, তাদের দেশকে পরিচালনায় তারা যথেষ্ট পারদর্শী এবং নিজেদের পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে মালয়েশিয়াকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী করতে সক্ষম।

www.pathagar.com

মালয় ও আদিবাসীদের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ

মালয়েশিয়ার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। চাইনিজ পরিবারে একজন শিশু জন্মগ্রহণের পরই সে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিশেষ করে ব্যবসায়িক পরিবেশের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে উঠত। অপরদিকে আদিবাসী ও ভূমিপুত্রদের জীবিকা ছিল সম্পূর্ণভাবে কৃষিনির্ভর। কৃষি কাজ থেকে সম্পত্তি বৃদ্ধি করা খুব সহজ ছিল না। জমিতে কিভাবে উৎপাদন বাড়ানো যায় বা আয় বৃদ্ধি করে তা থেকে সঞ্চিত অর্থ অন্য কোনো অর্থনৈতিক কাজে বিনিয়োগ করা যায় সে সম্পর্কে কৃষকদের কোনো ধারণা বা আগ্রহ ছিল না। ফলে কৃষিকাজ ছাড়া দেশের অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের তেমন একটা ভূমিকা ছিল না। অথচ মালয়েশিয়ায় তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ডা. মাহাথির এদেরকে দেশের অর্থনীতির মূলধারায় সম্পৃক্ত করার চিন্তা করলেন। তাঁর সরকার ঐ কৃষকদের বুঝাতে লাগলেন যে জমির মালিক হওয়াই বড় কথা নয়, জমিতে কত বেশি উৎপাদন করা সম্ভব এবং সেখান থেকে অর্থ সাশ্রয় করে কিভাবে অন্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা যায় সেটাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

যাদের ছোট খাট ব্যবসা-বাণিজ্য বা দোকানপাট ছিল তাদের ব্যবসা বিস্তারের জন্য কোনো বাস্তব ধারণা বা অভিজ্ঞতা ছিল না। তারা মনে করতো কোনো কিছু বিক্রি করে যে অর্থ পাওয়া যায় তাই তাদের লাভ এবং ঐ প্রক্রিয়াটিকেই তারা ব্যবসা বলে মনে করতো। গ্রামের লোকজন সাধারণত এমন ধারণাই পোষণ করতো। যেমন জঙ্গল থেকে কোনো কিছু সংগ্রহ করে রাস্তার পাশে বসে বিক্রি করাই ছিল তাদের কাছে ব্যবসা। কারণ ঐসব দ্রব্যাদি তাদেরকে ক্রয় করতে হতো না। তাই কোনোরকম বিনিয়োগ ছাড়া যে অর্থ পাওয়া যেতো তাকেই তারা লাভ মনে করতো। ঐ কাজে যে তাদেরকে পরিশ্রম বা সময় ব্যয় করতে হতো সে কথা তারা ভাবতো না। বরং এতে তারা সন্তুষ্টই থাকতো। কিন্তু এভাবে বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে তো একটা দেশের উন্নতি হতে পারে না। তাদের এ ধারণায় পরিবর্তন আনতে হবে এবং তাদেরকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ দেখাতে হবে। তাই মাহাথির তাদেরকে অর্থনীতির বৃহৎ পরিমণ্ডলের ভেতর নিয়ে আসার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য ব্যাংক থেকে ভূমিপুত্রদেরকে সহজ শর্তে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর এ জনগোষ্ঠীর জন্য

www.pathagar.com

ট্রেড লাইসেন্স দেয়ার ক্ষেত্রে শুধু প্রাধান্যই নয়, অতি সহজে যাতে তারা লাইসেন্স পেতে পারে আইন করে সে ব্যবস্থা করা হয়। কোনো শিল্প-কারখানা বা দোকানপাট করার জন্য আর্থিক সুবিধাসহ সব ধরনের সহযোগিতা করা হয়। সরকারি কাজের টেন্ডারে ভূমিপুত্রদের প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এমন কি হাউজিং-এর ক্ষেত্রে ফ্ল্যাটের দাম তাদের জন্য অন্যদের চেয়ে অনেক কম রাখা হয়।

ডা. মাহাথির দেখলেন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয় মালয় এবং আদিবাসীরা শিক্ষায়ও অনেক পিছিয়ে রয়েছে। তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে তারা কোনো ক্ষেত্রেই অগ্রসর হতে পারবে না। দেশের উন্নয়নে তো নয়ই নিজেদের উন্নয়নেও তারা অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হবে না। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা মালয় ও আদিবাসীদের শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তারা যাতে সহজে ভর্তি হতে পারে সেজন্য আসনের কোটা রাখা হয়। এছাড়া শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় বৃত্তির ব্যবস্থা রাখা হয়।

ভূমিপুত্র ও আদিবাসীদের স্ব স্ব কৃষ্টি ও ধর্মীয় বিশ্বাস যথাযথ সংরক্ষণের উপর ডা. মাহাথির বিশেষ জোর দেন। শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদেরকে টেনে আনলেই হবে না, সংস্কৃতির মূল স্রোতধারায় তাদেরকে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা নিতে হবে। অসংখ্য আদিবাসী অধ্যুসিত মালয়েশিয়ার সংস্কৃতিকে বৈশিষ্ট্যময় করেছে বিভিন্ন আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক ভিন্নতার সম্মিলন। ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কৃষ্টির উন্নয়নের জন্য সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়। ফলে তাদের আত্মবিশ্বাস যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি তারা মালয়েশিয়ার জাতীয় সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। এসবের সত্যতা পাওয়া যায় যে কোনো আদিবাসী এলাকায় গেলে।

ডা. মাহাথিরের এসব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে দেশের মানুষের বিশেষ করে ভূমিপুত্রদের আদি ধারণায় এবং চিন্তায় আমূল পরিবর্তন এলো। তারা এগিয়ে এলো, নিজেরা শিক্ষিত হলো এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হলো। ফলে আজকে সমাজে তারা যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তা তারা এক সময় স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি।

মালয় ও আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য ডা. মাহাথির যদি এতোটা সোচ্চার না হতেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করতেন তাহলে মালয়েশিয়ার সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হতো কি না সন্দেহ। মাহাথিরের অনেক বিষয়েই অনেকের দ্বিমত থাকতে পারে, কিন্তু ভূমিপুত্র আর আদিবাসীদেরকে আজকের অবস্থানে নিয়ে আসার জন্য তাঁর অবদানকে স্বীকার করতেই হবে।

www.pathagar.com

শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষা একজন মানুষের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তা ডা. মাহাথিরও উপলব্ধি করেছিলেন। মালয়েশিয়ার দারিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে ভূমিপুত্রদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য তাদেরকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে– এটা মাহাথির একান্তভাবে বিশ্বাস করতেন। ভূমিপুত্রদের মধ্যে শিক্ষার আলো বিস্তারের জন্য তিনি ছিলেন সংকল্পবদ্ধ। মালয়েশিয়ার অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সাথে ভূমিপুত্রদের বিদ্যমান ব্যবধান কমাতে হলে ভূমিপুত্রদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। ডা. মাহাথির বলতেন শিক্ষা মানুষকে শুধু জ্ঞানী করেই তোলে না, তাকে স্বাধীনতাপ্রিয় করে তোলে। তিনি সব মালয়েশিয়ানদের উচ্চশিক্ষা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন উপায়ের কথা চিন্তাভাবনা করতেন। শিক্ষিত হয়ে তারা যাতে কেবলমাত্র মালয়েশিয়ায় নয় সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে এমন প্রত্যাশাই তিনি করতেন। ডা. মাহাথির মনে করতেন একমাত্র শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমেই মালয়েশিয়ার জনগণের দরিদ্রতা দূর করা সম্ভব হবে। তিনি আরো মনে করতেন যে মালয়েশিয়ানদেরকে শিক্ষিত করে তোলা গেলে তাদের নৈতিক চরিত্রকে দৃঢ় করা যাবে। ফলে তারা দুর্নীতি থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখবে, ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করতে শিখবে এবং পারিপার্শ্বিক সকল অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকবে।

ডা. মাহাথির যখন প্রথমবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তখন থেকেই তিনি তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে শিক্ষার এই মূল আদর্শগুলোকে বাস্তবায়ন করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। দেশে আরো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে জনগণের দোর গোড়ায় শিক্ষা লাভের সুযোগ পৌছে দেয়ার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা ভূমিপুত্রদের অধিক সুযোগ দেওয়া হলো, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের জন্য পৃথকভাবে সিট বরাদ্দের এবং অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হলো। এমনকি অধিক মেধাসম্পন্ন ছাত্রদেরকে সরকারি বৃত্তি দিয়ে পড়াশোনার জন্য বিদেশের ভালো ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হলো।

www.pathagar.com

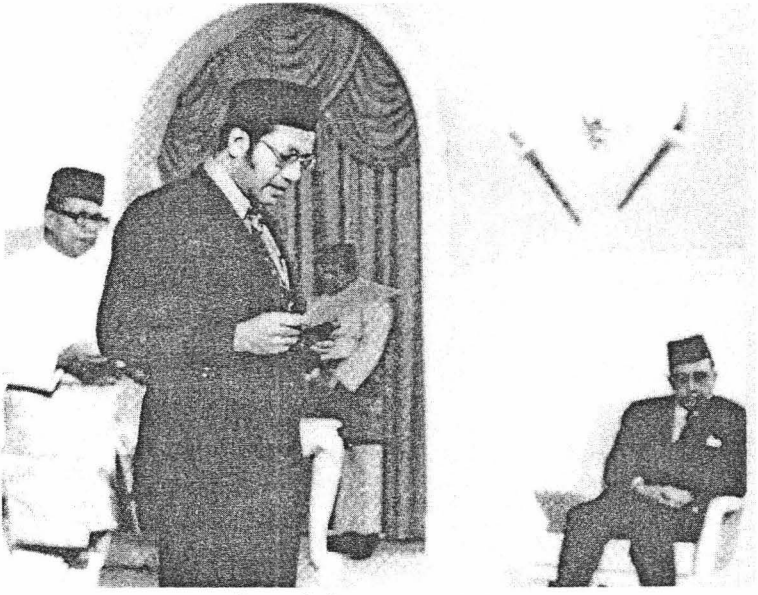

শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ

১৯৬৮ সালে ডা. মাহাথিরকে উচ্চশিক্ষা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান করা হয়। ফলে তিনি শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করার বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়ার সুযোগ পেলেন। শিক্ষার মানোন্নয়নে তাঁর কর্মনিষ্ঠা এবং পদক্ষেপ সকলের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হলো। শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম বৃথা গেল না। তদানীন্তন মালয়েশিয়ান সরকার ডা. মাহাথিরের কাজকর্মের সঠিক মূল্যায়ন করলো। ১৯৭৪ সালে তাঁকে মালয়েশিয়ার শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হলো। তাঁর মন্ত্রীত্বকালে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজির পরিবর্তে মালয়েশিয়ার ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চালু করা হয়। যদিও উচ্চ শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসেবে মালয় ভাষা চালু করার বিষয়টি তিনি উচ্চশিক্ষা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান থাকাকালীনই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। তবে সেই সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন ঘটতে থাকে তিনি শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে।

ডা. মাহাথিরের নেতৃত্বে শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য কয়েকজন মন্ত্রীকে নিয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। ঐ কমিটি বিদ্যমান শিক্ষানীতি, শিক্ষার উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা এবং শিক্ষা কারিকুলাম পর্যালোচনা করার জন্য এক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। মালয়েশিয়াকে একটি ঐক্যবদ্ধ

www.pathagar.com

এবং সুশৃঙ্খল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের মানবসম্পদকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই ছিলো ডা. মাহাথিরের উদ্দেশ্য। মন্ত্রী হিসেবে তিনি শিক্ষা ব্যবস্থা পরিকল্পনায় মানসম্পন্ন শিক্ষা পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিলেও দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকেও অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জনের জন্য যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেসব দূরীকরণের জন্য জোর দেয়া হয়। শিক্ষানীতি প্রনয়ণের সময় তিনি লক্ষ্য রাখতেন যাতে তা দেশের সার্বিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়। দেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে একজন গ্রাজুয়েট যেন জাতির চাহিদা পূরণ করতে পারে।

শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে জ্ঞান বিস্তারের পদ্ধতিকে যুগোপযোগী করার চিন্তা করা হয়। তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন যে ভূমিপুত্ররা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে শিক্ষালাভ করতে তেমন একটা আগ্রহ দেখাচ্ছে না। এক্ষেত্রে তারা খুব একটা মনোযোগীও নয়। ডা. মাহাথির এ ধারা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিলেন। এছাড়া, দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ভূমিপুত্রদেরকে সম্পৃক্ত করতে হলে এ বিষয়ে তাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তাই ভূমিপুত্ররা শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে যাতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে শিক্ষা ব্যবস্থায় তা নিশ্চিত করা হয়।

ডা. মাহাথির গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে, সমগ্র মালয়েশিয়া জুড়েই ছাত্ররা বিশেষ করে ভূমিপুত্ররা পড়াশোনায় তেমন একটা মনোনিবেশ করছে না। দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিকেই তাদের ঝোঁক বেশি। তাঁর মতে, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ছাত্ররা জড়িয়ে পড়ার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মূল লক্ষ্যই ব্যাহত হচ্ছে। তিনি ভেবে দেখলেন এ অবস্থা দেশের জন্য মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই বয়ে আনবে। যে ছাত্ররা ভবিষ্যতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেবে তাদেরকে সেভাবে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা না গেলে দেশের উন্নয়ন তো দূরের কথা দেশটা সম্পূর্ণভাবে রসাতলে যাবে। মালয়েশিয়াকে উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা দূরহ হবে। বিষয়টা নিয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করলেন এবং অন্যদেরকেও ভাবতে অনুরোধ করলেন। অবশেষে সকলের সাথে আলোচনা করে ঐসব প্রতিষ্ঠানে তিনি সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দিলেন। এমনকি যেসব ছাত্ররা উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে যেতো তাদেরকেও কোনো রকমের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে না জড়ানোর কড়া নির্দেশ দেয়া হলো। এ নির্দেশ অমান্য করে যদি বিদেশে

www.pathagar.com

কোনো ছাত্র রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়, তবে দেশে ফেরার সাথে সাথেই তাদেরকে গ্রেপ্তার করে শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হলো। এসব পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল। ছাত্রদের পড়াশোনার মান অনেক বেড়ে যেতে লাগলো এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হতে শুরু হলো। ডা. মাহাথিরের দূরদর্শিতার ফলশ্রুতিতে মালয়েশিয়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে জ্ঞান অর্জনের ও গবেষণার সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হলো। এ কারণে বর্তমানে এসব প্রতিষ্ঠানে শুধু মালয়েশিয়ার ছাত্ররাই জ্ঞান অর্জন করে না, বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের শিক্ষার্থীরা এখানে জ্ঞান অর্জনের জন্য ছুটে আসছে। অথচ এক সময় অনেক মালয়েশিয়ান ছাত্র বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার জন্য আসতো।

ডা. মাহাথির শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৭৪ সালে একটি কারিকুলাম উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন এ কেন্দ্রটি একটি পৃথক বিভাগ হিসেবে কারিকুলাম সংক্রান্ত সকল কাজকর্ম করা শুরু করে। ১৯৭২ সালে কেন্দ্রটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগের একটি ইউনিট হিসেবে কাজ শুরু করেছিল। ডা. মাহাথির শিক্ষা মন্ত্রণলায়ের দায়িত্ব নেয়ার পর এটিকে স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত করেন। কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠার পর কারিকুলাম উন্নয়নের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। এসবের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য কারিকুলাম ১৯৮২ সালে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য সমন্বিত কারিকুলাম ১৯৮৮ সালে বাস্তবায়িত হয়। যে বিষয়টি এ ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল তা হলো কারিকুলাম অবশ্যই জাতীয় শিক্ষার মূল দর্শনের আলোকে হতে হবে। ডা. মাহাথির শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বগ্রহণের সময় অঙ্গীকার করেছিলেন যে মালয়েশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থাকে হতে হবে সমন্বিতভাবে মালয়েশিয়ার প্রতিটি ব্যক্তির প্রতিভাকে বিকশিত করার চলমান প্রচেষ্টা। কোনো জাতিগোষ্ঠীর সদস্যের প্রতিভা বিকাশ যেন বাধাগ্রস্থ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা হয়।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরও ডা. মাহাথির মান সম্পন্ন শিক্ষার জন্য সরকারের প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখেন। বিদ্যমান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার কারিকুলাম পর্যালোচনা করে আধুনিকায়ন করেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে 'তিন এম' অর্থাৎ পড়া, লেখা এবং গণনা করা পদ্ধতি সফলভাবে বাস্তবায়ন করেন। উচ্চশিক্ষা বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ উন্নয়নে তিনি যথেষ্ট গুরুত্বারূপ করেন যাতে শিক্ষার্থীরা পড়ালেখায় পুরোপুরি মনোযোগ দিতে পারে। তিনি বিদেশে উচ্চশিক্ষার্থে না যেয়ে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে

www.pathagar.com

পড়াশোনা করার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করেন। এজন্য তিনি Twining Programme প্রবর্তন করেন যাতে কাকেও বিদেশে পড়তে না যেতে হয়।

১৯৯৯ সালে Smart School Project শুরু করা হয়। এই প্রজেক্টের উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে আইটিসহ অন্যান্য প্রযুক্তির সাথে শিক্ষার্থীদেরকে পরিচিত করা যাতে কিশোর বয়স থেকেই তারা আইটি ব্যবহারে অনুপ্রাণিত হয়। পরীক্ষা সর্বস্ব শিক্ষার পরিবর্তে যাতে ছাত্ররা চিন্তা ও সৃষ্টিশীল জ্ঞান অর্জনে আত্মনিয়োগ করে সেদিকে গুরুত্ব দেয়া হয়। ডা. মাহাথির বিশ্বাস করতেন যে, এ ধরনের শিক্ষা পেলে যুব সমাজ স্থিতিশীল, শান্তিপ্রিয় এবং প্রকৃতভাবেই নির্ভরশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। এসব দিক বিবেচনা করে পরবর্তীতে ডা. মাহাথির মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোর প্রকল্প শুরু করেন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সমস্ত বিদ্যালয়কে ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় আনা হয়।

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী

ডা. মাহাথির মোহামদ ১৯৮১ সালের ১৬ জুলাই মালয়েশিয়ার চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণের শুরুতে তিনি নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালা যা ১৯৭১ সালে শুরু করা হয়েছিল তার ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন পরিকল্পনা চলমান রাখেন। যেহেতু, ঐ নীতিমালার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভূমিপুত্রদের জীবনযাত্রার মানে উন্নয়ন সাধন। সে লক্ষ্যে ভূমিপূত্রদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা এবং দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলাসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করার জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। বলতে গেলে শিক্ষা এবং দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন ডা. মাহাথির মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। ভূমিপুত্ররা ঐ সব প্রতিষ্ঠানে যাতে সহজে শিক্ষা লাভ করতে পারে সেজন্য তাঁদের জন্য নির্ধারিত বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ভূমিপুত্রদেরকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখেন।

এ সময় রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা শুরু হয়। সেখানে ভূমিপুত্রদের সরাসরি অংশগ্রহণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল ভূমিপুত্রদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন করা। এভাবে যারা মূলধনহীন ছিল অথবা সুযোগের অভাবে ইতোপূর্বে ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতে পারেনি সেসব ভূমিপুত্ররা এ সুযোগ গ্রহণের মাধ্যমে বাণিজ্যিক কর্মধারার সাথে নিজেদেরকে সংযুক্ত করা শুরু করে। পর্যায়ক্রমে এ অব্যাহত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদেরকে দক্ষ করে তোলা হয় যাতে তারা বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ডা. মাহাথির মালয়েশিয়ার সকল ষ্টেটের সরকারকে ষ্টেট অর্থনৈতিক উন্নয়ন করপোরেশন প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দেশ দেন। এছাড়া ঐসব প্রতিষ্ঠানের অধীন ভূমিপূত্রদেরকে নিয়ে বিভিন্ন কোম্পানি গঠন করার কথাও বলা হয়। করপোরেশনের সহযোগিতায় ঐ কোম্পানিগুলো তাদের কার্যক্রম শুরু করে। এসব কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ডা. মাহাথির দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে সফল হন। ক্রমান্বয়ে দেশের বেকার সমস্যা হ্রাস পেতে লাগলো, এমনকি রাষ্ট্রের জন্য অর্থনৈতিক বোঝার আর কোনো অস্তিত্বই রইলো না।

www.pathagar.com

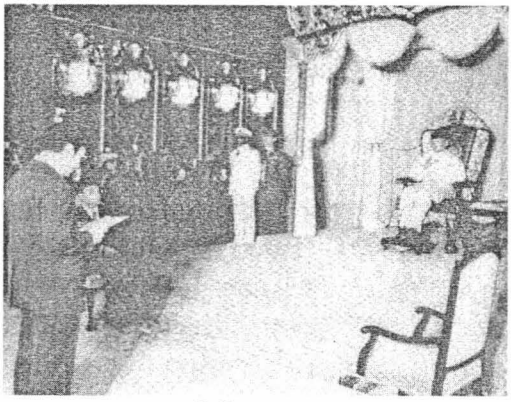

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ

অর্থনৈতিক দিকে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলেও দেশের অবকাঠামোগত অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে দেশের সার্বিক অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এ উপলব্ধি থেকে ডা. মাহাথির পর্যায়ক্রমে দেশের সড়ক-যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণের ব্যবস্থা নিলেন। চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদক্ষেপ নিলেন।

টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন করেন। কুয়ালালামপুর শহরের অদূরে নতুন একটি আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট স্থাপন করা হয়। সমুদ্রবন্দরসহ আরো অনেকক্ষেত্রকে আধুনিক পর্যায়ে উন্নীত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ডা. মাহাথির পরবর্তীতে তার অনেক স্বপ্নের বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করেন। উন্নত প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানের সুফল যাতে দেশের মানুষ ভোগ করতে পারে সেজন্য ডা. মাহাথির মালয়েশিয়াকে সব সময় উন্নত বিশ্বের সাথে একই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার সর্ব্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন।

ডা. মাহাথির তাঁর পূর্বসুরীদের গৃহীত নীতিমালা বিশেষ করে নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালা বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা ছাড়াও একটি গতিশীল ও কার্যকর প্রশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অনেক নীতিমালা গ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে দেশকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যেতে হলে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রশাসনে নতুন নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করার বিকল্প নেই। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য যোগ্য নেতৃত্বের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন করলেই হবে না, বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হবে একটি শক্তিশালী কর্মীবাহিনীর। এক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাই সরকারি কর্মচারীরা যাতে যথা সময়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করতে পারেন সেদিকে লক্ষ্য রেখে তিনি সব নীতিমালা প্রণয়ন করতেন। আর ঐসব নিয়মনীতি তিনি নিজেও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করতেন। এখানে তেমনি

www.pathagar.com

একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে– ১৯৮২ সালে যখন তিনি প্রত্যেক সরকারি কর্মচারীর জন্য বুকে নামের-ট্যাগ ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করলেন, তখন তিনি নিজেও 'মাহাথির' নামের ট্যাগটি তাঁর বুকে ধারণ করতেন। এ নিয়মটি এখনো মালয়েশিয়ায় বিদ্যমান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকারের সর্বনিম্ন পদধারী কর্মচারীকে স্ব স্ব নামের ট্যাগটি ব্যবহার করতে হয়। ফলে কেউ কোনো সরকারি দপ্তরে কার কাছে কাজে যাচ্ছে তা সে যেমন জানতে পারে, তেমনি কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দেয়ার প্রয়োজন হলে ঐ ব্যক্তিকে সনাক্ত করাও সহজ হয়। বলতে গেলে এটা জনগণের কাছে সরকারি কর্মচারীদের জবাবদিহিতাকে স্বচ্ছ করে।

ডা. মাহাথির শুধু সরকারি ক্ষেত্রে প্রচলিত কর্মপদ্ধতির উন্নয়নেই জোর দেননি, তিনি বেসরকারি ক্ষেত্রেও এ ধরনের উন্নয়নের তাগিদ দিয়েছেন। কারণ সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের উন্নয়ন ঘটলে পুরো দেশের উন্নয়ন ঘটবে। একটি আরেকটির প্রতিদ্বন্দ্বী নয় বরং পরিপূরক হয়ে বেড়ে উঠবে। দেশের অর্থনীতি, মানুষের জীবনযাত্রার মান ও গুণাবলীর উন্নয়ন সাধন সম্ভব হবে।

দেশ থেকে দুর্নীতিকে সমূলে উৎপাটন করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন ডা. মাহাথির। তিনি জানতেন শুধু মালয়েশিয়ায়ই নয় দুর্নীতির অবাধ বিচরণ এখানে সেখানে পৃথিবীর অনেক দেশেই। দেশ থেকে রাতারাতি দুর্নীতিকে সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব নয়। দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবিরত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ডা. মাহাথির মনে করতেন আইন-কানুনের যথাযথ প্রয়োগ ছাড়াও অধিক প্রয়োজন এ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা। তিনি জাতিগোষ্ঠি নির্বিশেষে সকল মালয়েশিয়ানদের প্রতি দুর্নীতিকে প্রশ্রয় না দিয়ে দুর্নীতিকে প্রতিহত করার জন্য আহবান জানালেন। তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচারণায় শ্লোগান তুলেছিলেন– আমরা সবাই হবো আমাদের কাজকর্মে স্বচ্ছ, দক্ষ এবং বিশ্বস্ত। তাঁর এ অভিযানের ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার যেমন উন্নয়ন ঘটতে লাগলো তেমনি কর্মক্ষেত্রে নতুন নতুন সুযোগের সৃষ্টি হলো।

একজন ধর্মপরায়ন মুসলমান হিসেবে ডা. মাহাথির ইসলাম ধর্মকে সবার কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে দেয়ার জন্য সবসময়ই চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ইসলামকে সারা বিশ্বে বিকশিত করার লক্ষ্যে তিনি ১৯৮৩ সালে কুয়ালালামপুরে প্রতিষ্ঠিত করেন আন্তর্জাতিক ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়। এ প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মালয়েশিয়াসহ সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামের অগ্রগতি সাধনে সাহায্য করা। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বিভিন্ন দেশের ছাত্র এবং শিক্ষক রয়েছে যাদের সবাই ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। এছাড়াও ডা. মাহাথির প্রতিষ্ঠিত করেন ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং মালয়েশিয়া এবং মিউজিয়াম অব ইসলামিক কালচার।

www.pathagar.com

ডা. মাহাথির বিশ্বাস করতেন যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি খাতকে একযোগে কাজ করতে হবে। তাঁর মতে দেশ হচ্ছে একটি কোম্পানী আর জনগণ হচ্ছে সেখানকার কর্মচারী। কোনো কোম্পানির কর্মীরা যেমন ঐ প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য নিরলস পরিশ্রম করে যায় তেমনি মালয়েশিয়ার জনগণ তাদের দেশ নামক কোম্পানির জন্য কাজ করে যাবে। তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন অনেক সরকারি মালিকাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানই অলাভজনক হয়ে পড়েছে। ফলে ঐসব প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারকে অনেক অর্থই গচ্চা দিতে হচ্ছে। তাই তিনি ওগুলো ব্যক্তিমালিকানাধীনে দিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। অনেকেই তাঁর সাথে এ ব্যাপারে একমত হলেন না। কিন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় থেকে তা বাস্তবায়ন করলেন। ফলে এক অভূতপূর্ব সাফল্য দেখা গেল। কর্মচারীদের দক্ষতা যেমন বৃদ্ধি পেলো তেমনি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের পরিমাণও বেড়ে গেল। যে রুগ্ন প্রতিষ্ঠানগুলো এতোদিন লোকসান দিয়ে যাচ্ছিলো সেই একই কর্মচারিদের শ্রমে কিছুদিনের মধ্যেই সেগুলো অত্যন্ত লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলো। প্রতিষ্ঠানের উন্নতি যে কর্মচারীদের উন্নতি তথা দেশের উন্নতি এ অনুভূতি সৃষ্টি হওয়ায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই একটি আন্তরিক কর্ম-পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব হলো।

মালয়েশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ভূমিপুত্রদের সুবিধার্থে বিদ্যমান প্রাচ্য ধারার ব্যাংকিং পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে ডা. মাহাথির ইসলামিক মূল্যবোধকে ভিত্তি করে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিলেন। এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে তিনি ব্যাংক ইসলাম মালয়েশিয়া উদ্বোধন করেন। ইসলামিক ব্যাংকিং পদ্ধতি মালয়েশিয়ার জনগণের বিশেষ করে ধর্মপরায়ন মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি করে। এ সাফল্য দেখে অন্যান্য ব্যাংকগুলোও তাদের লেন-দেন প্রক্রিয়ার ইসলামিক পদ্ধতির সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করে।

আমরা জানি ডা. মাহাথির মালয়েশিয়ার উন্নয়নের জন্য অনেক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এসব পরিকল্পনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁকে বিভিন্ন দিক থেকেই নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁর এ চলার পথ মোটেই মসৃণ ছিল না, সময় অসময়ে তাঁকে কাঁটার আঘাতও সহ্য করতে হয়েছে। এমনি এক ঘটনা ঘটে ১৯৮৩ সালে। ঐ সময় মাহাথিরের সরকার এক সাংবিধানিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ঐতিহ্যগতভাবে সংসদে কোনো বিল পাস হওয়ার পর তা কার্যকর করার জন্য অবশ্যই তাতে মালয়েশিয়ার রাজার সম্মতি থাকতে হবে। এ কারণে দেশের প্রয়োজনে কোনো আইন প্রণয়ন করা সংসদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। মাহাথির ঐ ঐতিহ্যকে পরিবর্তন করার জন্য সংসদে নতুন আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত একটি বিল উত্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রস্তাবিত আইন অনুসারে রাজার সম্মতি না পেলেও সংসদ যে বিল পাস করবে তাই আইনে

www.pathagar.com

পরিণত হবে। সংসদ ডা. মাহাথিরের ঐ বিলটি পাস করে এভাবে যে, সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক পাসকৃত কোনো বিল রাজার কাছে প্রেরণ করার পর তিনি একবারই তা সংসদে ফেরত পাঠাতে পারবেন, দ্বিতীয়বার ঐ বিল রাজার কাছে প্রেরণ করার পর তাঁকে তাতে সম্মতি দিতে হবে। এভাবেই মাহাথির জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দেশের কল্যাণে আইন প্রণয়নের সম্পূর্ণ অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

স্বাভাবিক নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম সম্পাদন ছাড়াও দেশের যে কোনো বিপর্যয়কে মোকাবিলা করার জন্য ডা. মাহাথির একটি দক্ষ এবং শক্তিশালী প্রশাসন গড়ে তোলেন। যার ফলে মালয়েশিয়ার একাধিক বিপর্যয়ের সময় তা সামাল দেয়া সম্ভব হয়। এসব বিপর্যয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯৮৫ সালের 'মালয়েশিয়ার উৎপাদন হ্রাস' এবং ১৯৮৭ সালের 'কালো সোমবার' যখন সারাবিশ্বের শেয়ার বাজারে ধ্বস নামে। এছাড়া আরেকটি মহাবিপর্যয় হঠাৎ করে মাহাথিরের দল আমনো-এর উপর নেমে আসে ১৯৮৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে। সেদিন মালয়েশিয়ার হাইকোর্ট আমনোকে একটি অবৈধ সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করে। ঐ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ডা. মাহাথির তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকে কাজে লাগালেন। তিনি ১৬ ফেব্রুয়ারি গঠন করলেন নতুন আমনো। এভাবেই আমনো একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে টিকে রইলো। ঐ ঘটনার কিছুদিন পর মালয়েশিয়ার রাজার সাথে শিষ্টাচার বহির্ভূত আচরণ এবং প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রদান করায় তদানীন্তন প্রধান বিচারপতিসহ সংশ্লিষ্ট বিচারপতিদেরকে বরখাস্ত করা হয়। তবে তাদের বরখাস্তকরণ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতার জন্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। এমন কি এ ব্যাপারে গঠিত কাউন্সিলে দুজন বিদেশি বিচারককে সদস্য রাখা হয়।

মালয়েশিয়া অনেক দেশের মতোই একটি গাড়ি আমদানিকারক দেশ ছিল। ডা. মাহাথির দেশেই গাড়ি তৈরি করার চিন্তা করলেন। ১৯৮২ সালের অক্টোবরে তিনি মালয়েশিয়ায় গাড়ি তৈরির ঘোষণা দিলেন এবং ১৯৮৬ সাল নাগাদ যাতে দেশে তৈরি গাড়ি বাজারে আসতে পারে তার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। তখন অনেক দেশ, এমনকি খোদ মালয়েশিয়ার অনেকেই, তাঁর এ পরিকল্পনা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সবার সন্দেহ দূর করে তিনি সফল হলেন, মালয়েশিয়ার তৈরি গাড়ি দেশের রাস্তায় দেখা গেল। সে গাড়ি শুধু দেশেই নয়, বিদেশের মাটিতেও স্থান করে নিলো। দেশে প্রস্তুতকৃত গাড়ি কিনতে উৎসাহিত করার জন্য জনগণকে অতি সহজ শর্তে ব্যাংক থেকে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হলো। বর্তমানে মালয়েশিয়ায় শুধু একটি কোম্পানিই নয়, কয়েকটি কোম্পানি থেকেই তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন মডেলের গাড়ি। প্রধানমন্ত্রী থেকে সরকারের সকল দপ্তরে দেশে তৈরি গাড়ি ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা

www.pathagar.com

হয়েছে। পাশাপাশি বিদেশি অনেক কোম্পানির গাড়িও মালয়েশিয়ায় তৈরি হচ্ছে। মালয়েশিয়ার মানুষ দেশের তৈরি গাড়িই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে। গাড়ি তৈরির সফলতায় মালয়েশিয়ানদের উৎসাহ বেড়ে গেল। তারা তৈরি করলো হালকা উড়োজাহাজ। এরপর তারা নেমে পড়লো স্যাটেলাইট তৈরিতে। সে ক্ষেত্রেও তারা সফল হলো, প্রেরণ করলো স্যাটেলাইট। এর মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ আর বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচার ব্যবস্থাকে উন্নত বিশ্বমানে নিয়ে যাওয়া হলো। এসব কিছুর অন্তরালে কাজ করেছে ডা. মাহাথিরের সঠিক দিক নির্দেশনা, অনুপ্রেরণা এবং অবিরাম সহযোগিতা।

১৯৮৯ সালের ১৮-২৭ অক্টোবর তারিখে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত হয় ২৭তম কমনওয়েলথ সরকার প্রধানদের বৈঠক। বিশ্বকে সবুজ রাখার জন্য ডা. মাহাথির ঐ বৈঠকে উপস্থাপন করেন 'লঙ্কাবি ঘোষণা'। দশটি লক্ষ্য বিশিষ্ট ঐ ঘোষণায় মূলতঃ উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের পরিবেশ রক্ষা করাসহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন সংক্রান্ত মতামতই প্রতিফলিত হয়।

১৯৯০ সালে নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালাটির কার্যকাল শেষ হয়ে গেলে ডা. মাহাথিরের সরকার একটি দশ বছর মেয়াদি জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করে। ঐ নীতিমালায় দেশের অর্থনৈতিক সম্পদের কাঠামো গঠনে পরিমাণের পরিবর্তে মানকে গুরুত্ব দেয়া হয়। ফলে তা বাস্তবায়নের পর দেখা গেল যে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবধান অনেকাংশেই হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু মাহাথিরের উদ্দেশ্য ছিল ঐ ব্যবধান সম্পূর্ণভাবে দূর করা। তাই তিনি উপস্থাপন করেছিলেন 'ভিশন-২০২০'। তিনি তাঁর ভিশনে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক দিক থেকে মালয়েশিয়াকে একটি আধুনিক এবং উন্নত প্রযুক্তির দেশে পরিণত করার পথ এঁকে দিয়েছেন। এই ভিশন অর্জনের মাধ্যমে মালয়েশিয়া ২০২০ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত হবে বলে আশা করা যায়।

ডা. মাহাথিরের নিজ স্টেট কেদাহ্-এর লঙ্কাবি দ্বীপের নাম পৃথিবী জুড়ে। সারা বছরই এখানে পর্যটকদের ভীড়। অনুন্নত লঙ্কাবিকে এ অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করেন। ১৯৯১ সালে এই লঙ্কাবি দ্বীপে প্রথমবারের মতো তিনি উদ্বোধন করেন ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম ও এ্যারোস্পেস প্রদর্শনীর। এই প্রদর্শনীটি এখনো প্রতি দু'বছর অন্তর লঙ্কাবিতে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশই প্রদর্শনীটিতে অংশগ্রহণ করে থাকে।

১৯৯৭ সালে রিংগিতের বিনিময় হার হঠাৎ করে পড়ে গেলে মালয়েশিয়ার অর্থনীতিতে এর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ডা. মাহাথির তাঁর রাজনৈতিক

www.pathagar.com

জীবনে এমন ঝুঁকির মধ্যে খুব কম সংখ্যক বারই পড়েছিলেন। এ কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দা থেকে দেশকে উদ্ধারের জন্য তিনি জরুরিভিত্তিতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ঐ পদক্ষেপগুলোর মধ্যে ছিল– মালয়েশিয়ান রিংগিতের মান স্থিতিশীল রাখা, আর্থ-সামাজিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করা, উৎপাদন কমে যাওয়া ক্ষেত্রগুলোকে চাঙ্গা করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাড়ানো, ইত্যাদি। রিংগিতকে স্থিতিশীল করার জন্য ডা. মাহাথির মালয়েশিয়ার বাইরে রিংগিত কেনা-বেচা বন্ধ করে দেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া কোনো মালয়েশিয়ানের বিদেশে অর্থ প্রেরণ করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। রিংগিতের বিনিময় মূল্য প্রতি মার্কিন ডলারে ৩.৮ রিংগিত নির্ধারণ করে দেন। এছাড়া, দেশের বিনিয়োগকারীদেরকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য স্থানীয় সিকিউরিটিজ মার্কেটে বিনিয়োগের আহ্বান জানান। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ডা. মাহাথিরের এ দক্ষতা দেখে ১৯৯৮ সালে তাঁকে ন্যাশনাল ইকোনমিক এ্যাকশন কাউন্সিলের সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হয়।

অনেকেই মনে করেন ডা. মাহাথিরের মতো একজন প্রধানমন্ত্রী না পেলে মালয়েশিয়া এখনো একটি অনুন্নত দেশই থাকতো এবং উন্নত দেশগুলোর ঠেলা-ধাক্কা খেয়েই টিকে থাকতে হতো। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে মালয়েশিয়াকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার ঝুঁকি নিয়েছেন। পৃথিবীর শক্তিধর দেশগুলোর সামনে মালয়েশিয়া যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তা তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। মালয়েশিয়া আজকে যে প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং অর্থনেতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করেছে, তা সম্ভব হয়েছে ডা. মাহাথিরের সুযোগ্য নেতৃত্ব আর দিকনির্দেশনার জন্য। তিনি মালয়েশিয়ানদের প্রায়শঃই বলতেন যে কথায় নয় কাজ করে প্রমাণ করতে হবে যে মালয়েশিয়ানরা পারে। ডা. মাহাথির ৩১ অক্টোবর ২০০৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তাঁকে মালয়েশিয়ার সর্বোচ্চ খেতাব *Seri Maharaja Mangku Negara*-এ ভূষিত করা হয়। এর প্রেক্ষিতে সবাই তাঁকে অত্যন্ত সম্মানজনক 'তুন (Tun)' শব্দটি দিয়ে সম্বোধন করে থাকে।

ডা. মাহাথিরের কর্মদর্শন এবং আত্মবিশ্বাস এক অনুকরণীয় দিকনির্দেশনা। তিনি মনেপ্রাণে ছিলেন মালয়েশিয়ান। দেশের প্রতি তাঁর যে অঙ্গীকার তা বাস্তবায়নে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ় ও অবিচল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে অদম্য সাহসী আর কঠোর পরিশ্রমী কোনো জাতিকে সঠিকভাবে নেতৃত্ব দিতে পারলে সে জাতি একদিন উন্নতি করবেই। তিনি সেই সত্যকেই প্রমাণ করেছেন। আর তা সম্ভব করার পিছনে অন্যতম কারণ ছিল প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর একটানা বাইশ বছর ক্ষমতায় থাকা।

www.pathagar.com

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে

ডা. মাহাথির শিক্ষা মন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৭৭ সালে ভূমিপুত্র বিনিয়োগ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৮ সালে মন্ত্রীদের দপ্তর পুনর্বিন্যাসে মাহাথিরকে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। ঐ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী থাকাকালীন তিনি মালয়েশিয়ায় বিদেশী বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন দেশ সফর করেন। তিনি যখন উপ-প্রধানমন্ত্রী হলেন তখনও তিনি শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাপক অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করে তাঁকে শিক্ষানীতির উপর একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করার দায়িত্ব দেয়া হয়। ঐ কমিটির সভাপতি হিসেবে তিনি ১৯৭৯ সালে শিক্ষানীতি রিপোর্টটি রিভিউর জন্য মন্ত্রিপরিষদ কমিটিতে উপস্থাপন করেন।

ডা. মাহাথির জুন ১৯৮১ থেকে অক্টোবর ২০০৩ পর্যন্ত মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এবং ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে তাঁর অধীনেই রাখেন। তিনি সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ থেকে জানুয়ারি ১৯৯৯ পর্যন্ত প্রথম বার এবং জুন ২০০১ থেকে অক্টোবর ২০০৩ পর্যন্ত দ্বিতীয় বার অর্থমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে তিনি দেশকে সম্ভাব্য আক্রমন থেকে রক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলেন। সেনাবাহিনীকে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিতকরণ ছাড়াও উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়। বিমান বাহিনীর জন্য উন্নত মানের যুদ্ধবিমান এবং নৌ বাহিনীর জন্য নতুন যুদ্ধজাহাজ ক্রয় করা হয়।

ডা. মাহাথির অর্থ মন্ত্রীর দায়িত্ব নেন যখন বিশ্ব জুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয় এবং মালয়েশিয়াও আক্রান্ত হয়। মালয়েশিয়ার এ অবস্থার জন্য তিনি মালয়েশিয়ান রিংগিতের মূল্যমান কমানো এবং পুঁজিবাজারের অস্থিরতাকে দায়ী করেন। সে অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য মাহাথির অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে বেশ কিছু কৌশল গ্রহণ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই মালয়েশিয়ার অর্থনীতিতে গতি ফিরে আসলো।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে একটি ছিলো মালয়েশিয়ায় মাদকদ্রব্যের ব্যবহার, কেনা-বেচা এবং পাচার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা। মাদকদ্রব্য

www.pathagar.com

এবং তা চোরাচালানির সাথে জড়িতদের ঘোর বিরোধী ছিলেন ডা. মাহাথির। তিনি মালয়েশিয়ায় মাদক পাচারকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান করেন, তা সে মালয়েশিয়ান হোক বা কোনো বিদেশীই হোক। তাঁর এ ভূমিকার জন্য তাঁকে ১৯৮৭ সালে অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking-এর সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। পরবর্তীতে তাঁকে ১৯৯৫ সালে মাদকদ্রব্য ব্যবহার নিরোধ সংক্রান্ত মালয়েশিয়ার জাতীয় সংস্থার পেট্রন করা হয়

www.pathagar.com

ভিশন-২০২০

চলাফেরায়, কথাবার্তায়, এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদে অত্যন্ত সাধারণ একজন মানুষ ডা. মাহাথির মোহামদ। রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই তিনি সর্বস্তরের মানুষের সাথে অত্যন্ত গভীরভাবে মিশেছেন। তাদেরকে দেখেছেন খুব কাছ থেকে, তাদের জীবনের সুখ-দুঃখকে অনুভব করেছেন হৃদয় দিয়ে। সাধারণ মানুষের সাথে এই নিবিড় সম্পৃক্ততার কারণে ডা. মাহাথির খুব সহজেই মালয়েশিয়া এবং তার জনগণকে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন বিদ্যমান বাস্তবতাকে প্রাধান্য দিয়ে ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ করাই দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর। বাস্তবতাকে পাশ এড়িয়ে কোনো নীতিমালা প্রণয়ন করা হলে তা দেশ বা জনগণের মঙ্গল বয়ে আনবে না, তাঁদেরকে একটি উন্নত দেশ বা জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়ে উঠবে না। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তা হলো ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠি নির্বিশেষে দেশের সকল জনগণের একাত্মতা। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধানকে কমিয়ে এনে সবাইকে একসাথে নিয়ে দেশের উন্নয়ন সাধন। বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে দেশের চলমান অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিদ্যমান আন্তঃগোষ্ঠী অর্থনৈতিক ব্যবধান কমিয়ে আনা। জনগোষ্ঠীর সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছাড়া যে মালয়েশিয়ার সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয় তা বুঝে ডা. মাহাথির একটি কর্মসূচি নির্ধারণের কথা চিন্তা করেন।

তাই সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক কৌশল প্রয়োগ করে সার্বিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং বিশ্বমানের অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মালয়েশিয়াকে একটি সুশৃঙ্খল ও উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে ডা. মাহাথির প্রণয়ন করেছিলেন ভিশন-২০২০। তাঁর আজীবন স্বপ্ন ছিল কিভাবে মালয়েশিয়াকে একটি সর্বাধুনিক তথ্য সমৃদ্ধ সমাজ উপহার দেয়া যায়। তাঁর সে স্বপ্নকে সামনে রেখে তিনি ঐ দলিলটি তৈরি করেন। ভিশন-২০২০ মালয়েশিয়ার জনগণের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টনের শুধু প্রতিশ্রুতিই নয়, এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মালয়েশিয়া এবং তার জনগণকে একটি সম্মানজনক দেশ ও জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

www.pathagar.com

ভিশন-২০২০ মালয়েশিয়ার জনগণের আশা-আকাঙ্খারই প্রতিচ্ছবি। এর প্রতিটি শব্দে উচ্চারিত হয়েছে মালয়েশিয়া ও তার জনগণের কি আছে এবং কি করণীয়। ডা. মাহাথির তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞান, মেধা ও দূরদর্শিতা দিয়ে তাঁর স্বপ্নকে গেঁথেছেন ভিশন-২০২০ এর পরতে পরতে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন একটি দেশের জন্য তার মানব সম্পদ উন্নয়নের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু হতে পারে না। জনগণই হচ্ছে মালয়েশিয়ার সবচেয়ে বড় সম্পদ। ভিশন-২০২০ এর মাধ্যমে ডা. মাহাথির সমগ্র জাতিকে ২০২০ সাল নাগাদ একটি উন্নত ও শিল্পসমৃদ্ধ জাতিতে পরিণত করার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। ১৯৯৫ সালে যখন তিনি ভিশন-২০২০ প্রণয়ন করেন তখন বলেছিলেন, 'আগামী ২৫ বছরে আমাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করার অনেক কিছুই ঘটতে পারে, কিন্তু আমরা কঠোর পরিশ্রম করে যাবো'। মালয়েশিয়ানরা সে লক্ষ্যে অনেকটা পথ ইতোমধ্যে অতিক্রম করেছে এবং আরো সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে নবজাগরণের যে বীজ মাহাথির বপন করে গেছেন তার সুফল শুধু বর্তমান প্রজন্মই ভোগ করছে না, আগামী দিনের মালয়েশিয়ানরাও ভোগ করবে।

ডা. মাহাথিরের মতো নেতা মালয়েশিয়ায় আবার কবে জন্ম নেবে কেউ বলতে পারে না। মালয়েশিয়া এবং তার জনগণ সত্যি ভাগ্যবান। মাহাথির শুধু দেশকেই গড়ে দেননি, দেশের মানুষকে গড়েছেন যাতে তারা উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারে শত বাধা-বিপত্তিকে সাহসের সাথে অতিক্রম করে। মালয়েশিয়ানদের জন্য ডা. মাহাথির এক সমুদ্রসম অনুপ্রেরণার উৎস, দেশের কল্যাণের জন্য একজন নিবেদিত ব্যাক্তিত্ব। অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তিনি তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং অবিচল। তিনি নিজের মতো করেই মালয়েশিয়ার জনগণকে একটি আত্মবিশ্বাসী জাতিতে পরিণত করেছেন। ডা. মাহাথিরের সৃষ্ট সেই আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় প্রত্যয়ের ভিত্তির ওপর নির্ভর করে মালয়েশিয়া আজ একটি উন্নত দেশে রূপান্তরিত হওয়ার পথে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশটির রাস্তা-ঘাটের নেটওয়ার্ক, সুউচ্চ দালান-কোঠা, লোকজনের জীবনযাত্রার মান, প্রযুক্তি উন্নয়নের ধারাবাহিকতা, ইত্যাদি দেখলেই তা বুঝতে কারোই বেগ পেতে হয় না।

অনেক চিন্তাভাবনা করে ডা. মাহাথির মালয়েশিয়াকে একটি উন্নত দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে নয়টি বিষয়ের অবতারণা করেছেন তাঁর ভিশন-২০২০ এ। এ নয়টি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো–

www.pathagar.com

১. জাতি-গোত্র-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একই লক্ষ্য নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি প্রতিষ্ঠা করা। এ জাতি হবে শান্তির আলোতে আলোকিত, যা ভূখণ্ডগত এবং জাতি-গোষ্ঠীগতভাবে সমন্বিত এবং যেখানে সকলে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ ও সম-অংশীদার হিসেবে বসবাস করবে। সর্বোপরি, দেশের জন্য সবাই হবে উৎসর্গীকৃত এবং তাঁদের আনুগত্য হবে প্রশ্নাতীত।

২. দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জটি হলো মালয়েশিয়ার জন্য একটি উদার, নিরাপদ এবং উন্নত সমাজ সৃষ্টি করা যার ভিত্তি হবে আত্মবিশ্বাস ও পরস্পরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস। কাঙ্খিত ঐ সমাজ হবে একটি আদর্শ সমাজ যাকে সবাই প্রশংসা করবে তার নিজস্ব গুণাবলীর জন্য। অন্য দেশের মানুষও যেন ঐ সমাজকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

৩. একটি সুস্থ্য গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মালয়েশিয়াকে প্রায়শঃই নানা ধরণের প্রতিবন্ধকতাকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। যত কঠিনই হোক এদেশে একটি জনমুখী এবং মালয়েশিয়ার উপযোগী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। আর ঐ গণতন্ত্র হবে উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য একটি অনুসরণীয় মডেল।

৪. চতুর্থ চ্যালেঞ্জ হলো মালয়েশিয়ায় একটি পরিপূর্ণ নৈতিকতা এবং আদর্শ সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠ করা। এদেশের জনগণ হবে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। মালয়েশিয়ার প্রতিটি মানুষকে হতে হবে একজন আদর্শ মানুষের গুণাবলীতে সমৃদ্ধ।

৫. বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সমাজের প্রতিটি মানুষ যেন তার স্ব স্ব সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ধারণ ও অনুশীলন করতে সক্ষম হয় এমন একটি পরিপক্ক, উদার ও সহনশীল সমাজ গঠন করা মালয়েশিয়ার জনগণের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই এগিয়ে যেতে হবে। সকল কিছুর ঊর্ধ্বে দেশের জনগণ এবং তাদের অবশ্যই মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে যে তারা সবাই মালয়েশিয়ান।

৬. একটি বৈজ্ঞানিক এবং গতিশীল সমাজ গঠন করা মালয়েশিয়ার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কাঙ্খিত সমাজটি হবে উদ্ভাবনী কর্মে একনিষ্ঠ এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। শুধুমাত্র প্রযুক্তির ব্যবহারই নয়, ভবিষ্যত বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত সভ্যতায় মালয়েশিয়ার জনগণ যাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে সেদিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

www.pathagar.com

৭. একটি পরিপূর্ণ যত্নশীল সমাজ এবং সংস্কৃতি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এমন সামাজিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে ব্যক্তির চেয়ে সমাজের তথা সকলের জন্য কল্যাণকর বিষয়াবলী প্রাধান্য পায়। জনকল্যাণমূলক কাজগুলো শুধু দেশ বা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই থাকবে না, পারিবারিক ভিত্তিকে মজবুত করার প্রতিও গুরুত্ব দিতে হবে।

৮. অষ্টম চ্যালেঞ্জটি হলো সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। এ সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের নিশ্চয়তা থাকতে হবে। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারায় সকলের অংশীদারিত্ব অপরিহার্য। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মানদণ্ডে যেন কোনো জাতি বা গোষ্ঠী পরিচিত না হয় সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

৯. সর্বশেষ চ্যালেঞ্জটি হলো একটি সমৃদ্ধশালী সমাজ প্রতিষ্ঠা। সম্পূর্ণভাবে প্রতিযোগিতামূলক, গতিশীল, তেজি এবং সম্ভাবনাময় অর্থনীতির মাধ্যমেই একটি সমৃদ্ধশালী সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

ডা. মাহাথিরের মতে ভিশন-২০২০ এর উদ্দেশ্যগুলোর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মালয়েশিয়া ইতোমধ্যে অনেকটা সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। যে চ্যালেঞ্জগুলোর কথা এখানে বলা হয়েছে তার সম্মিলিত উদ্দেশ্য হচ্ছে মালয়েশিয়াকে একটি অবিচ্ছেদ্য একক জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। মালয়েশিয়ার জনগণ যেন উন্নতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পার্থিব ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রতিই শুধু মনোযোগ না দেয় সে পরামর্শও তিনি দিয়েছেন। আর্থ-সামাজিক ন্যায্যতার সাথে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সামঞ্জস্য রক্ষার প্রতি ডা. মাহাথির যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছেন।

ভিশন-২০২০ অনুযায়ী অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে সমাজ থেকে দরিদ্রতা সম্পূর্ণভাবে দূর করতে হবে। শহরে বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে, যেখানেই যে বসবাস করুক না কেন কেউ যেন দরিদ্রসীমার নিচে না থাকে। ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সবাই যেন সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে নিজেদের দারিদ্রতা দূর করতে পারে সে সুযোগের নিশ্চয়তা দিতে হবে। অনবরত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দরিদ্রসীমার নিচে থাকা মানুষদেরকে উপরে তুলে আনতে হবে।

বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবধান কমানোর উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে, অর্থনৈতিক সংস্কৃতি ও মানবসম্পদ উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হবে এবং

www.pathagar.com

সামাজিক সেবা ও অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিটি গোষ্ঠীকে সম অবস্থানে নিয়ে আসতে হবে। ২০২০ সালের মধ্যে মালয়েশিয়াকে এমন এক অবস্থানে নিয়ে যেতে হবে যেন জন্মগতভাবে কোনো সম্প্রদায়ের লোক অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ বা অগ্রগামী থাকবে না।

মালয়েশিয়াকে ২০২০ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার সবসময়ই কমপক্ষে ১০ শতাংশের উপরে রাখতে হবে। প্রবৃদ্ধির এ হার অব্যাহত থাকলে প্রতি ১০ বছরে দেশের জিডিপি দ্বিগুণ হবে। তবে প্রবৃদ্ধি এ হার অব্যাহত রাখা খুব একটা সহজ কাজ নয়। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮ দশমিক ৬ শতাংশ। ফলে এ সময় দেশে কোনো বেকার সমস্যা ছিল না, দরিদ্রতা সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব হয়েছিল এবং প্রতিটি মানুষের আয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী ১৩ বছর অর্থাৎ ১৯৯৭ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত এ হার প্রতি বছর ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। তবে, এ পর্যন্ত ভিশন-২০২০ যে সফলতা অর্জন করেছে তা শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দিয়ে বিচার করা যাবে না, বরং এর মূল সফলতা হলো ভিশন-২০২০ সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছে একই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে। ২০২০ সালটি মালয়েশিয়ার জনগণের মনে এমনভাবে গেঁথে আছে যা বলার অপেক্ষা রাখে না। তারা সবাই জাতি-ধর্ম-গোষ্ঠী নির্বিশেষে ঐ লক্ষ্য অর্জনের জন্য একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। উন্নয়নের চলমান প্রক্রিয়ায় তাদের নিরলস পরিশ্রমই তা প্রমাণ করে।

www.pathagar.com

মাহাথিরের সাহিত্যকর্ম

ডা. মাহাথির শুধু একজন সফল রাজনীতিকই ছিলেন না, সাহিত্যকর্মেও তাঁর সফলতা প্রশংসনীয়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বই ছাড়াও তিনি বেশ কিছু কবিতা লিখেছেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই বই পড়ার প্রতি তাঁর যে প্রচণ্ড নেশা লক্ষ্য করা যায়, তেমনি লেখালেখির প্রতিও তাঁর তীব্র আগ্রহ ছিল। ছোটবেলায় যখন যা কিছু ভাবতেন তাই লিখে রাখতে চেষ্টা করতেন। হাইস্কুলের ম্যাগাজিন সম্পাদনা ছাড়াও কলেজে পড়াশোনার সময় বিভিন্ন সংবাদপত্রে এবং ম্যাগাজিনে তাঁর অনেক লেখা ছাপা হয়েছে। এমনকি সিংগাপুরে চিকিৎসাশাস্ত্রের মতো কঠিন বিষয় নিয়ে পড়াশোনাকালীন 'The Caudron' নামক একটি ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেছিলেন।

ডা. মাহাথির ইংরেজি এবং মালয় উভয় ভাষায় অনেকগুলো বই লিখেছেন। এখনো তাঁকে লেখালেখির কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। তাঁর অধিকাংশ বইয়ের বিষয়বস্তু সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে। তবে তিনি তাঁর লেখার বিষয়বস্তুকে শুধু মালয়েশিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাঁর লেখায় স্থান পেয়েছে এ অঞ্চলের এমন কি এশিয়ার অন্যান্য দেশের সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো। এছাড়া বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতি বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বকেও তিনি টেনে এনেছেন তাঁর অনেক লেখায়।

১৯৭০ সালে তাঁর প্রথম বই 'The Malay Dilema' প্রকাশিত হয়। বইটি ইংরেজি ও মালয় ভাষায় লেখা। বইটিতে উনিশ শ' ষাট শতকের মালয়দের অবস্থা বিশেষ করে মালয়রা কেন অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর সে কথা তুলে ধরা ছাড়াও ঐ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনার উল্লেখ

লেখক মাহাথির

www.pathagar.com

রয়েছে। ১৯৬৯ সালের ১৩ মে কুয়ালালামপুরে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় তার কারণসমূহও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে তিনি ঐ বইটিতে তাঁর মতামত প্রকাশ করায় তদানীন্তন মালয়েশিয়ান সরকার বইটির প্রকাশনা এবং বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। দীর্ঘ দিন পর, মাহাথির প্রধানমন্ত্রী হলে বইটি পুনরায় আলোর মুখ দেখে। বর্তমানে বইটি মালয়েশিয়ার প্রায় সব বইয়ের দোকানেই পাওয়া যায়।

তাঁর অন্যান্য বইগুলোর মধ্যে The Challenge, A New Deal for Asia, The Voice of Asia, Globalisation & the New Realities, Reflections on Asia, The Way Forward, Malays Forget Easily, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ডা. মাহাথির বেশ কিছু কবিতা লিখেছেন। অত্যন্ত সাবলীল মালয় ভাষায় লেখা তাঁর এ কবিতাগুলোর অধিকাংশই দেশকে নিয়ে। কবিতাগুলোতে দেশের প্রতি তাঁর যে গভীর ভালোবাসা তাই ফুটে উঠেছে।

www.pathagar.com

প্রাচ্যমুখী নীতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে জাপানি সৈন্যরা ব্রিটিশদের থেকে মালয়েশিয়া দখল করে নেয়। প্রায় তিন বছর যুদ্ধ শেষে মালয়েশিয়া আবার ব্রিটিশের হাতে চলে আসে। জাপানিদের দখলে থাকা তিন বছরের অপশাসনের কথা এখনো মালয়েশিয়ার জনগণ বিশেষ করে যারা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তারা কিছুতেই ভুলতে পারেনি। ঐ অল্প সময়ে জাপানি সৈন্যরা লুট-তরাজ, ধর্ষণ, জাপানি ভাষায় কথা বলা ও শিক্ষার মাধ্যম প্রচলনসহ অনেক কিছুই করেছিল। মালয়েশিয়ার বর্তমান উন্নতির জন্য যদিও জাপানের যথেষ্ট অবদান রয়েছে, কিন্তু জাপানি দখলের প্রসঙ্গ এলেই তাদের ভেতরকার সেই চাপা ক্ষোভের নীরব প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

ডা. মাহাথির ১৯৬১ সালে প্রথমবার জাপান সফর করেন। ঐ সময় জাপানে সপ্তাহ খানেকের বেশি অবস্থানকালে তিনি খুব কাছ থেকে জাপানের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করেন। জাপান তখন ১৯৬৪ সালের অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সূর্যোদয়ের দেশটি তখন তেমন একটা উন্নত ছিল না। তবে দেশটির সর্বত্রই উন্নয়নের ঝড় বইতে শুরু করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তুপ থেকে উঠে আসার জন্য জাপান তখন ব্যস্ত। দেশের অর্থনীতিকে মজবুত ভিত্তিতে দাঁড় করানোর জন্য অবকাঠামোসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির বাস্তবায়ন ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এক ঈর্ষণীয় উন্নয়ন ধারা জাপানকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল উন্নত বিশ্ব সমাজের কাতারে। শুধু এশিয়ার দেশগুলোর নয় পৃথিবীর অনেক দেশের দৃষ্টিই তখন জাপানের দিকে নিবিষ্ট।

জাপানের অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সাফল্য এ অঞ্চলের অনেক দেশকেই তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করে। পরবর্তীতে জাপানকে মডেল ধরে ঐসব দেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক সাফল্য অর্জনেও সক্ষম হয়। জাপানের অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে কাজ করেছে সে দেশের শিক্ষা ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রের অগ্রগতি। দৃঢ় সংকল্প ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে জাপানিরা প্রমাণ করেছে যে এশিয়ার একটি দেশ হয়েও তারা বিশ্বমানের অনেক কিছুই তৈরি করতে পারে। জাপানের এ উন্নতি এশিয়ার অন্যান্য দেশের মানুষকে উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে মানসিক শক্তির জোগান দেয়।

ডা. মাহাথির মোহামদ ১৯৮১ সালের ১৬ জুলাই তারিখে মালয়েশিয়ার চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মালয় ও অন্যান্য গোষ্ঠির জনগণের

www.pathagar.com

মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবধান কমানোর জন্য প্রণীত নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালাটি এরই মধ্যে ১১ বছর পার করেছে। কিন্তু আশানুরূপ তেমন কোনো উন্নয়ন বয়ে আনতে পারেনি নীতিমালাটি। মাহাথিরের কাছে মনে হলো মালয়েশিয়াকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করতে হলে ঐ অর্থনৈতিক নীতিমালাই পর্যাপ্ত নয়, এর জন্য এমন আরো কিছুর প্রয়োজন রয়েছে যা মালয়েশিয়াতে নেই। তিনি আশেপাশের দেশসহ পৃথিবীর উন্নত ও দ্রুত উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। কয়েকটি দেশকে বাছাই করে সেসব দেশের কাছ থেকে তাদের প্রযুক্তিগত এবং গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার জন্য সাহায্য চাইলেন যাতে মালয়েশিয়ার জনগণের কর্মপদ্ধতির উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক দক্ষতা বাড়ানো যায়। তিনি সরকারের পক্ষ থেকে জনগণকে আহ্বান জানালেন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনে যে কোনো দেশকে অনুসরণ করার জন্য।

মালয়েশিয়ার জনগণকে এজন্য খুব একটা বেশি দূরে যেতে হলো না। জাপান আর দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়ন বার্তা তখন সমগ্র বিশ্বে পৌঁছে গেছে। ডা. মাহাথির আর সময় নষ্ট করতে চাইলেন না। মন্ত্রীসভায় ব্যাপক আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। ১৯৮১ সালের শেষ দিকে মালয়েশিয়া সরকার প্রাচ্যমুখী নীতি (Look East Policy) গ্রহণ করলো। এ নীতির গুরুত্বপূর্ণ দিকটি ছিল জাপানের বাণিজ্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত অভিজ্ঞতা অর্জন করা এবং সেই লব্দ জ্ঞান মালয়েশিয়ায় প্রয়োগ করা। তবে প্রয়োগের সময় মালয়েশিয়ার অতি সংবেদনশীল কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং জাতিগোষ্ঠীর অবস্থানকে অবশ্যই বিবেচনা করার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়। কারণ এসব ক্ষেত্রে জাপান আর মালয়েশিয়ার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এছাড়া, জাপানের কৌশল মালয়েশিয়ায় অবিকল প্রয়োগ করা নানা কারণেই সম্ভব হতো না। অবশ্য মালয়েশিয়ার সরকার একথাও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছে যে প্রাচ্যনীতি গ্রহণ করা মানে এ নয় যে তারা পশ্চিমের ভালো এবং গ্রহণীয় দিকগুলোকে উপেক্ষা করছে। মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে দেশের উন্নয়নের জন্য তারা অন্যান্য দেশের অনেক ভালো জিনিসই গ্রহণ করেছে। তবে, প্রয়োগের সময় তারা মালয়েশিয়ার উপযোগি করেই সেসব প্রয়োগ করেছে।

ডা. মাহাথিরের প্রাচ্যমুখী নীতি মালয়েশিয়াকে আধুনিকীকরণের জন্য নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ছিল। ঐতিহাসিক কারণেও জাপানের প্রতি মালয়েশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মাহাথির এ চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করে অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ যখন পাশ্চাত্যের

www.pathagar.com

আকাশছোঁয়া উন্নয়ন দেখে সেদিকে ধাবমান সেসময় মাহাথিরের প্রাচ্যমুখীতা অবশ্যই তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা এবং যোগ্য নেতৃত্বই প্রমাণ করেছে। ডা. মাহাথির মনে করতেন শুধু পশ্চিমের উন্নত বিশ্বের দিকে না তাকিয়ে থেকে ঘরের কাছাকাছি পূর্ব দিকের উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকানো উচিত। সেখান থেকে গ্রহণ করার মতো অনেক কিছুই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। শুধু গ্রহণ করতে হবে এবং প্রয়োগ করতে হবে নিজেদের মতো করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানের উন্নতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি ডা. মাহাথিরের মনে দাগ কেটেছিল তা হলো জাপানিদের কাজ করার নৈতিক দিকটি যা পশ্চিমা দেশগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। মাহাথির অনুধাবন করেছিলেন যে একমাত্র জাপানিদের কাজ করার নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমেই মালয়েশিয়ার জনগণকে কঠোর পরিশ্রমী ও উচ্চাকাঙ্খী করে গড়ে তোলা সম্ভব। এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তির সাথে মালয়েশিয়ার জনবলকে পরিচিত করে সেগুলোকে যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষেত্রকে যুগোপযোগী ও সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। বিশ্ববাজারে মালয়েশিয়ায় উৎপাদিত দ্রব্যাদিকে প্রতিযোগিতামূলক ও আকর্ষণীয় করতে হলে জাপানের নীতিমালাকে পুঁজি করে অগ্রসর হতে হবে।

প্রাচ্যমুখী নীতির মূল লক্ষ্য ছিল জাপান ও কোরিয়ার কর্মধারা এবং সফল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে মালয়েশিয়ায় তা প্রয়োগ করা। মাহাথির লক্ষ্য করে দেখলেন জাপান ও কোরিয়ার মানুষ যে রকম কঠোর পরিশ্রমী মালয়েশিয়ার মানুষ তেমন পরিশ্রমী নন। অতএব, মালয়েশিয়ার জনগণকে কঠোর পরিশ্রমী করে তুলতে হবে। যে কর্মদক্ষতার অভাব তাদের রয়েছে অবিরাম পরিশ্রমের মাধ্যমে একদিন তারা অবশ্যই দক্ষ হয়ে উঠবে। সরকারের পক্ষ থেকে কাঠামোগত সমর্থন এবং আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের নিশ্চয়তা পেলে মালয়েশিয়ার জনগণ নিজেদেরকে দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে। এছাড়া সফল ব্যবস্থাপনা কৌশল চর্চার মাধ্যমে তারা যেমন চলমান কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, তেমনি প্রয়োজনানুযায়ী নতুন নতুন কৌশলের উদ্ভব ঘটাতে সক্ষম হবে। এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

জাপানিদের কাজ করার নৈতিক চরিত্রটি সে দেশের অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সাফল্যের মূলভিত্তি। জাপানিদের এ চরিত্রটি অনুসরণীয়। পৃথিবীর যে কোনো দেশের মানুষই তা নিজেদের মতো করে প্রয়োগ করে সুফল পেতে পারে। ডা. মাহাথিরের আত্মবিশ্বাস ছিল যে জাপানিদের অনুসরণ করে মালয়েশিয়ার মানুষও তাদের কাজ করার নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন ঘটাবে এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। তাই তিনি

www.pathagar.com

প্রাচ্যমুখী নীতি গ্রহণের সাথে সাথে তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তবে প্রয়োগের আগে এর কোনো পদ্ধতিই যাতে মালয়েশিয়ার সমাজ আর রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না করে সেদিক লক্ষ্য রেখে তা ঢেলে সাজিয়ে নেন।

প্রাচ্যমুখী নীতি মালয়েশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য তথা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক নতুন ধারা এবং উদ্যোগের সৃষ্টি করে। জনগণ যখন দেখলো তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সামাজিক অবস্থা দিনে দিনে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন তাদের মধ্যে কঠোর পরিশ্রম করার প্রতি প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করা গেল। তাদের এ আগ্রহ দেখে মাহাথিরও অনুপ্রাণিত হলেন এবং তাদের নতুন নতুন উদ্যোগের প্রতি অব্যাহত সমর্থন জানাতে লাগলেন। মাহাথিরের অকুণ্ঠ সমর্থন ও নির্দেশনা এ দেশের জনগণকে আরো পরিশ্রমী হতে সাহস জোগালো। মালয়েশিয়া পারে (*Malaysia Boleh*) একটি শ্লোগানে পরিণত হলো। তবে উৎপাদনের জন্য কঠোর পরিশ্রমই সবকিছু নয়। উৎপাদিত দ্রব্যাদির মান এবং নির্দিষ্ট সময়ে তা সরবরাহ নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখার জন্য মাহাথির সকলকে উপদেশ দেন। রাষ্ট্রীয়ভাবেও তিনি বিষয়টি সার্বক্ষণিক তদারকির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

জাপানের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান গণতান্ত্রিক চিত্র অর্থাৎ সর্বোচ্চ পদ থেকে সর্বনিম্ন পদধারী ব্যক্তি পর্যন্ত সবার মধ্যে যে কর্ম-সম্পর্ক তা দেখে ডা. মাহাথির অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। মূলত পদ মর্যাদা নিয়ে জাপানিরা খুব একটা মাথা ঘামায় না। জাপানের বড় বড় কোম্পানিগুলোতে কর্মকর্তা ও শ্রমিকের মধ্যে মর্যাদার কোনো পার্থক্যকে খুব একটা গুরুত্ব দেয়া হয়না। কোনো কারখানায় গেলে দেখা যায় সবাই একই ইউনিফরম পরে কাজ করছে। নির্বাহীদেরকে তাদের অফিসের চেয়ে শ্রমিকরা যেখানে কাজ করে সেখানেই বেশি সময় ব্যস্ত দেখা যায়। এছাড়া কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে সকলের সাথে বিষয়টি আলোচনা করে নেয়া হয়। সিদ্ধান্তের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে প্রতিটি কর্মী তার কাজের প্রতি থাকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ফলে পুরো প্রতিষ্ঠানটিতে একটা সুন্দর কর্ম-পরিবেশ বিরাজ করে। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকে যেমন থাকে বিশ্বস্ত তেমনি প্রতিষ্ঠানটিতে থাকে স্থিতিশীলতা। মালিকরা যেমন কর্মচারিদের ভালো-মন্দের দেখভাল করেন তেমনি কর্মচারিরাও থাকে মালিকদের প্রতি খুবই অনুগত। এ প্রক্রিয়ায় একদিকে যেমন তাদের মনোবল বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে দেশের উৎপাদনও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ে। ডা. মাহাথির এসব দিক গভীর মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করেন। যদিও তিনি জানতেন যে মালয়েশিয়ার জনগণ জাপানিদের মতো কাজকর্মের এ নৈতিকতা পুরোপুরি পালন করতে

www.pathagar.com

সক্ষম হবে না। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন ভালোভাবে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে পারলে একদিন তারা অনেকটাই অর্জন করতে পারবে।

জাপানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান ব্যাখ্যা করে অনেকেই মাহাথিরের সাথে একমত হলেন না। কিন্তু মাহাথির তাদের কথায় কর্ণপাত করেননি। তিনি প্রাচ্যমুখী নীতিকে বাস্তবায়িত করেছেন এবং মালয়েশিয়ার অর্থনীতিকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

প্রাচ্যমুখী নীতি গ্রহণের সময় ডা. মাহাথির লক্ষ্য করেন যে জাপানের কর্মনীতিতে উৎপাদিত পণ্যের মানই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। বরং প্রাকৃতিক সম্পদ বিহীন জাপান কিভাবে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টিতে সফল হয়েছে সেটাও দেখবার বিষয়। মালয়েশিয়ার রয়েছে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অঢেল আবাদযোগ্য জমি। জাপানের কর্মধারাকে সঠিক পথে প্রবাহিত করতে পারলে মালয়েশিয়াকে একটি শক্তিশালী উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিণত করা তেমন কঠিন হবে না বলে মাহাথিরের মনে হয়েছে। সেই আত্মবিশ্বাস ডা. মাহাথিরকে মালয়েশিয়ায় প্রাচ্যমুখী নীতি বাস্তবায়নে সাহসী করে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে জাপানিদের আরো যে দিকটি মাহাথিরকে আকৃষ্ট করেছিল তা হলো আন্তর্জাতিক বাজারে তাদের পণ্যের বাজারজাতকরণের কৌশল। পণ্যের মান যতই উন্নত হোক না কেন তা যথাযথভাবে বিশ্ব বাজারে প্রবেশ করানো না গেলে সব উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই এ বিষয়ে মালয়েশিয়ার ব্যবসায়ীদেরকে দক্ষতা অর্জন করানোর জন্য মাহাথির ব্যবসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য জাপানের সহযোগিতা নেন। এছাড়াও ডা. মাহাথির জাপানের সফলতার মূলে যেসব চালিকা শক্তি কাজ করছিল তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং মালয়েশিয়ায় তা প্রয়োগের উপায় নিয়ে ভাবেন। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি মালয়েশিয়ানদেরকে উদ্দীপ্ত করার জন্য 'জাপান একত্রিভূত (Japan Incorporated)' ধারণাটি গ্রহণ করলেন।

মাহাথির জাপানের বিভিন্ন কোম্পানির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই বেশ প্রতিযোগিতার মনোভাব লক্ষ্য করলেন– সেটা যার যার পণ্যের বাজারজাতকরণের জন্য হোক বা কোনো কার্যাদেশ প্রাপ্তির প্রতিযোগিতায় হোক। এমনকি অনেক সময় তারা জাপান সরকারের নীতি বা নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর সমালোচনা করতেও দ্বিধাবোধ করেনা। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা জাপান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও সঠিক নির্দেশনা পেয়ে থাকে। সরকার তাদের সার্বিক নিরাপত্তার ও সুরক্ষার দায়িত্বও গ্রহণ করে থাকে। বিদেশি পণ্যসামগ্রী যাতে জাপানের বাজারে সহজে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য স্থানীয় নিয়মকানুন পদ্ধতিকে বেশ জটিল করে রেখেছে জাপান

www.pathagar.com

সরকার। এছাড়া, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন খাতের মধ্যে বিদ্যমান সুসম্পর্ক জাপানি কোম্পানিগুলোর নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্য করার ভিত্তিকে মজবুত করেছে। তাই 'জাপান একত্রিভূত' ধারণাটি মালয়েশিয়ার পরিকল্পনাবিদদেরকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে।

মালয়েশিয়ায় সরকারি এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে পূর্বে তেমন একটা ভালো সম্পর্ক বিরাজমান ছিল না। ব্যবসায়ীদেরকে সব সময়ই সরকারের প্রতিপক্ষ মনে করা হতো। সরকারের ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত নিয়মকানুন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবসায়ীদের অনুকূলে ছিল না। নিয়মকানুনের জটিলতায় দেশের পণ্য উৎপাদনকারীরা তাদের উৎসাহ হারিয়ে ফেলতো। সরকারের লাল ফিতার আবর্তে ব্যবসায়ীরা অহরহ নাকানিচুবানি খেতো। সরকারি দপ্তরে কোনো কাজের জন্য গেলে অর্থের বিনিময় ছাড়া তা করানোর উপায় ছিল না। বলতে গেলে উৎকোচ ছাড়া কোনো প্রকারের সহযোগিতাই পাওয়া সম্ভব হতো না। দু'পক্ষের মধ্যে সৃষ্ট অবিশ্বাসের কারণে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কোনো গতি আনা ছিল না। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ডা. মাহাথির কালবিলম্ব না করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারিদের উদ্দেশ্যে মাহাথির প্রায়শঃই বলতেন "আপনাদের বেতন তো আসে বেসরকারি খাত থেকে অর্থাৎ তাঁদের দেয়া কর থেকে। তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করার অর্থ আপনারা আপনাদেরকেই সাহায্য করছেন।" প্রাচ্যমুখী নীতি গ্রহণের ফলে সেই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে বদলে গেল। তখন থেকেই সরকারি চাকুরে আর ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে আন্তরিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে তা মালয়েশিয়াকে উন্নতির নতুন দিগন্তে নিয়ে যাচ্ছে। প্রাচ্যমুখী নীতি গ্রহণ না করলে মালয়েশিয়ার এ অবাক করা উন্নয়ন কখনো সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ।

প্রাচ্যমুখী নীতির সফলতা প্রাচ্যমুখী নীতির সফল ফসল আজকের মালয়েশিয়া। ১৯৮০ এবং ১৯৯০, এ দু'দশক মালয়েশিয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল তার মূলে ছিল প্রাচ্যমুখী নীতি। সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রণীত পরিকল্পনার ফলাফল ছিল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। কিভাবে এটা সম্ভব হয়েছিল তা বর্ণনা করতে গিয়ে ডা. মাহাথির বলেন যে সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ে নির্বাচিত লোকদেরকে জাপানে পাঠানো হয়েছিল শিক্ষালাভের জন্য। তারা সেখানে গিয়ে মনোযোগের সাথে জাপানের ব্যবস্থাপনা কৌশল পর্যবেক্ষণ করে এবং তা রপ্ত করে দেশে ফিরে এসে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করে। মালয়েশিয়া অচিরেই এর সুফল পেতে শুরু করে। এছাড়া জাপানের উৎপাদন পদ্ধতি এবং কর্মস্থানের কাঠামো মালয়েশিয়ায় প্রয়োগ করেও আমূল পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছিল। চারিদিকে উন্নয়নের সুবাতাস দেশের মানুষকে আরো

www.pathagar.com

পরিশ্রমী হতে অনুপ্রাণিত করলো, দেশের সার্বিক চেহারায় উন্নতির লক্ষণ ফুটে উঠলো। এভাবেই 'জাপান একত্রিভূত' ধারণাটি 'মালয়েশিয়া একত্রিভূত'-তে পরিস্ফুটিত হলো। মাহাথিরের মতে– এ ধারণাটির সম্পর্কে হয়তো অনেকেই তেমন একটা অবগত নন, কিন্তু মালয়েশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে এ ধারণাটি আজো মিশে আছে।

ডা. মাহাথির সবসময়ই জাপানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে চেষ্টা করেছেন যদিও দু'দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিস্তর ব্যবধান ছিল। তিনি মনে করতেন জাপান থেকে মালয়েশিয়ার অনেক কিছু শেখার আছে, গ্রহণ করার আছে। দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক যতই উষ্ণ রাখা যাবে, মালয়েশিয়ার জন্য তা হবে ততই লাভজনক। মালয়েশিয়ার প্রতি জাপান সবসময়ই তার সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণে থেকেছে অত্যন্ত উদার। এখানে আরো উল্লেখ্য যে জাপান কোনো সময়ই মালয়েশিয়ার নিজস্ব অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান প্রায় তিন বছর মালয়েশিয়া দখলে রেখেছিল। সে সময়ের ইতিহাসকে ভুলে গিয়ে মালয়েশিয়ার জনগণ জাপানের বিভিন্ন কোম্পানিকে এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ করতে স্বাগত জানায়। জাপানের বিভিন্ন কোম্পানি মালয়েশিয়া আসে এবং এদেশের নিয়ম-নীতি মেনেই তারা চলে আসছে।

মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং প্রাচ্যমুখী নীতি প্রণয়নের সেই সময়ের কথা স্মরণ করে ডা. মাহাথির এখনো জাপানের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আলোচনাকালে তিনি জাপানের অকৃত্রিম সহযোগিতার কথা অনেককেই বলেন। তাঁর মতে মালয়েশিয়া যখন একেবারেই একটি দরিদ্র দেশ ছিল এবং এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো তখন জাপানিরা পুঁজি বিনিয়োগ করে এ দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি করে দেয়। জাপানি বিনিয়োগের ফলশ্রুতিতেই মালয়েশিয়া সমৃদ্ধির পথ খুঁজে পায়, মালয়েশিয়ার জনগণের জীবনযাত্রার মানে ব্যাপক উন্নতি ঘটে। এ বিনিয়োগে অবশ্যই জাপানেরও স্বার্থ নিহিত ছিল। কারণ জাপানের চেয়ে মালয়েশিয়ায় উৎপাদন করায় ঐসব পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে সহজেই প্রতিযোগিতা করতে পারতো। যেসব পন্য জাপানে উৎপাদন অলাভজনক ছিল, মালয়েশিয়ায় তা লাভজনক উৎপাদনে পরিণত হলো। মালয়েশিয়া হলো তাদের পণ্য রপ্তানির কেন্দ্র।

www.pathagar.com

বাণিজ্য ক্ষেত্রের উন্নয়ন

উপ-প্রধানমন্ত্রী ডা. মাহাথির জানুয়ারি ১৯৭৮ থেকে জুলাই ১৯৮১ পর্যন্ত শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। শুধু ঐ সময়ই নয়, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরও তিনি মালয়েশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন উপ-প্রধানমন্ত্রী বলতে গেলে তিনি মালয়েশিয়ার জন্য একটি বাণিজ্য বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করে গেছেন। ইতঃপূর্বে গৃহীত ফেডারেল ভূমি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (Federal Land Development Authority, FELDA) -এর সকল পরিকল্পনার বাস্তবায়ন তিনি অব্যাহত রাখেন। এ প্রকল্পটি মূলতঃ কৃষকদের কল্যাণে নেয়া হয়েছিল যাতে তারা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে। ক্ষুদ্র কৃষক বা জমির মালিক এ প্রকল্পের আওতায় কয়েকজন মিলে দল গঠনের মাধ্যমে সবার জমি একত্রে চাষাবাদ করে উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ গ্রহণ করে।

ডা. মাহাথির পৃথিবীর যেখানেই গেছেন সেখানেই তিনি মালয়েশিয়ার পণ্যকে বিদেশের বাজারে প্রবেশ করানোর এবং মালয়েশিয়ায় বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালাতেন। এজন্য তাঁকে রাষ্ট্রের এক নম্বর সেলসম্যান হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। ১৯৮৭ সালের মার্চে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম আসিয়ান অর্থনৈতিক কংগ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দ্রুত গতি সম্পন্ন আধুনিক বিশ্ব অর্থনীতির সাথে মালয়েশিয়ানদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানান। তাঁর মতে বর্তমান অবস্থান ধরে রাখলেই হবে না, উৎপাদন আরো বাড়াতে হবে তবেই দেশের উন্নয়ন হবে। আর তা না হলে মালয়েশিয়া পশ্চাদেই পড়ে থাকবে।

ডা. মাহাথির ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান মালয়েশিয়ান বিজিনেস কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন। বহির্বিশ্বে মালয়েশিয়ার বাণিজ্যের উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের জন্য ১৯৯৩ সালে তিনি গঠন করেন Malaysian External Trade Development Corporation (MATRADE) নামের প্রতিষ্ঠানটি। এছাড়া, শিল্প ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য ১৯৯৬ সালে দ্বিতীয় শিল্পনীতি বাস্তবায়ন করা হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগের উপর ডা. মাহাথির সব সময়ই গুরুত্ব দিতেন। তিনি জানতেন অনাগত ভবিষ্যত হবে

www.pathagar.com

আধুনিক প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল অর্থনীতি। তাই তিনি ব্যবসায়ীদেরকে এ বিষয়ে গভীর মনোযোগ দেয়ার অনুরোধ জানান। তাঁর এ ভূমিকার জন্য ১৯৯৪ সালে তাকে Malaysian Invention and Design Society -এর সদস্য করা হয়। এছাড়া, ১৯৯৮ সালে তিনি জাতীয় তথ্য প্রযুক্তি কাউন্সিলের চেয়ারম্যানও ছিলেন।

ডা. মাহাথিরের যোগ্য নেতৃত্বে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নিজস্ব কাঁচামালের উপর নির্ভর করে মালয়েশিয়া বিশ্বমানের পণ্য রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়। বিশ্ববাজারে মালয়েশিয়ার পণ্য মানগত কারণে একটি সম্মানজনক অবস্থান করে নেয়ার মাধ্যমে প্রমাণ করেছে যে মালয়েশিয়া পারে (*Malaysia Boleh*)।

ডা. মাহাথির লক্ষ্য করে দেখলেন যে মালয়েশিয়ার ব্যবসায়ীরা দেশের ভেতর ব্যবসা-বাণিজ্য করতে যতটা স্বচ্ছন্দ বোধ করে ঠিক ততটা অস্বচ্ছন্দ বোধ করে অন্য দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে। তাই তিনি মালয়েশিয়ার ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের আহ্বান জানালেন। তিনি সবসময়ই মালয়েশিয়ানদেরকে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য প্রনোদিত করতেন। তাঁর অবিরাম প্রচেষ্টার ফলে মালয়েশিয়ানরা বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্যে অনাগ্রহী মালয় জনগোষ্ঠী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সফল ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে। তারা শুধু মালয়েশিয়াতেই নয় অন্যান্য দেশেও বিনিয়োগে এগিয়ে যায়। সেদিন মালয়েশিয়ানদের মধ্যে এক্ষেত্রে যে আত্মবিশ্বাসের জন্ম নিয়েছিল তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল ডা. মাহাথিরের নিরলস প্রচেষ্টা আর বিরামহীন অনুপ্রেরণার ইট-পাথরে।

বিদেশী বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য ডা. মাহাথির তাঁর পূর্বসুরীদের নেয়া নীতির ধারাবাহিকতায় তা আরো আকর্ষণীয় করে তোলেন। বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ বিদ্যমান থাকায় মালয়েশিয়ায় বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ দিন দিন বাড়তে থাকে। আর এ কারণে দেশে দ্রুত গতিতে যেমন শিল্পায়ন ঘটে, তেমনি ঘটে দেশের সার্বিক উন্নয়ন। যে দেশে এক সময় টিন আর রাবার ছাড়া অন্যকিছুই উৎপন্ন বা রপ্তানি হতো না, সে দেশ আজ কত কিছু উৎপাদন করছে। মালয়েশিয়ার তৈরি মোটর গাড়ি কত দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

www.pathagar.com

যে অবকাঠামো মাহাথিরকে মনে করিয়ে দেয়

দূরদর্শী ডা. মাহাথির বুঝেছিলেন সমগ্র মালয়েশিয়ার অবকাঠামোকে বিশ্বমানে উন্নীত না করতে পারলে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানকে উন্নত বিশ্বের সম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যে তিনি একের পর এক প্রকল্প হাতে নেন। তাঁর মতের সাথে অনেকেই একমত পোষণ করেননি। কিন্তু সবকিছু উপেক্ষা করে তিনি এগিয়ে গেছেন। তিনি দেশের ও জনগণের জন্য যা কিছু মঙ্গলজনক তা বাস্তবায়নে বিন্দুমাত্র পিছপা হননি। তাঁর গৃহীত পদক্ষেপের ফল এখন মালয়েশিয়ার মানুষ ভোগ করছে, সেসবের জন্য গৌরব বোধ করছে। আজ মালয়েশিয়ার যেখানেই আমরা যাই না কেন ওগুলো দেখে বারবার ডা. মাহাথিরকেই মনে পড়ে। মাহাথির আর মালয়েশিয়া যেন এক সূত্রে গাঁথা হয়ে আছে। এখানে তাঁর সেসব প্রকল্পের কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

পেনাং সেতু

মালয়েশিয়ার মূল ভূখণ্ড থেকে পেনাং যেতে-আসতে ফেরিই ছিল পারাপারের একমাত্র মাধ্যম। কর্ম উপলক্ষে প্রত্যেহ পেনাং যাওয়া-আসার বিড়ম্বনাতো ছিলই, পূজা-পার্বণে মানুষের কষ্টের আর সীমা ছিল না। ডা. মাহাথিরের নিজের স্টেট কেদাহ থেকে পেনাং খুব একটা দূরে নয়। মানুষের এ দুর্ভোগ তাঁর অজানা ছিল না। তাই প্রধানমন্ত্রী হয়েই তিনি সেতুটি নির্মাণের প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং ১৯৮৫ সালে তিনিই সেতুটি যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন। সাড়ে তেরো কিলোমিটার দীর্ঘ পেনাং সেতু পেনাং দ্বীপকে মালয়েশিয়ার মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত করেছে। ৮০০ মিলিয়ন রিংগিত ব্যয় করে পাঁচ বছরে সেতুটি নির্মাণের কাজ শেষ হয়। সেতুটি নির্মাণের মাধ্যমে মালয়েশিয়া এশিয়ার দীর্ঘতম সেতুর অধিকারী হওয়ার গৌরব অর্জন করে। সেতুটির চোখ জুড়ানো স্থাপত্যকর্মের প্রশংসা না করে পারা যায় না।

কুয়ালালামপুর সিটি সেন্টার (কেএলসিসি)

একসময় একটি নয়নাভিরাম সিটি সেন্টার তৈরি করার স্বপ্ন দেখতেন ডা. মাহাথির। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি রাজধানী কুয়ালালামপুর শহরকে বেছে

www.pathagar.com

নিলেন। শহর পরিকল্পনাবিদদের ডেকে তাঁর এ পরিকল্পনার কথা বললেন। একটি প্রকল্প তৈরি করে ডা. মাহাথিরকে দেয়া হলো এবং তিনি প্রকল্পটিতে অনুমোদন দিলেন। ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকল্পটির নির্মাণ শেষ হয়। এভাবেই বাস্তবায়িত হলো মাহাথিরের স্বপ্নের কুয়ালালামপুর সিটি সেন্টার সংক্ষেপে যাকে সবাই কেএলসিসি নামেই চেনে।

এ প্রকল্পটিকে রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্রে অন্যতম বৃহৎ প্রকল্প হিসেবে গণ্য করা হয়। কুয়ালালামপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রায় একশ একর জমিতে প্রকল্পটির অবস্থান। বলতে গেলে কেএলসিসি শহরের মধ্যে আরেকটি শহর। হরেক রকমের দ্রব্যাদিতে সাঁজানো দোকান এবং বেশ কিছু অফিস ও খাবারের দোকান ছাড়াও এখানে রয়েছে সুন্দর একটি পার্ক। তাছাড়া আশেপাশেই রয়েছে অসংখ্য হোটেল, বাসাবাড়ি আর চিত্তবিনোদনের জন্য নানারকম ব্যবস্থা। স্থানীয় লোকজন ছাড়াও এখানে প্রতিদিনই ভীড় জমায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসা অগনিত পর্যটক।

কুয়ালালামপুর টাওয়ার

ডা. মাহাথিরের অনুপ্রেরণায় নির্মিত কুয়ালালামপুর শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপত্যশিল্পের অন্যতম নিদর্শন কুয়ালালামপুর টাওয়ারটি অবস্থিত। ১৯৯১ সালে শুরু করে তিন ধাপে চার বছরে এটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়। ডা. মাহাথির ১৯৯৬ সালের পহেলা অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে টাওয়ারটির উদ্বোধন করেন।

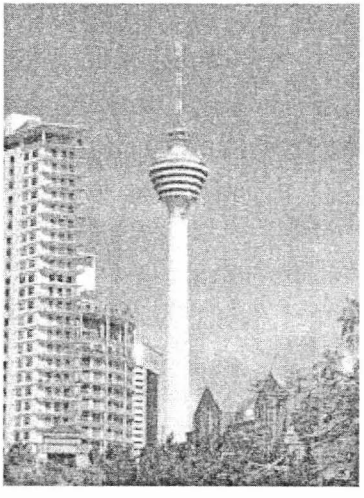

টেলিভিশন এবং সেলুলোর টেলিফোনের ট্রান্সমিশন কেন্দ্র হিসেবে টাওয়ারটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ৪২১ মিটার উচ্চতার এ টাওয়ারটি পৃথিবীর চতুর্থ উচ্চতম টেলিকমিউনিকেশন টাওয়ার। এর কাঠামো এতোই মজবুত যে ১৪৪.৫ কিলোমিটার বেগে ঝড় হলেও কোনো ক্ষতি হবে না। টাওয়ারটির আরেকটি আকর্ষণ এর ঘুর্ণায়মান রেস্টুরেন্ট। যেহেতু ঐ রেস্টুরেন্টে বসে খাবার খাওয়ার পাশাপাশি শহরটাকেও উপর থেকে দেখা যায় তাই দেশ-বিদেশের অনেকেই এখানে আসে।

www.pathagar.com

উত্তর-দক্ষিণ হাইওয়ে

ডা. মাহাথির যখন প্রধানমন্ত্রী হন তখনো মালয়েশিয়ার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন একটা উন্নত ছিল না। যেসব রাস্তাঘাট ছিল সেগুলোর অধিকাংশই ছিল সাগরের পাড় ঘেসে, সরু আর আঁকাবাঁকা। কিছু ছোট আকারের হাইওয়ে ছিল যা যাতায়াতের জন্য খুব একটা উপভোগ্য ছিল না। রাজধানীর সাথে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরাসরি যোগাযোগ না থাকায় কোনো উৎসব উপলক্ষ্যে যখন হাজার হাজার মানুষ তাদের গ্রামের বাড়ির দিকে ছুটতো তখন অসম্ভব ভীড় হতো। ফলে লোকজনের অনেক দূর্ভোগ পোহাতে হতো, সময় ক্ষেপণ হতো। মানুষের এ বিরম্বনার কথা চিন্তা করে ডা. মাহাথির দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে উত্তরাঞ্চলের সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি কার্যকর হাইওয়ে নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

৭৭২ কিলোমিটার দীর্ঘ এ হাইওয়েটির নির্মাণকাজ ১৯৮৮ সালে শুরু হয়। সম্পূর্ণ প্রকল্পটি নির্মাণ করতে সাতটি বছর সময় লাগে। ১৯৯৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ডা. মাহাথির হাইওয়েটি যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন। মালয়েশিয়ার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাসে এটি একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত।

হাইওয়েটি উত্তরের কেদাহ স্টেটের থাইল্যান্ডের বর্ডার থেকে দক্ষিণের জহুর বারু স্টেটের সিংগাপুর বর্ডার পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ যে কেউ ইচ্ছা করলে এ হাইওয়ে ধরে সড়ক পথে থাইল্যান্ড বা সিংগাপুর যেতে পারে। এটি নির্মাণের পর অভ্যন্তরীণ সড়কগুলোকে এর সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ফলে সড়ক যোগাযোগ এতটাই সহজ হয়েছে যে এ হাইওয়ে থেকে সংযোগ সড়ক ধরে মালয়েশিয়ার (সাবাহ ও সারওয়াক ছাড়া) যে কোনো শহর বা গ্রামে যাওয়া যায়। দেশটির প্রত্যন্ত এলাকায় যাতায়াত করা এখন আর কোনো সমস্যাই নয়। মূলত এ হাইওয়ে নির্মাণের ফলশ্রুতিতে দেশটির সামগ্রিক সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত বিশ্বের সমপর্যায়ে চলে গেছে। অন্যদিকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

হাইওয়েটির উভয়পার্শ্বে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন শহর আর লোকালয়, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসা-বানিজ্য কেন্দ্র। ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যেমন উন্নত হচ্ছে, তেমনি মানুষের জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া যাতায়াত সহজ হওয়ার কারণে পর্যটন শিল্পেরও প্রসারণ ঘটছে দ্রুত গতিতে।

www.pathagar.com

লাইট রেল ট্রানজিট (এলআরটি)

মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে রাজধানী কুয়ালালামপুরের জনবসতি দিন দিন বাড়তে শুরু করলো। অন্যদিকে জীবনযাত্রার মান বেড়ে যাওয়ায় গাড়ির সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। উন্নত রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও শহরটিতে যানজটের কারণে মানুষের খুব ভোগান্তি শুরু হলো। এতো গাড়ির ভীড় ঠেলে সময় মতো কোথাও পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়লো। মানুষের এ কষ্ট মাহাথিরের চোখ এড়ালো না। তিনি 'লাইট রেল ট্রানজিট' নামক গণপরিবহন চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। ১৯৯৩ সালে এলআরটি নির্মাণের প্রথম ধাপের কাজ শুরু হয়। ১৯৯৬ সালে এলআরটি যাত্রি পরিবহণ আরম্ভ করে। এরপর ধাপে ধাপে এলআরটির পরিধি বৃদ্ধি করা হয়। এলআরটিতে করে ক্লাং উপত্যকার অধিকাংশ এলাকায়ই যাওয়া যায়।

কুয়ালালামপুর মনোরেল

কুয়ালালামপুর মনোরেলের নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৯৯৭ সালে। এ মনোরেলের অধিক্ষেত্র কুয়ালামপুরের মূল শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মাত্র ৮.৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এ মনোরেলটির নির্মাণ ব্যয় ১.১৮ বিলিয়ন রিংগিত। মনোরেল চলে সম্পূর্ণভাবে ভূমির উপর দিয়ে। ভূমিতে বা মাটির নীচে এর কোনো রেল লাইন বা স্টেশন নেই, সবই ভূমির উপরে তৈরি করা হয়েছে।

www.pathagar.com

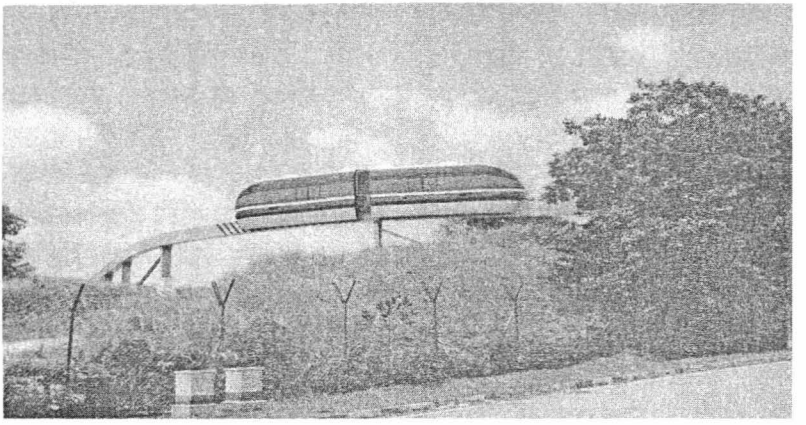

কুয়ালালামপুর সেন্ট্রাল স্টেশন

কুয়ালালামপুর সেন্ট্রাল স্টেশনটি অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। ২০০১ সালে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এটি কুয়ালালামপুরের সমগ্র রেল পরিবহণ ব্যবস্থার কেন্দ্র। ক্লাং উপত্যকার যে কোন আবাসিক, বানজ্যিক বা শিল্প এলাকার সাথে স্টেশনটির রয়েছে নিবিড় যোগাযোগ ব্যবস্থা। অত্যন্ত আধুনিক এ স্টেশনটির সাথে কুয়ালালামপুর বিমানবন্দরের সরাসরি যোগাযোগ থাকার কারণে যাত্রীরা এখান থেকেই চেক-ইন বা চেক-আউট করতে পারেন।

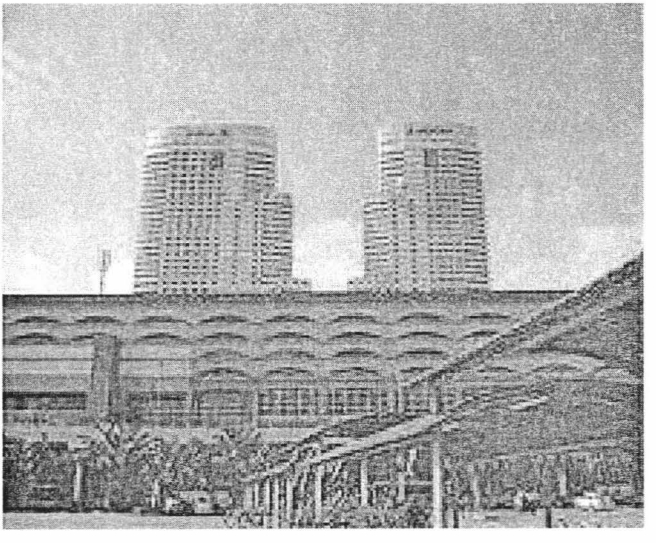

www.pathagar.com

কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর

রাজধানী কুয়ালালামপুর শহর থেকে ৬০ কিলোমিটার দক্ষিণে কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি অবস্থিত। এটি ১৯৯৮ সালের ৩০ জুন থেকে চালু করা হয়। ২৫,০০০ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এ বিমানবন্দরটি নির্মাণ করতে ব্যয় হয় ৯ বিলিয়ন মালয়েশিয় রিংগিত। এটি আয়তনে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বিমানবন্দর। টোকিওর নারিতা বিমানবন্দরের প্রায় দশটির সমান। এর ১৩০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট ট্রাফিক নিয়ন্ত্রন স্তম্ভটি পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চ নিয়ন্ত্রন স্তম্ভ। এখানে ৪,০০০ মিটার দীর্ঘ দুটি রানওয়ে রয়েছে যেখানে যে কোনো আবহাওয়ায় উড়োজাহাজ অবতরণ করতে পারে।

আধুনিক স্থাপত্যের নির্মাণকৌশল বিমানবন্দরটিকে করেছে অত্যন্ত মোহনীয়। মুসলিম ঐতিহ্যের আদলে এর ছাদ অনেকগুলো গম্বুজের সমন্বয়ে গড়া হয়েছে। এছাড়া চারপাশের সবুজ বনরাজি আর ভেতরকার উদ্যানের গাছপালা বিমানবন্দরটির সৌন্দর্যে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে।

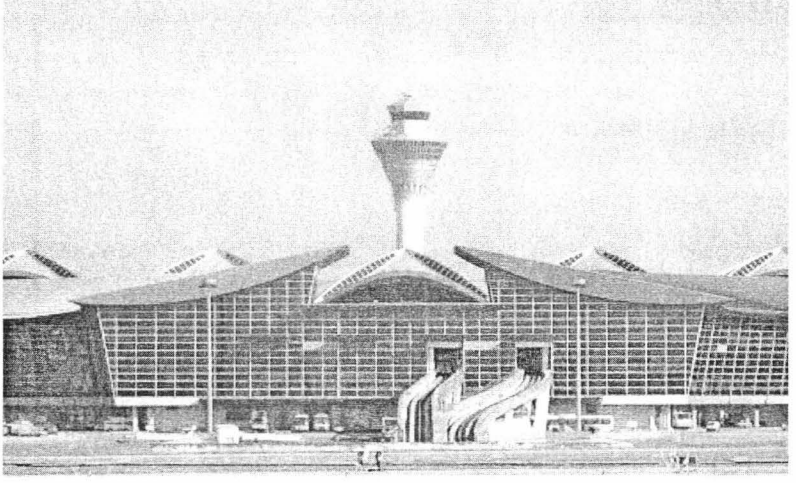

জাতীয় স্পোর্টস কমপ্লেক্স

এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে মালয়েশিয়া প্রথম কমন্‌ওয়েলথ্ গেমস-এর আয়োজক। এ উপলক্ষে ১৯৯৮ সালে কুয়ালালামপুর শহরে নির্মাণ করা হয় বুকিত জলিল জাতীয় স্পোর্টস কমপ্লেক্সটি। এছাড়া অত্যাধুনিক এ কমপ্লেক্সের পাশেই অংশগ্রহণকারী খেলোয়ারদের থাকার জন্য নির্মিত হয় ১৪০০ তিন কক্ষের এ্যাপার্টমেন্ট, তিনটি ক্লাবহাউস এবং কয়েকটি সুইমিংপুল।

www.pathagar.com

পেট্রোনাস জমজ টাওয়ার

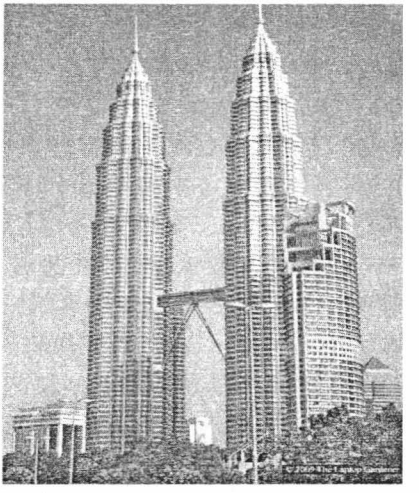

পৃথিবীর উচ্চতম টাওয়ারগুলোর একটি পেট্রোনাস জমজ টাওয়ারটির নির্মাণকাজ ১৯৯২ শুরু হয়ে ১৯৯৯ সালের ৩০ আগষ্ট তারিখে সম্পন্ন হয়। ৮৮-তলা বিশিষ্ট এ টাওয়ারটি ডা. মাহাথিরের আরেকটি স্মরণীয় কীর্তি। ৪৫১.৯ মিটার উচ্চতার প্রতিটি টাওয়ারে রয়েছে বত্রিশ হাজার জানালা, ঊনত্রিশটি লিফ্ট এবং দশটি চলমান সিঁড়ি। এছাড়া ভূমি থেকে ১৭০ মিটার উপরে ৫৮.৪ মিটার দীর্ঘ ৭৫০ টন ওজনের একটি ঝুলন্ত দোতলা সংযোগ সেতু রয়েছে টাওয়ার দুটির ৪১ ও ৪২-তম লেভেলে। ২০০৪ সালে তাইপে-১০১ তলা টাওয়ারটি নির্মাণের পূর্ব পর্যন্ত পেট্রোনাস টাওয়ারই ছিল বিশ্বের সর্বোচ্চ টাওয়ার।

সেপাং ইন্টারন্যাশনাল সার্কিট

আন্তর্জাতিক 'কার রেসিং'-এর ভেন্যু হিসেবে ব্যবহারের জন্য সেপাং ইন্টারন্যাশনাল সার্কিটটি নির্মাণ করা হয়। ১৯৯৯ সালের মার্চ মাসে ডা. মাহাথির এটির উদ্বোধন করেন। পৃথিবীর বিখ্যাত সার্কিটগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। এখানে প্রায় ৫,৫৪২ কিলোমিটার ট্র্যাকের ব্যবস্থা রয়েছে। এটিই পৃথিবীর একমাত্র সার্কিট যেখানে আচ্ছাদিত স্থানে ৩০,০০০ দর্শকের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া, খোলা জায়গায় সংকুলান করা যায় আরো এক লক্ষ দর্শককে।

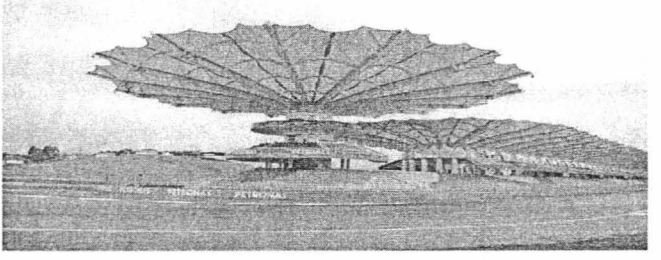

www.pathagar.com

পুত্রাজায়া

সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, দপ্তর এবং কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বাসস্থান সবকিছুই একসময় রাজধানী শহর কুয়ালালামপুরে অবস্থিত ছিল। ব্যস্ত শহরের কোলাহল থেকে সরকারি দপ্তরগুলো কাছাকাছি কোনো একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থানে সরিয়ে নেয়ার কথা ভাবলেন প্রধানমন্ত্রী ডা. মাহাথির। শহর থেকে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার দূরে চাহিদা মতো একটি পছন্দনীয় স্থানকে প্রস্তাবিত প্রশাসনিক কেন্দ্রের জন্য নির্বাচন করা হলো। জায়গাটির নাম দেয়া হলো মালয়েশিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নামকে অনুসরণ করে পুত্রাজায়া। দু'য়েকটি মন্ত্রণালয় ছাড়া সব মন্ত্রণালয় এবং অধিনস্থ দপ্তরসমূহ এখন ওখানে। পুত্রাজায়ার আয়তন প্রায় ১১,৩২০ একর। কৃত্রিম হ্রদ আর সবুজ গাছপালার সমারোহ পুত্রাজায়াকে করেছে দৃষ্টিনন্দিত। বিভিন্ন স্থাপত্য অনুসরণে তৈরি করা হয়েছে এখানকার সব অফিস ভবন। পরিকল্পনা অনুযায়ী পুত্রজায়ায় ৩৩০,০০০ লোকের বসবাস উপযোগী ৬৭,০০০ আবাসিক ফ্ল্যাট তৈরি করা হবে।

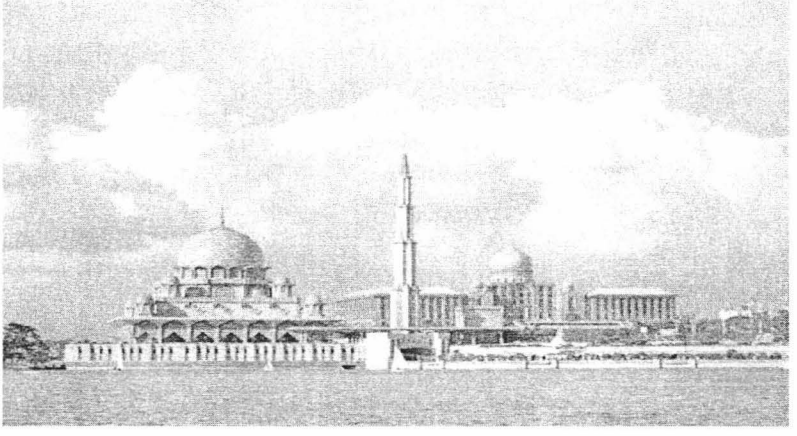

সাইবারজায়া

সাইবারজায়াকে বলা হয় বুদ্ধিমান শহর। ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে ডা. মাহাথির আনুষ্ঠানিকভাবে এ শহরের উদ্বোধন করেন। এটি মূলত তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে 'যাবতীয় গবেষণা এবং দেশের উন্নয়নে তার প্রয়োগ'-এর উদ্দেশ্যে স্থাপন করা হয়। সাইবারজায়া প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মালয়েশিয়া বিশ্ব তথ্য প্রযুক্তির কাতারে নিজেদেরকে সামিল করে।

www.pathagar.com

পুত্রাজায়ার পাশেই প্রায় সাত হাজার একর জমি নিয়ে এ শহরটি। এটি হবে মালয়েশিয়ার মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোরের প্রাণকেন্দ্র। এখানে মানুষ, প্রযুক্তি আর ইকোসিস্টেম সম্পৃতির সাথে সহাবস্থানে সক্ষম হবে। প্রকৃতি বান্ধব পরিবেশে তথ্য প্রযুক্তির সর্বাধুনিক কাঠামো এবং সুবিধা নিয়ে এ শহরটি গড়ে উঠবে।

মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোর

১৯৯৪ সালে মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোর-এর কার্যক্রমের মাধ্যমে মালয়েশিয়া বিশ্ব তথ্য প্রযুক্তিধারায় নিজেকে সম্পৃক্ত করে। মালয়েশিয়ার উন্নয়নের ইতিহাসে এ ঘটনা একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। আর মালয়েশিয়ায় প্রযুক্তির এ উন্নয়নের পরিকল্পনাবিদ ছিলেন ডা. মাহাথির মোহামদ।

পেট্রোনাস জমজ টাওয়ার থেকে শুরু করে কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর পর্যন্ত প্রায় ৭৫০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে এ করিডোরটি তৈরি করা হয়েছে। করিডোরটির আওতায় পড়েছে মালয়েশিয়ার প্রযুক্তি কেন্দ্র সাইবারজায়া এবং প্রশাসনিক কেন্দ্র পুত্রাজায়া। পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৯৬ থেকে শুরু করে ২০২০ সালের মধ্যে তিনটি পর্যায়ে করিডোর নির্মাণের কাজ শেষ হবে। মাল্টিমিডিয়া দ্রব্যাদি তৈরি, বিতরণ এবং ব্যবহার করাসহ এ সংক্রান্ত যাবতীয় সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন মাল্টিমিডিয়া কোম্পানি এখানে কাজ করবে। এছাড়া তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য সব ধরণের গবেষণার ব্যবস্থা থাকবে। এখানে দেশী ও বিদেশী মিলে প্রায় ৯০০ কোম্পানির কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোর বাস্তবায়নের কাজ তদারকির জন্য ১৯৯৬ সালে মাল্টিমিডিয়া ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন নামে একটি কোম্পানি গঠন করা হয়। এছাড়া ওখানে রয়েছে একটি মাল্টিমিডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

শিশু মাহাথির

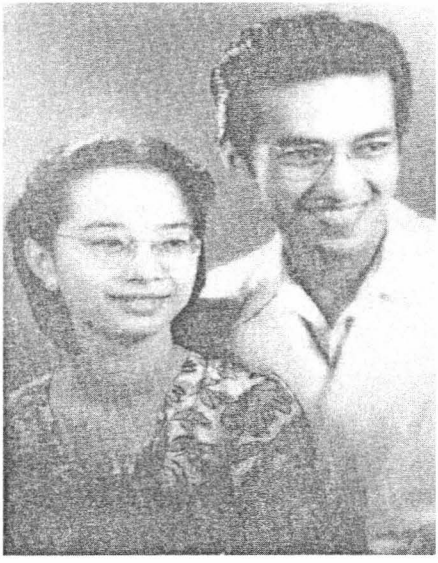

তরুণ মাহাথির ও সিতি হাসমাহ্

চিকিৎসক ডা. মাহাথির

বিশেষ পার্বণে ডা. মাহাথির

www.pathagar.com

সপরিবারে ডা. মাহাথির

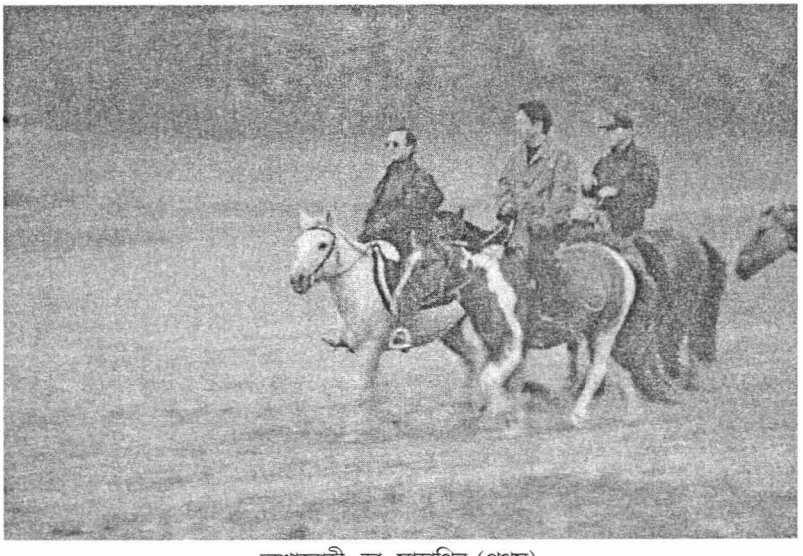

অশ্বারোহী ডা. মাহাথির (প্রথম)

www.pathagar.com

লংকাবিতে ডা. মাহাথির

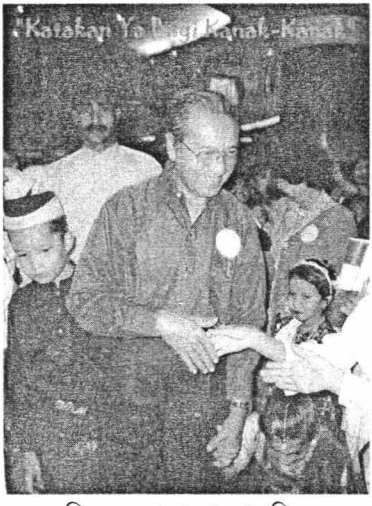

শিশুদের মাঝে ডা. মাহাথির

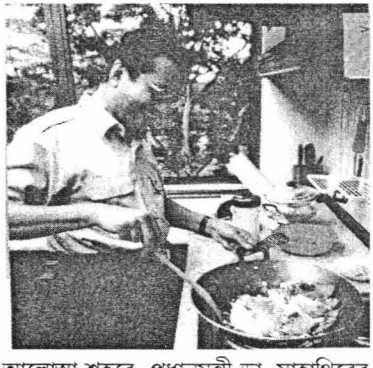

আলোস্তা শহরে প্রধানমন্ত্রী ডা. মাহাথিরের

বাড়ি (ইনসেটে লেখক)

www.pathagar.com

জনগণের মাঝে ডা. মাহাথির

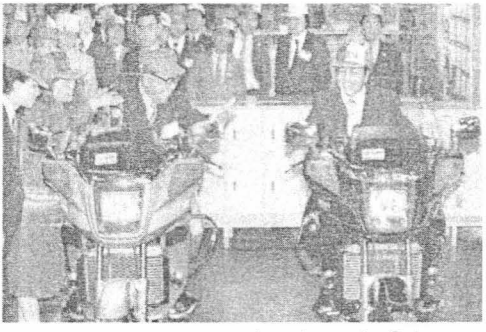

মোটরসাইকেল তৈরি উদ্বোধন

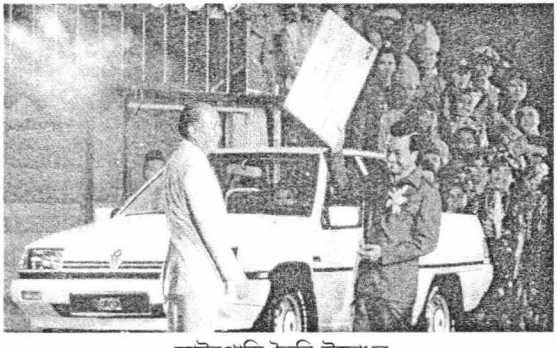

মোটরগাড়ি তৈরি উদ্বোধন

www.pathagar.com

ডা. মাহাথিরের অফিসে লেখক

ডা. মাহাথির ও ডা. সিতি হাসমাহ্

বাংলাদেশ হাউসে ডা. মাহাথির, ডা. সিতি হাসমাহ্ ও সস্ত্রীক লেখক

www.pathagar.com

ডা. মাহাথির ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্যালেষ্টাইনী নেতা ইয়াসির আরাফাত ও ডা. মাহাথির

www.pathagar.com

নেলসন মেন্ডেলা ও ডা. মাহাথির

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থেচার ও সস্ত্রীক ডা. মাহাথির

www.pathagar.com

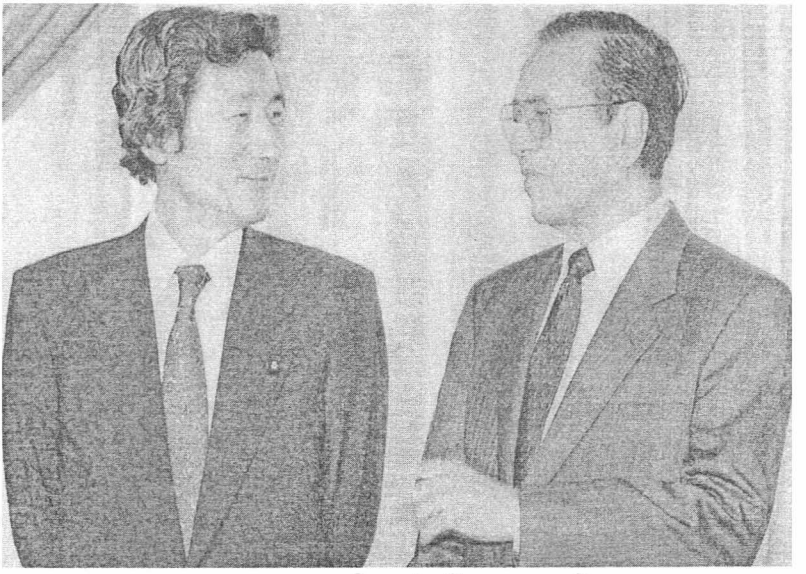

জাপানের প্রধানমন্ত্রী কোইজুমি ও ডা. মাহাথির

বিল ক্লিনটন ও ডা. মাহাথির

www.pathagar.com

পোপ জন পল ও ডা. মাহাথির

ফরাসি প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক ও ডা. মাহাথির

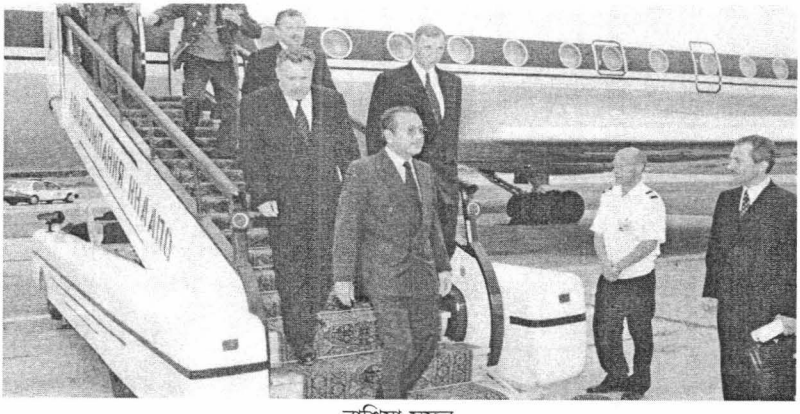

রাশিয়া সফর

www.pathagar.com

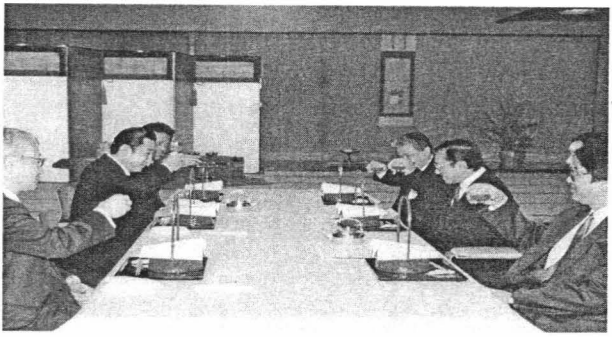

দক্ষিণ কোরিয়া সফর

চীন সফর

জর্জ ডব্লিউ বুশ ও ডা. মাহাথির

পোল্যান্ড সফর

www.pathagar.com

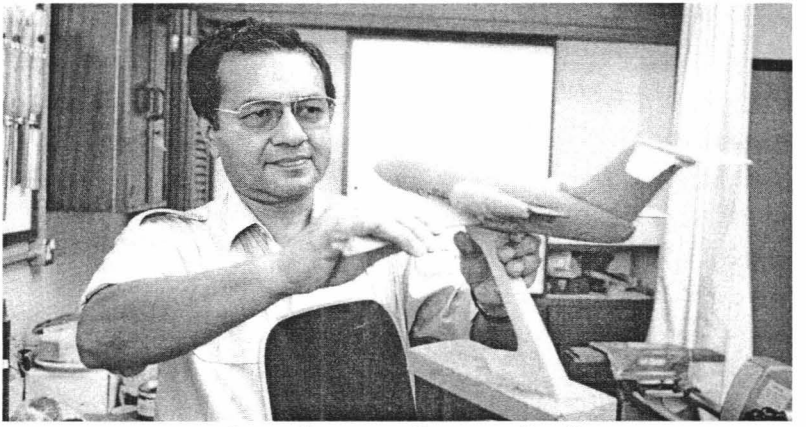

আধুনিক প্রযুক্তিতে মালয়েশিয়ার অগ্রগতি পরীক্ষা

ডা. মাহাথির ও ডা. সিতি হাসমাহ্

চিন্তামগ্ন ডা. মাহাথির

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে

পৃথিবীর শক্তিধর দেশগুলোর কট্টর সমালোচনা করতে ডা. মাহাথির কখনো একটুও ভয় পাননি। তাদের ভালো কাজের যেমন তিনি প্রশংসা করতেন, তেমনি মন্দ কাজের নিন্দা জানাতে পিছপা হতেন না। এ জন্য তিনি অনেকের অপছন্দের পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন। তবে বেশিরভাগ দেশের বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের নেতারা তাঁর স্পষ্টবাদিতার প্রশংসা করতেন।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক সংগঠন 'ASEAN'-এর অন্যতম সদস্য দেশ মালয়েশিয়া। আসিয়ান দেশগুলোতে তিনি ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র এবং অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য নেতা। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি অধিকাংশ আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন। ২০০৩ সালের অক্টোবরে ইন্দোনেশিয়ার বালি শহরে অনুষ্ঠিত নবম আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান ছিল তাঁর শেষবারের মতো মালয়েশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করা। ঐ সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, 'I wish to stress that as we move forward, we must not disregard nor erode the principles that have kept us together. The principles of non-interference, of consensus-based decision making, national and regional resilence, respect for national sovereignty, the renunciation of the threat or the use of force in the settlement of differences and disputes, must always be upheld by the Asean countries।' তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে আসিয়ানের প্রতি মালয়েশিয়ার দৃঢ় অঙ্গীকারের কথা ব্যক্ত করে বলেন যে মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্র নীতিতেও আসিয়ানের আদর্শ প্রতিফলিত।

মাদক দ্রব্য এবং মাদক দ্রব্য চোরাচালানিদের বিরুদ্ধে ডা. মাহাথির ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। তিনি মালয়েশিয়ায় মাদক দ্রব্য ব্যবহার এবং তা চোরাচালানির সাথে জড়িতদের মৃত্যুদণ্ড দেয়ার আইন প্রণয়ন করেন, জড়িত ব্যক্তি মালয়েশিয়ার হোক বা অন্য যে কোনো দেশেরই হোক। তাঁর এ ভূমিকার জন্য ১৯৮৭ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত মাদক ব্যবহার এবং তার অবৈধ পাচার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে তাঁকে সভাপতি নির্বাচন করা হয়।

ডা. মাহাথির প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে মালয়েশিয়ার সম্পর্ক কখনো তেমন একটা খারাপ ছিল না। মাঝে মধ্যে ছোটখাটো সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, আবার তার সমাধানও হয়েছে সুন্দরভাবে। যুক্তরাজ্যের সাথে

www.pathagar.com

একবার সে দেশে অধ্যয়নরত মালয়েশিয়ার শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি নিয়ে মতানৈক্যের জের ধরে মাহাথির মালয়েশিয়ায় ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের ডাক দিয়েছিলেন। সমগ্র মালয়েশিয়া জুড়ে প্রচারণা ছিল– সবার শেষে ব্রিটিশ পণ্য কিনুন। যাহোক, অবশেষে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থেচারের হস্তক্ষেপে ঐ অবস্থার উত্তরণ ঘটে।

মাহাথির সবসময়ই যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র সমালোচনা করতেন যদিও তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে মালয়েশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজি বিনিয়োগ এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে মালয়েশিয়ার পণ্য রপ্তানি ছিল সবচেয়ে বেশি। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে মালয়েশিয়ার সামরিক বাহিনীর অফিসারদের ট্রেনিং অব্যাহত থাকে। তবে মালয়েশিয়ার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক খুব নাজুক অবস্থায় পর্যবসিত হয়েছিল ১৯৯৮ সালের এপেক মিটিংয়ের সময়। ঐ সময় আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোর তাঁর বক্তব্যে ডা. মাহাথিরকে অত্যন্ত কড়াভাষায় সমালোচনা করেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে মালয়েশিয়া ত্যাগ করেছিলেন।

ডা. মাহাথিরের সময়ে অষ্ট্রেলিয়ার নেতৃবৃন্দের সাথে তাঁর তেমন একটা ভালো সম্পর্ক না থাকার কারণে ঐ দুটি দেশের মধ্যকার সম্পর্ক ছিল কণ্টকাকীর্ণ। ১৯৯৩ সালে এপেক শীর্ষ সম্মেলনে মাহাথির যোগদান না করায় পল কিটিং মাহাথির সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করলে এ সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটে। পরবর্তীতে মাহাথির এবং মালয়েশিয়ার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ কিটিং-এর উত্তরসূরি জন হাওয়ার্ডেরও তীব্র সমালোচনা করেন। এ অঞ্চলের দেশগুলোর প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার আচরণের প্রতিবাদে ২০০০ সালে ডা. মাহাথির বলেছিলেন যে, অষ্ট্রেলিয়া যদি এশিয়ার একজন বন্ধু হতে চায় তবে অন্য দেশ কিভাবে চলবে সে শিক্ষা দেয়া থেকে তাকে বিরত থাকতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, জনসংখ্যার হিসেবে অষ্ট্রেলিয়া একটি ছোট দেশ, ছোট দেশের মতোই তার আচরণ করা উচিত।

১৯৪৫ সালে যখন জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় সারা বিশ্ব তখন অনুভব করেছিল যে এবার অন্তত এমন একটি সংস্থা আছে যা বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হলে তা মিটাতে পারবে।

তাঁর যোগ্য নেতৃত্বের ফলে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মালয়েশিয়ার নতুনভাবে আবির্ভাব ঘটে। মালয়েশিয়ার ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির সাথে স্থিতিশীল রাজনৈতিক ভিত্তি এবং তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি, বিশ্বে মালয়েশিয়ার অবস্থানকে উজ্জ্বল করে। ১৯৯০ সালে ডা. মাহাথির পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য 'মালয়েশিয়া ভ্রমণবছর ১৯৯০' প্রকল্প গ্রহণ করেন। প্রকল্পের মাধ্যমে দেশটির বহুমূখী কৃষ্টি এবং সবুজ প্রকৃতিকে বিশ্বের কাছে

www.pathagar.com

উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। শুধু বিনোদনই নয় এ প্রকল্পটির লক্ষ্য ছিল মালয়েশিয়ার আয় বৃদ্ধি করা, ব্যবসা-বাণিজ্যকে বিকশিত করা।

এক সময়ে ডা. মাহাথির মালয়েশিয়ানদের কাছে আবেদন করেছিলেন সর্বশেষে বৃটিশ পণ্য কেনার জন্য। এর ফলে বৃটিশরা মনে করেছিল যে মাহাথির তাদেরকে ঘৃণা করে এবং তাদের বিরুদ্ধে কাজ করে। এর উত্তরে মাহাথির বৃটিশদের বুঝিয়েছেন যে, এ ব্যবস্থাটি বৃটেনে অধ্যয়নরত মালয়েশিয়ান ছাত্রদের শিক্ষা খরচ বৃদ্ধি করার কারণে নেয়া হয়। বৃটেনদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন বৃদ্ধি করার ফলে সেখানে অধ্যয়নরত মালয়েশিয়ান ছাত্রদের জন্য যে অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রা পাঠাতে হবে তা বৃটিশ পণ্য কম আমদানি করে সেই পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানোর জন্য এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। এ ব্যাখ্যা দেয়ার পর বৃটিশ সরকার কুয়ালালামপুরে তাদের কারুকার্যময় কারকোসা বিল্ডিংটি মালয়েশিয়ান সরকারকে ফেরত প্রদান করে।

ডা. মাহাথির মালয়েশিয়ার যখন প্রাচ্যমুখী নীতি বাস্তবায়ন করেন তখন পশ্চিমা দেশগুলো তা মোটেই পছন্দ করেনি। ডা. মাহাথির তাদের বলেছেন প্রাচ্যমুখী নীতির অর্থ এই নয় যে মালয়েশিয়ানদেরকে পশ্চিমা পণ্য কেনা থেকে বিরত রাখা। এ নীতির উদ্দেশ্যে হলো জাপান ও কোরিয়ার কর্মপদ্ধতি এবং উন্নয়নধারা অনুসরণ করে মালয়েশিয়ার উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। পশ্চিমা দেশগুলো বুঝতে সক্ষম হলো যে ডা. মাহাথির তাদের বিপক্ষে কোনো কাজ করছেন না বরং মালয়েশিয়া কিভাবে উন্নতি করতে পারে সেই পদক্ষেপই গ্রহণ করছেন।

ডা. মাহাথির ন্যায়সঙ্গত কথা বলতে কখনো ভয় পেতেন না। তিনি মানুষের জন্য কল্যাণকর কোনো বিষয় বা যুক্তিসঙ্গত দাবি আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক যে কোনো ফোরামে উত্থাপন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ, ওআইসি, বিশ্বব্যাংক, সব জায়গায় তিনি ন্যায়সংগত দাবিকে দৃঢ়তার সাথে উত্থাপন করেছেন। শক্তিধর দেশগুলোকে মোকাবেলা করায় সামর্থহীন দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর মুক্ত বাজার অর্থনীতির বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সোচ্চার। এলডিসি দেশসমূহের নানাবিধ অসুবিধাগুলো আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপন করতে তিনি কখনও পিছপা হননি।

ঋণ ভারাক্রান্ত দরিদ্র দেশগুলোর প্রতি যে অবিচার বা অন্যায় করা হয় সে কথা, তাদের সমস্যার কথা, তিনি অকুতোভয় নেতার মতোই বলে গেছেন। পরিবেশগত বিষয়গুলো, মানবধিকার, সন্ত্রাস, দরিদ্রের অধিকার, বৈষম্যমূলক বাণিজ্যনীতি বা অন্যান্য বিষয় যা গরীব দেশগুলোকে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে

www.pathagar.com

ঠেলে দিচ্ছে সেসব বিষয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তিনি সবসময়ে সোচ্চার ছিলেন। এ জন্য ডা. মাহাথিরকে প্রায়শঃই দক্ষিণের কণ্ঠ, নব এশিয়ার কণ্ঠ, তৃতীয় বিশ্বের নেতা, ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। আশিয়ান সদস্য হওয়ার সময় তিনি অন্যান্যদের বিরোধিতা সত্ত্বেও মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, লাওস এবং ভিয়েতনামকে সমর্থন করেছিলেন।

ডা. মাহাথির বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সোচ্চার ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি বহু জাতি সমন্বয়ে সহনশীল এবং উদারমনা সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মালয়েশিয়া সব সময়ই সমর্থন দিয়েছে। জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা বাহিনীতে মালয়েশিয়া থেকে প্রয়োজনীয় সৈন্য সরবরাহে তিনি নিশ্চিয়তা দিয়েছিলেন। তিনি ভিয়েতনামের শরণার্থীদের মালয়েশিয়ায় থাকতে দিয়েছিলেন যতদিন না তারা ভিয়েতনামে প্রত্যাবাসিত হতে পেরেছিল।

বিশ্ব জুড়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে পশ্চিমা আধিপত্য থেকে বাঁচানোর জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করে একটি শক্তিশালী ফোরামের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ডা. মাহাথিরের নেতৃত্বে গঠিত হয় দক্ষিণ-দক্ষিণ কমিশন।

২০০৩ সালে মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত ২৩তম ন্যাম (ফেব্রুয়ারি) এবং দশম ওআইসি (অক্টোবর) শীর্ষ সম্মেলনে তিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তাঁকে ন্যাম শীর্ষ সম্মেলনে গঠিত 'ন্যাম বাণিজ্য ফোরাম'-এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়।

১৯৮৯ সালের ১৮-২৭ অক্টোবর তারিখে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ২৭তম কমনওয়েলথ সরকার প্রধানদের বৈঠকে বিশ্বকে সবুজ রাখার জন্য ডা. মাহাথির 'লঙ্কাবি ঘোষণা' উপস্থাপন করেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমুহের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যেমন ঋণ, পরিবেশ, মানবিক অধিকার, সন্ত্রাস, অসম বাণিজ্যিক লেন-দেন, ইত্যাদি নিয়ে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন।

২০০১ সালে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ মালয়েশিয়ার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইনের তীব্র সমালোচেনা করায় ডা. মাহাথির বলেছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রেও এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যখন বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়েছে জনগণের কল্যাণে বা তাদের নিরাপত্তার জন্য। ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমন করলে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মালয়েশিয়ার সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটে। মাহাথির জাতিসংঘের ম্যান্ডেট ছাড়া জর্জ বুশের ইরাক আক্রমণকে কঠোর সমালোচনা করেন।

www.pathagar.com

ডা. মাহাথিরের সময় প্যালেষ্টাইনীদের ন্যায্য দাবির প্রতি মালয়েশিয়ার দৃঢ় সমর্থন অব্যাহত থাকে এবং পিএলও-এর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। প্যালেষ্টাইন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য তিনি শক্তিধর দেশগুলোকে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ জানান। ইসরাইলের সাথে কোনো কূটনৈতিক সম্পর্কতো দূরের কথা তিনি ইসরাইলীদেরকে মালয়েশিয়ায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন। এমন কি ১৯৮৬ সালে ইসরাইলী প্রেসিডেন্টের রাষ্ট্রীয় সফরে সিংগাপুরে আসার কারণে সিংগাপুরের সাথে মালয়েশিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্কে ফাটলের সৃষ্টি হয়। একবার ইসরাইলকে ক্ষমতাধর দেশগুলোর মদদপুষ্ট শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করায় ইসরাইলসহ পশ্চিমা দেশগুলোর তীব্র সমালোচনায় পড়েন ডা. মাহাথির। তবে অনেক মুসলিম দেশের নেতারাই মাহাথিরের সমর্থনে বিবৃতি প্রদান করেন।

মাহাথিরের সময় সিংগাপুরের সাথে মালয়েশিয়ার সম্পর্ক অনেকটা টানা-পোড়নের মধ্যেই অতিবাহিত হয়। বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা এতটাই প্রকট ছিল যে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমেও অনেক বিষয়ের সমাধান বা কোনো মতৈক্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

চীনের সাথে মালয়েশিয়ার সম্পর্ক কোনো সময়ই তেমন একটা খারাপ ছিল না। তবে, দেং শিয়াওপিং ক্ষমতা গ্রহণের পর দু'দেশের সম্পর্কের উন্নতি ঘটতে থাকে। ১৯৯০-এর দশকে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক দৃঢ়তা লাভ করে। এছাড়া দু'দেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতাও অনেক বৃদ্ধি পায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মালয়েশিয়ার সম্পর্ক সবসময়ই ভালো ছিল। তবে, ১৯৭৯ সালে আফগানিস্থানে সোভিয়েত আগ্রাসনের সময় অন্যান্য মুসলিম দেশের সাথে মালয়েশিয়াও মোজাহিদীনদের সমর্থন করে। পরবর্তীতে, ১৯৯০-এর দশকে রাশিয়ার সাথে মালয়েশিয়ার সম্পর্কের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। ২০০২ সালে ডা. মাহাথির মস্কো সফর করেন। ঐ সময় তিনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে পশ্চিমা হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করা এবং গণতন্ত্র উন্নয়নে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য প্রশংসা করেন।

মুসলিম দেশগুলোতে ডা. মাহাথির অত্যন্ত শ্রদ্ধভাজন ব্যক্তিত্ব। তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি সবসময়ই সোচ্চার ছিলেন। আসিয়ান, জি-৭৭, ন্যাম, ওআইসি, ইত্যাদি সংস্থায় তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন।

প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে ডা. মাহাথির পৃথিবীর অনেক দেশেই সরকারি সফরে গেছেন। একইভাবে অনেক দেশের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী তাঁর সময়ে মালয়েশিয়া সফরে এসেছেন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ প্রসংগে মাহাথির

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম মালয়েশিয়ান সরকার ও জনগণ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল। শুধু মালয়েশিয়ার জনগণের মধ্যেই নয় সরকারের মধ্যেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছিল। তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেনি পাকিস্তানের সৈন্যরা বাংলাদেশের মানুষদের নির্বিচারে হত্যা করছে, ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, মা-বোনদের পাশবিক নির্যাতন চালাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিরা যখন তখনকার মালয়েশিয়া দখল করে নেয় সেসময় তারা এ ধরণের পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল। তাই জাতি-ধর্ম এবং দল-মত নির্বিশেষে সবাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করে। এমন কি জাতিসংঘের বিভিন্ন ফোরামে মালয়েশিয়ার স্থায়ী প্রতিনিধি বাংলাদেশকে সমর্থন করায় পাকিস্তানের সাথে মালয়েশিয়ার সম্পর্কে তীক্ততার সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সে সময়ে মালয়েশিয়ার ভূমিকা সম্পর্কে উপরের তথ্যটুকু ছাড়া তেমন কিছু ডা. মাহাথিরের মনে নেই। কারণ, তদানীন্ত ন প্রধানমন্ত্রীকে সমালোচনা করায় ১৯৬৯ সালে তাঁকে দল থেকে বহিস্কার করা হয় এবং তিনি পুনরায় দলে ফিরে আসেন ১৯৭২ সালে।

আমরা জানি, শুধু দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যেই নয়, মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে মালয়েশিয়াই সর্বপ্রথম ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে বিদ্যমান দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের যাত্রা তখন থেকেই। এরপর ১৯৭৩ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর মালয়েশিয়ায় সংক্ষিপ্ত সফর দু'দেশের সম্পর্ককে এক মজবুত ভিত্তিতে দাঁড় করায়।

মাহাথির বলেন যে, বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত প্রতিভাবান এবং কর্মঠ। তারা অন্য দেশে গিয়ে সেসব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে এবং অনেকেই ভালো করছে। তাহলে তারা নিজেদের দেশকে কেন উন্নতির দিকে এগিয়ে নিতে পারবে না? তাদের যথেষ্ট মেধা রয়েছে। এ মেধাকে কাজে লাগাতে হবে। বাংলাদেশের যে বিরাট জনবল রয়েছে তাকে রিসোর্স হিসাবে উপযোগি করার ব্যবস্থা নিতে হবে। মালয়েশিয়া এক সময় একটি দরিদ্র দেশ ছিল। বর্তমানে মালয়েশিয়া উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

রাতারাতি দেশের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। এজন্য যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণের যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন তা বাস্তবায়নের। তবে, যোগ্য নেতৃত্ব এবং নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মনে করেন।

ডা. মাহাথির মালয়েশিয়ার প্রসংগ টেনে বলেন যে, ১৯৫৭ সালে মালয়েশিয়া স্বাধীন হয় রাজনৈতিক দল 'আমনো'র নেতৃত্বে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত ঐ দলই সরকার গঠন করে আসছে, যদিও অনেক সময় অন্য দলও সরকারের সাথে জোট বেধেছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার এ ধারাবাহিকতা থাকার ফলে সরকারের সব পরিকল্পনা বাস্তবায়নেও ধারাবাহিকতা রাখা সম্ভব হয়েছে। ফলশ্রুতিতে মালয়েশিয়ার উন্নয়ন কাজকর্ম কখনো ব্যাহত হয়নি। মালয়েশিয়ার আজকের এ উন্নয়নের জন্য এ দিকটি সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে। ডা. মাহাথির একটানা ২২ বছর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। সুদীর্ঘ সময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকার কারণে মালয়েশিয়াকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে তিনি তাঁর উপলব্ধি, চিন্তা এবং পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এছাড়া একই দল ক্ষমতায় থাকার কারণে তিনি যেমন তাঁর পূর্বসুরীদের গৃহীত পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণতা দান করেছেন, তেমনি তাঁর উত্তরসুরীরাও তাঁর অসমাপ্ত কাজ বাস্তবায়ন করেছেন। তবে, এক্ষেত্রে দলকে অবশ্যই দেশের এবং জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। দলকে হতে হবে জনমুখী। দলের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা এবং জনগণের সাথে সম্পৃক্ততা দলকে জনগণের কাছে বিশ্বাসী করে তোলে। একটি গণতান্ত্রিক দেশে সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য তাই দল ও নেতা-কর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ দিকটি খুবই অনুপস্থিত। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দেশটি স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনকভাবে আওয়ামী লীগ সরকারের দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার মতো ধারাবাহিকতা থাকেনি। দেশটিতে সামরিক শাসনসহ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দলের শাসন চলে। ফলে দেশের কাঙ্খিত উন্নয়ন বিঘ্নিত হয়। একেক দল একেক সময় দেশ পরিচালনায় এসে পূর্ববর্তী সরকারের ভালো প্রকল্পও বন্ধ করে দেয়। ফলে সার্বিকভাবে দেশটিই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মালয়েশিয়ার মতো বাংলাদেশে সরকারের ধারাবাহিকতা থাকলে দেশটি এতোদিনে অনেক এগিয়ে যেতো।

মালয়েশিয়ার একসময়ের অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করে ডা. মাহাথির বলেন যে, কৃষি কাজের জন্য যে পরিমান জমিতে ১০ জন লোকের কর্মসংস্থান করা যায় সেই একই পরিমান জমিতে শিল্প স্থাপন করে কয়েক হাজার লোকের কর্মসংস্থান করা যায়। দেশকে শিল্পায়নের আগে মালয়েশিয়ার অনেক লোকই

www.pathagar.com

বেকার ছিল। এ সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায় হিসেবে মালয়েশিয়া শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বিদেশের অনেক কোম্পানিই এদেশে ছুটে এলো। ফলে দেশে কোনো বেকার সমস্যাতো থাকলোই না, বরং বিদেশ থেকে কর্মী আনার প্রয়োজন দেখা দিলো। মাহাথির মনে করেন শিল্পায়ন ছাড়া একটি দরিদ্র দেশের পক্ষে তার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নিয়ে উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। বিদেশ থেকে পুঁজি ও প্রযুক্তি প্রবাহের মাধ্যমে অর্থনীতির চাকাকে শক্তিশালী করতে হবে। বাংলাদেশের রয়েছে প্রচুর জনবল যাদের অনেকেই দেশের মধ্যে কর্মসংস্থানের অভাবে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। আয়তন অনুযায়ী বাংলাদেশের লোকসংখ্যা খুবই বেশি। তাই কৃষির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে শিল্প খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের বেকার সমস্যাকে অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব। এ জন্য অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ ছাড়াও ব্যাপক বিদেশী বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে ছুটে যাবেন। শিল্পক্ষেত্রকে উন্নত করতে পারলে দেশের জনবল কর্মসংস্থানের জন্য তেমন আর বিদেশমুখী হবে না। শিল্পায়নের ফলে দেশ যেমন অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে, তেমনি দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া দেশের রপ্তানী যেমন বাড়বে, আমদানীর উপর নির্ভরশীলতা তেমনি অনেক কমে আসবে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে লোকজন যখন জড়িয়ে পড়বে তখন অন্যান্য অনেক সামাজিক সমস্যার সমাধানও সহজ হবে।

মাহাথিরের মতে বাংলাদেশের মানুষ খুব আবেগপ্রবণ। আবেগ থাকা দোষনীয় নয়। কিন্তু আবেগ যেন প্রশ্রয় না পায়। আবেগকে সীমাবদ্ধের মধ্যে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। দেশ পরিচালনার দায়িত্বে যারা থাকবেন তাদেরকে অতিরিক্ত আবেগ অবশ্যই পরিহার করতে হবে। আবেগের কারণে দেশের উন্নয়ন যেন ক্ষতি বা বাধাগ্রস্থ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কারণ ব্যাক্তির আবেগ সারা দেশে প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে মূল দায়িত্ব পালন থেকে বিচ্যুতির সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়।

ডা. মাহাথির একাধিকবার বাংলাদেশ সফরে গিয়েছিলেন। ২০০৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আইনশাস্ত্রে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করে।

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থ

01. Mahathir Mohamad. A New Deal for Asia. Pelanduk Publications (M) Sdn Bhd, Malaysia. 2001.
02. Tun Dr Mahathir's Legacy: An Inspirational Learning Experience. Krista Education Sdn Bhd, Malaysia. 2006.
03. Mahathir bin Mohamad. The Malay Dilemma. Marshall Cavendish International, Singapore. 2010.
04. Barry Wain. Malaysian Maverick: Mahathir Mohamad in Turbulent Times. Palgrave Macmillan, UK. 2009.
05. Dr Mahathir's Selected Letters to World Leaders. Marshall Cavendish (Malaysia) Sdn Bhd. 2009.
07. Khoo Boo Teik. Beyond Mahathir: Malaysian Politics and its Discontents. Zed Books Ltd, Uk. 2003.
08. Mahathir Mohamad. Reflections on ASEAN. Pelanduk Publications (M) Sdn Bhd, Malaysia. 2004.
09. Managing the Malaysian Economy. Selected Speeches by Dr. Mahathir Mohamad. Pelanduk Publications (M) Sdn Bhd, Malaysia. 2000.
10. Regional Cooperation and the Digital Economy. Selected Speeches by Dr. Mahathir Mohamad. Pelanduk Publications (M) Sdn Bhd, Malaysia. 2000.

www.pathagar.com

জন্ম : ৩১ ডিসেম্বর ১৯৫৪

এ কে এম আতিকুর রহমান বিসিএস পররাষ্ট্র ক্যাডারের একজন সদস্য। বর্তমানে তিনি মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। তিনি ইতালী, সেনেগাল, ভুটান ও হংকং-এ কূটনৈতিক দায়িত্বও পালন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে বি.এস-সি (সম্মান) ও এম.এস-সি. এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ফিল ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন করেছেন।

আতিকুর রহমান একজন ক-শ্রেণীর গীতিকার হিসাবে বাংলাদেশ টেলিভিশনে তালিকাভুক্ত। তাঁর বেশ কিছু কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্প বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাপ্রকাশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'চারুকলা পরিচিতি' শিরোনামে একটি বই।

রাষ্ট্রদূত আতিকুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

www.pathagar.com

ISBN 984-300-000-649-5
9 843000 006495
www.banglaprakash.com

www.pathagar.com